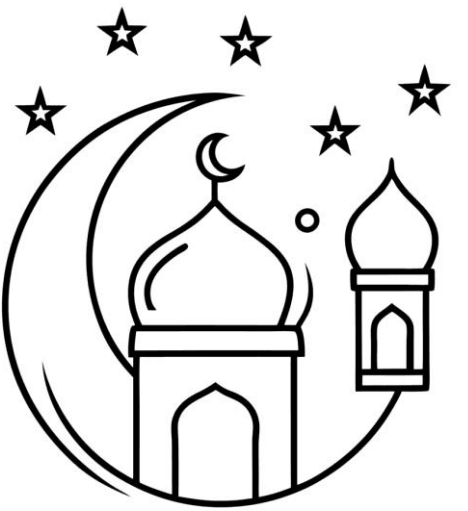
আল্লাহ ﷻ, রাসূল ﷺ ও সাহাবা ঃ উম্মাহর বিশুদ্ধ আকীদা



আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

প্রকাশকালঃ মে ২০২৬
প্রকাশনাঃ আহলুস সুন্নাহ মিডিয়া

আল্লাহ ﷻ সম্পর্কে আকীদা

1. আল্লাহ সূরতের স্রষ্টা, সূরত নন।
2. আল্লাহ স্থান ও কাল থেকে মুক্ত।
3. আল্লাহ তায়ালা পাক ও বেআ'ইব; মিথ্যা বলা আল্লাহর ক্ষেত্রে অসম্ভব।

রাসূল ﷺ সম্পর্কে আকীদা

1. রাসূল ﷺ মা'সুম / নিষ্পাপ।
2. রাসূল ﷺ শাফায়াত করবেন এ কথা হক্ব। রাসূলের ﷺ কাছে শাফায়াত প্রার্থনা করা জায়েজ বরং সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাত।
3. রাসূলের ﷺ ওয়াসীলা নেয়া জায়েজ।

সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম সম্পর্কে আকীদা

1. সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি।
2. আমরা সাহাবায়ে কেরামের মন্দ কোনো আলোচনা করিনা।

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা আশরাফিল আম্বিয়াই ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন।

আকীদা একজন মুসলিমের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাহ্যিকভাবে দেখতে পৃথিবীর সমস্ত মানুষই এক রকম। কিন্তু কেউ আল্লাহ সম্পর্কে এবং তাঁর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে সঠিক আকীদা পোষণ করলে, তাই তাকে লাখো মানুষের ভীড় থেকে আলাদা করে তোলে, তাকে শাফায়াতের উপযুক্ত বানায়, জান্নাতের উত্তরাধিকারীতে পরিণত করে। এজন্য আকীদা একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় সম্পদ।

মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, মুসলিম উম্মাহ ৭৩ টি দলে বিভক্ত হবে, যার মধ্যে একটি দল হবে মুক্তিপ্রাপ্ত। এই দলগুলো আসলে কোনো জাতি, ভাষা, বর্ণ বা আমলের ভিত্তিতে নয়, বরং আকীদার ভিত্তিতে। এজন্য আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের প্রকৃত আকীদা পোষণ করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বাতিল আকীদা রেখে শত আমল করেও মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। বরং এতে শেষাবস্থায় বেঈমান হয়ে মৃত্যুবরণ করার আশঙ্কা রয়েছে।

আকীদার মূল বিষয় হলো তাওহিদ ও রিসালাত। দুঃখের বিষয় হলো শয়তানের প্ররোচনায় অসংখ্য মানুষ এ বিষয়ে বিভ্রান্তিতে রয়েছে। একদল মানুষ সহিহ আকীদা পোষণের নামে আল্লাহ তায়ালার পবিত্র যাত ও সিফাতের ক্ষেত্রে নানা ধরনের কল্পনাপ্রসূত ধ্যানধারনার উদ্ভব ঘটিয়েছেন। কেউ দেহবাদী (মুজাসসিমা), কেউ সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যবাদী (মুশাব্বিহা) আবার কেউ আল্লাহর সিফাত অস্বীকারকারীতে (মুয়াত্তিলা) পরিণত হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে আকীদাতেও অসংখ্য মারাত্মক বদ আকীদার অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি আপনার স্মরণকে সমুন্নত করেছি।' (সূরা আল ইনশিরাহ) অথচ একদল দুর্ভাগা মানুষ মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা সম্পর্কিত কুরআনের অসংখ্য আয়াত ও অসংখ্য সহিহ হাদিসকে উপেক্ষা করে তাঁর সম্পর্কে বদ আকীদা পোষণ করছে। কেউ মনে করছে তিনি নিষ্পাপ বা মাসুম নন। তাই কিয়ামতে তিনি নিজ মুক্তি নিয়ে পেরেশান থাকবেন। আবার কেউ মনে করছে রওজা শরিফে তিনি মৃত অবস্থায় আছেন। কেউ তাঁর কাছে এমনকি শাফায়াত চাওয়াকেও শিরক আখ্যা দিচ্ছে। ওয়াসিলাকেও নাজায়েজ প্রমাণে পণ্ডশ্রম করছে। আরেকটি ফিরকা মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উজ্জ্বল নক্ষত্রতুল্য সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করতে ব্যস্ত। যেখানে তাঁদের আদালত বা ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে সালাফদের ইজমা হয়ে গেছে, সেখানে একটি ফেরকা তাঁদেরকে সত্যের মাপকাঠি স্বীকার করতে নারাজ।

শায়খ আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা রচিত সংক্ষিপ্ত এ গ্রন্থটিতে আল্লাহ তায়ালা, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে সঠিক আকীদা সহিহ দলীলের আলোকে তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থটি যদিও আমেরিকার নিউজার্সির একটি সেমিনারে পাঠ করার জন্য রচিত, তারপরও এটা আমভাবে বাংলা ভাষাভাষী সবারই উপকারে আসবে বলে আমার বিশ্বাস। এখানে আল্লাহ তায়ালার পবিত্র যাত ও সিফাত সম্পর্কে সমাজে বহুল প্রচলিত কিছু প্রশ্নের দলীলভিত্তিক সদুত্তর দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহকে সুরতবিশিষ্ট বলা যাবে কি না, আরশে ইস্তিওয়া প্রসঙ্গ, আল্লাহর ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা সম্ভব কি না ইত্যাদি। এরপর রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আমাদের কী আকিদা রাখা উচিত তা পবিত্র

কুরআন ও হাদিসের আলোকে তুলে ধরা হয়েছে। লেখক মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিষয়ে আমাদের কী আকীদা হওয়া উচিত, তা সাহাবিদের দৃষ্টিকোণে তুলে ধরেছেন। মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাসুমিয়ত, শাফায়াতের ক্ষমতা, তাঁর ওয়াসিলা গ্রহণ, উম্মতের জন্য তাঁর ক্ষমাপ্রার্থনা ইত্যাদি দলীলসহ তুলে ধরা হয়েছে। সবশেষে সাহাবীরা সত্যের মাপকাঠি কি না এবং তাঁদের সমালোচনা করা যাবে কি না, লেখক তার সুচিন্তিত দলীলভিত্তিক জবাব দিয়েছেন।

এই গ্রন্থের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এখানে উল্লিখিত সকল আকীদা পবিত্র কুরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে এবং আকীদার ইমামগণের বক্তব্য দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত এবং এটিই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের প্রকৃত আকীদা। আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদেরকে এই আকীদা পোষণ করে দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্য অর্জন করার তাওফিক দিন। আমিন।

আব্দুল্লাহ যোবায়ের
প্রভাষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

❖ আল্লাহ সম্পর্কে আকীদা

❖ **আল্লাহ সূরতের স্রষ্টা, সূরত নন/১১**

- ইমাম আবূ হানীফা আল-ফিক্বহুল আকবারে বলেন/১১
- ইমাম তাহাবী আকীদায়ে তাহাবিয়াতে বলেন/১১
- ইমাম বাইহাকী আল-আসমা ওয়াস সিফাত কিতাবে বলেন/১২
- যে হাদিসে "সুরত/আকৃতি" শব্দ এসেছে/১২
- জনৈক বাংলাদেশী মুজাসসিমার দাবী/১৪
- খালাক্বাল্লাহু আদামা আ'লা সূরাতিহী/১৫

❖ **আল্লাহ স্থান ও কাল থেকে মুক্ত /২২**

- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন/২২
- আকীদায়ে তাহাবিয়াতে আছে/২৩
- আল্লাহ কি আরশে নাই/২৩
- আল্লাহ কি শুধুই আরশে/২৪
- আল্লাহ আমাদের সকলের সাথে/২৪
- ওদের সাথে আমাদের তফাৎ/২৫
- মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন/২৬
- আল-ফিকহুল আবসাত্বে ইমাম আবু হানীফা বলেন/২৭
- হুলুলীরা ইমাম আবু হানীফার যে উক্তি দিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ায়/২৭
- আরো স্পষ্ট করে তাঁর আল-ওয়াসিয়্যাহ কিতাবে বলেন/২৮
- ইমাম তাহাবী আকীদা তাহাবিয়্যাতে বলেন/২৯

- আকীদা তাহাবিয়্যাহ ইমাম আবু হানীফারই আকীদা/৩০
- যে কথা বলে ইমাম তাহাবী আকীদার কিতাব শেষ করেন/৩০
- আব্দুল ক্বাহির বাগদাদী বলেন/৩১
- ইমাম গাজ্জালী বলেন/৩১
- সুলতানুল উলামা ইজ্জুদ্দীন ইবন আব্দুস সালাম বলেন/৩৩
- ইমাম সুয়ূত্বী বলেন/৩৪
- ওরা হুলুলী আকীদা পোষন করে/৩৫
- হাদিসে জারিয়া/৩৬
- মি'রাজ ছিল না আরশ পর্যন্ত/৩৯
- বুখারীতে আছে আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন/৩৯
- ইবনু হাজার আসকালানী বলেন/৪০

❖ **আল্লাহ তায়ালা পাক ও বেআ'ইব; মিথ্যা বলা আল্লাহর ক্ষেত্রে অসম্ভব/৪১**

- আমাদের আকীদা/৪২
- ইমাম তাহাবী বলেন/৪২
- ইমাম তাহাবী আরো বলেন/৪৩
- ইমাম আবু হাফস নাসাফী মাতুরিদী হানাফী বলেন/৪৪
- ইমাম আবুল বারাকাত নাসাফী হানাফী বলেন/৪৫

❖ রাসূল ﷺ সম্পর্কে আকীদা

❖ **রাসূল ﷺ মা'সুম / নিষ্পাপ/৪৬**

- আল্লাহ বলেন/৪৬
- রাসূল ﷺ মাসূম এই বিষয়ে আল্লাহ আরো বলেন/৪৮
- রাসূল ﷺ বলেন/৪৮

- ইমাম আবূ হানীফা বলেন/৫০
- নবীর ইস্তেগফার উম্মতের জন্য/৫০
- আল্লাহ বলেন/৫০
- হাদিস শরীফ থেকে/৫৩
- কবর শরীফে উম্মতের জন্য ইস্তেগফার/৫৭
- হাশরের ময়দানে/৫৮
- রাসূল ﷺ কি হাশরে পাপের চিন্তায় পেরেশান থাকবেন/৬১
- ঐ জয়ীফ সাধারণ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ/৬২
- রাসূলের ব্যাপারে খাস এবং সহিহ একটি হাদিস/৬২

❖ **রাসূল ﷺ শাফায়াত করবেন এ কথা হক্ব/৬৩**

- আল্লাহ বলেন/৬৩
- বুখারীঃ ইবনু উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন/৬৪
- বুখারীঃ আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে/৬৫
- শাফায়াত আমাকে দান করা হয়েছে/৬৯
- আমার দোয়া শাফাআত হিসেবে সংরক্ষণ করে রেখেছি/৭০
- ইমাম আবূ হানীফা বলেন/৭১
- ইমাম তাহাবী বলেন/৭১

❖ **রাসূলের ﷺ কাছে শাফায়াত প্রার্থনা করা জায়েজ বরং সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাত/৭২**

- ইমাম তিরমিযী সহিহ সনদেঃ আনাস বিন মালিক/৭২
- রাবিআ'হ ইবনু কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু/৭৩
- আমাদেরকে আপনার শাফাআতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করুন/৭৬

❖ **রাসূলের ﷺ ওয়াসীলা নেয়া জায়েজ/৮০**

- জন্ম ও নবুওয়াত ঘোষনার আগে/৮০
- আল্লামা ইবনু তাইমিয়া উল্লেখ করেন/৮০

- ইহুদীরা রাসূলের ওয়াসীলায় সাহায্য প্রার্থনা করত/৮১
- রাসূলের জীবদ্দশায় ওফাতের আগে/৮৩
- সাহাবায়ে কেরাম রাসূলের ওয়াসীলা নিতেন/৮৩
- রাসূল নিজে তাঁর ওয়াসীলা নিতে শিক্ষা দিয়েছেন/৮৪
- **রাসূলের ওফাতের পর তাঁর ওয়াসীলা নেয়া/৮৬**
- ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন/৮৭
- উসমান বিন আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র জামানায়/৮৮
- হাদিস মালিক আদ্দার/৯০
- আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মায়ের কবরে রাসূলের দোয়া/৯১
- তিনি কিয়ামতের দিন আপনার এবং আপনার পিতা আদম আলাইহিস সালাম'র আল্লাহর নিকট ওসিলা/৯৩
- জনৈক বেদুইন কবর শরীফের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন/৯৮
- বেদুইনের এই ঘটনা যাদের থেকে বর্ণিত/৯৮
- এই ঘটনা নিজ নিজ কিতাবে যারা বর্ণনা করেছেন/৯৮
- এই ঘটনাকে ইস্তিহসান বা উত্তম মনে করে যারা তাঁদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন/৯৯
- ইমাম ইবনুস সালাহ, ওফাত ৬৪৩ হিঃ/৯৯
- ইমাম নববী, ওফাত ৬৭৬ হিঃ/৯৯

❖ সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম সম্পর্কে আকীদা

- সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি/১০২
- সাহাবীগণের ন্যায়পরায়ণতার উপর উম্মতের ঐকমত্য/১০৪
- আমরা সাহাবায়ে কেরামের মন্দ কোনো আলোচনা করিনা/১১৩

আল্লাহ সম্পর্কে আকীদা

আল্লাহ সৃষ্টের স্রষ্টা, সৃষ্ট নন

আল্লাহ বলেন,

﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾

"তিনিই আল্লাহ—সৃষ্টিকর্তা, অস্তিত্বদানকারী, আকৃতি-দাতা।"

আমি বলি: আল্লাহ "মুসাওওির" অর্থাৎ তিনি আকৃতি ও অবয়বের স্রষ্টা; তাঁর স্বত্তা কোনো আকৃতি বা অবয়ব নয়।

ইমাম আবূ হানীফা আল-ফিক্বহুল আকবারে বলেনঃ

وَهُوَ شَيْئٌ لَا كَالْأَشْيَاءِ. وَمَعْنَى الشَّيْئِ إِثْبَاتُه بِلَا جِسْمٍ وَلَا جَوْهَرٍ وَلَا عَرْضٍ.

তিনি এমন এক সত্তা, যিনি কোনো সৃষ্ট বস্তুর মতো নন। "শাই' (সত্তা)" বলার অর্থ হলো তাঁর অস্তিত্বকে স্বীকার করা—তবে তিনি দেহ নন, মৌলিক পদার্থ (জওহার) নন এবং [জাওহারের উপর নির্ভরশীল] কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্য (আরায)ও নন।

ইমাম তাহাবী আকীদায়ে তাহাবিয়াতে বলেনঃ

تَعَالَى عَنِ الْحُدُودِ وَالْغَايَاتِ، وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْضَاءِ وَالْأَدَوَاتِ، لَا تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السِّتُّ كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ.

তিনি সীমা, পরিসীমা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও উপকরণ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ও মহান। সৃষ্ট বস্তুর মতো ছয় দিক তাঁকে পরিবেষ্টন করে না।

ইমাম বাইহাকী তার আল-আসমা ওয়াস সিফাত কিতাবে বলেন, শাইখ আবূ সুলাইমান আল-খাত্তাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَأَمَّا ذِكْرُ الصُّورَةِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فَإِنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْنَا وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَعْلَمَهُ: **أَنَّ رَبَّنَا لَيْسَ بِذِي صُورَةٍ وَلَا هَيْئَةٍ**، فَإِنَّ الصُّورَةَ تَقْتَضِي الْكَيْفِيَّةَ وَهِيَ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ صِفَاتِهِ مَنْفِيَّةٌ[1]

"এই ঘটনায় 'সুরত' (রূপ/আকৃতি) শব্দের উল্লেখ সম্পর্কে আমাদের এবং প্রত্যেক মুসলিমের যে বিষয়টি অবশ্যই জানা উচিত তা হলো—আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ কোনো আকৃতি বা অবয়ববিশিষ্ট নন। কারণ 'সুরত' বা আকৃতি কোনো কিছুর ধরন, প্রকৃতি ও কেমনত্ব (কাইফিয়্যাহ) দাবি করে; আর আল্লাহ এবং তাঁর গুণাবলি এ ধরনের কেমনত্ব ও সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ও মুক্ত।"

ইমাম বাইহাকী যে ঘটনাটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যেখানে "সুরত/আকৃতি" শব্দ এসেছে,

فِي صحيح مسلم: أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ " . قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ " . قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ . فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ وَتَبْقَى هَذِهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - فِي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ . فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ

[1] বাইহাকী ৪৫৮ হি, আল-আসমা ওয়াস সিফাত ২/৬৬। মাক্তাবাতুস সাওয়াদি, ১৯৯৩।

، هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ . فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ . فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا ..

কয়েকজন সাহাবা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামত দিবসে আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবো? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে কি তোমাদের পরস্পরের মাঝে কষ্ট হয়? সাহাবাগণ বললেন, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে কি তোমাদের পরস্পরের কষ্টবোধ হয়? তারা বললেন, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তদ্রুপ তোমরা তাকেও দেখবে। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ সকল মানুষকে জমায়েত করে বলবেন, পৃথিবীতে তোমাদের যে যার ইবাদাত করেছিলে আজ তাকেই অনুসরণ কর।

তখন যারা সূর্যের উপাসনা করতো, তারা সূর্যের সাথে থাকবে। যারা চন্দ্রের উপাসনা করতো, তারা চন্দ্রের সাথে থাকবে। আর যারা আল্লাহদ্রোহীদের (তাগুতের) উপাসনা করতো, তারা আল্লাহদ্রোহীদের সাথে জমায়েত হয়ে যাবে। কেবল এ উম্মত অবশিষ্ট থাকবে। তন্মধ্যে মুনাফিকরাও থাকবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট এমন আকৃতিতে উপস্থিত হবেন যা তারা চিনে না। তারপর (আল্লাহ তা'আলা) বলবেন, আমি তোমাদের প্রতিপালক (সুতরাং তোমরা আমার পিছনে চল)। তারা বলবে, নাউযুবিল্লাহ। আমাদের প্রভু না আসা পর্যন্ত আমরা এখানেই দাড়িয়ে থাকবো। আর তিনি যখন আসবেন, তখন আমরা তাকে চিনতে পারবো।

এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট তাদের পরিচিত আকৃতিতে আসবেন, বলবেনঃ আমি তোমাদের প্রভু। তারা বলবে, হ্যাঁ, আপনি আমাদের প্রভু। ...[2]

[2] মুসলিম ১৮২

বুঝা গেল আল্লাহর নির্ধারিত কোন আকার নেই। জান্নাতে জান্নাতীরা আল্লাহকে দেখবেন অবশ্যই তবে দেখতে হলে আকার থাকতেই হবে এমন নয়।

জনৈক বাংলাদেশী মুজাসসিমার দাবী

"আল্লাহকে নিরাকার বলে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে বেশি বেশি আমল করেও বড় লাভবান হওয়া যাবে না। যারা আল্লাহর অস্তিত্বকে মানে না, তারা আল্লাহকে নিরাকার মনে করে। আর আল্লাহকে নিরাকার মনে করা হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাসের নামান্তর। এ বিশ্বাস পোষণ করে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে বেশি বেশি আমল করেও বড় লাভবান হওয়া যাবে না"।

মানেঃ

1. যা নিরাকার তার অস্তিত্ব নাই!!!
2. হিন্দুদের বিশ্বাস আল্লাহ নিরাকার!!!

তাদের একটি দাবী হল যেহেতু পরকালে আল্লাহকে দেখা যাবে সুতরাং আল্লাহ'র আকার আছে।

আমরা আলো দেখি কিন্তু আলোর কোন আকার নাই। আমরা পানি দেখি কিন্তু পানিরও কোন আকার নেই। "আকার না থাকা" মানেই "অস্তিত্ব না থাকা" নয়।

অনেক কিছুরই বাস্তব অস্তিত্ব আছে, কিন্তু নির্দিষ্ট দৃশ্যমান আকার নেই। যেমনঃ

- বাতাস — অনুভব করা যায়, কিন্তু নির্দিষ্ট আকার দেখা যায় না।
- শব্দ — শোনা যায়, কিন্তু কোনো স্থির আকার নেই।
- গন্ধ — টের পাওয়া যায়, কিন্তু আকৃতি নেই।

- তাপ — অনুভূত হয়, কিন্তু দৃশ্যমান আকার নেই।
- বিদ্যুৎ — এর প্রভাব দেখা যায়, কিন্তু নিজস্ব স্থির আকার নেই।
- চৌম্বক শক্তি — কাজ করে, কিন্তু দৃশ্যমান আকৃতি নেই।
- সময় — বাস্তব, কিন্তু আকারহীন।
- মহাকর্ষ (gravity) — কার্যকর, কিন্তু কোনো দৃশ্যমান আকার নেই।
- চিন্তা ও স্মৃতি — মানুষের মনে থাকে, কিন্তু কোনো ভৌত আকৃতি নেই।
- ভালোবাসা, ভয়, আনন্দ, দুঃখ — বাস্তব অনুভূতি, কিন্তু আকারহীন।

এগুলো থেকে বোঝা যায়, "অস্তিত্ব" প্রমাণের জন্য সবসময় দৃশ্যমান আকার থাকা জরুরি নয়।

খালাক্বাল্লাহু আদামা আ'লা সূরাতিহী

"খালাক্বাল্লাহু আদামা আ'লা সূরাতিহী" এই হাদিস দিয়ে যারা আল্লাহর সূরত সাব্যস্ত করতে চান বরং যারা বলেন যে আল্লাহ'র সূরত অবিকল আদমের সূরতের মত তাদের আরো কিতাব দেখা উচিৎ।

ইবনু হিব্বান বর্ণনা করেন

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ :" إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ ، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ "، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يُرِيدُ بِهِ صُورَةَ الْمَضْرُوبِ ، لأَنَّ الضَّارِبَ إِذَا ضَرَبَ وَجْهَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ، ضَرَبَ وَجْهًا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ

হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেনঃ

"তোমাদের কেউ যখন আঘাত করে, তখন সে যেন মুখমণ্ডল এড়িয়ে চলে। কারণ আল্লাহ আদমকে তার আকৃতির উপর সৃষ্টি করেছেন।"

এরপর ইমাম ইবনু (আবু হাতিম) رحمه الله বলেনঃ

"এখানে 'তার আকৃতি' বলতে প্রহৃত ব্যক্তির আকৃতি উদ্দেশ্য। কারণ যখন কোনো ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের মুখে আঘাত করে, তখন সে এমন এক মুখে আঘাত করে, যার আকৃতির উপর আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন।"[3]

ইবনু হিব্বান আরো বর্ণনা করেন

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :" خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ ، وَطُولِهِ سِتُّونَ ذِرَاعًا ، فَلَمَّا خَلْقَهُ ، قَالَ : اذْهَبْ ، فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ ، وَهُمْ مِنَ الْمَلائِكَةِ جُلُوسٌ ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ ، فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ ، قَالَ : فَذَهَبَ فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكَمْ ، فَزَادُوهُ : وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، قَالَ : فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الآنَ "، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : هَذَا الْخَبَرُ تَعَلَّقَ بِهِ مَنْ لَمْ يُحْكِمُ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ ، وَأَخَذَ يُشَنِّعُ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ الَّذِينَ يَنْتَحِلُونَ السُّنَنَ ، وَيَذُبُّونَ عَنْهَا ، وَيَقْمَعُونَ مَنْ خَالَفَهَا بِأَنْ قَالَ : لَيْسَتْ تَخْلُو هَذِهِ الْهَاءُ مِنْ أَنْ تُنْسَبَ إِلَى اللَّهِ ، أَوْ إِلَى آدَمَ ، فَإِنْ نُسِبَتْ إِلَى اللَّهِ ، كَانَ ذَلِكَ كُفْرًا ، إِذْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ نُسِبَتْ إِلَى آدَمَ ، تَعَرَّى الْخَبَرُ عَنِ الْفَائِدَةِ ، لأَنَّهُ لا شَكَّ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ خُلِقَ عَلَى صُورَتِهِ ، لا عَلَى صُورَةِ غَيْرِهِ ، وَلَوْ تَمَلَّقَ قَائِلُ هَذَا إِلَى بَارِئِهِ فِي الْخَلْوَةِ ، وَسَأَلَهُ التَّوْفِيقَ لإِصَابَةِ الْحَقِّ وَالْهِدَايَةِ لِلطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ فِي لُزُومِ سُنَنِ الْمُصْطَفَى ﷺ ، لَكَانَ أَوْلَى بِهِ مِنَ الْقَدْحِ فِي مُنْتَحِلِي السُّنَنِ بِمَا يَجْهَلُ مَعْنَاهُ ، وَلَيْسَ جَهْلُ الإِنْسَانِ بِالشَّيْءِ دَالا عَلَى نَفْيِ الْحَقِّ عَنْهُ لِجَهْلِهِ بِهِ ، وَنَحْنُ نَقُولُ : إِنَّ أَخْبَارَ الْمُصْطَفَى ﷺ إِذَا صَحَّتْ مِنْ جِهَةِ

[3] সহিহ ইবনু হিব্বান ৩/৮০ হা ২০২২

النَّقْلِ ، لا تَتَضَادَّ ، وَلا تَتَهَاتَرُ ، وَلا تَنْسَخُ الْقُرْآنَ ، بَلْ لِكُلِّ خَبَرٍ مَعْنًى مَعْلُومٌ يُعْلَمُ ، وَفَصْلٌ صَحِيحٌ يُعْقَلُ ، يَعْقِلُهُ الْعَالِمُونَ ، فَمَعْنَى الْخَبَرِ عِنْدَنَا بِقَوْلِهِ ﷺ : " خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ " : إِبَانَةُ فَضْلِ آدَمَ عَلَى سَائِرِ الْخَلْقِ ، وَالْهَاءُ رَاجِعَةٌ إِلَى آدَمَ ، وَالْفَائِدَةُ مِنْ رُجُوعِ الْهَاءِ إِلَى آدَمَ دُونَ إِضَافَتِهَا إِلَى الْبَارِئِ جَلَّ وَعَلا ، جَلَّ رَبُّنَا وَتَعَالَى عَنْ أَنْ يُشَبَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ ، إِنَّهُ جَلَّ وَعَلا جَعَلَ سَبَبَ الْخَلْقِ الَّذِي هُوَ الْمُتَحَرِّكُ النَّامِي بِذَاتِهِ اجْتِمَاعَ الذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، ثُمَّ زَوَالَ الْمَاءِ عَنْ قَرَارِ الذَّكَرِ إِلَى رَحِمِ الأُنْثَى ، ثُمَّ تَغَيُّرَ ذَلِكَ إِلَى الْعَلَقَةِ بَعْدَ مُدَّةٍ ، ثُمَّ إِلَى الْمُضْغَةِ ، ثُمَّ إِلَى الصُّورَةِ ، ثُمَّ إِلَى الْوَقْتِ الْمَمْدُودِ فِيهِ ، ثُمَّ الْخُرُوجِ مِنْ قَرَارِهِ ، ثُمَّ الرَّضَاعِ ، ثُمَّ الْفِطَامِ ، ثُمَّ الْمَرَاتِبِ الأُخَرِ عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرْنَا ، إِلَى حُلُولِ الْمَنِيَّةِ بِهِ ، هَذَا وَصْفُ الْمُتَحَرِّكِ النَّامِي بِذَاتِهِ مِنْ خَلْقِهِ ، وَخَلْقِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلا آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خَلْقَهُ عَلَيْهَا ، وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ تَقْدُمُهُ اجْتِمَاعُ الذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، أَوْ زَوَالُ الْمَاءِ ، أَوْ قَرَارُهُ ، أَوْ تَغْيِيرُ الْمَاءِ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً ، أَوْ تَجْسِيمُهُ بَعْدَهُ ، فَأَبَانَ اللَّهُ بِهَذَا فَضْلَهُ عَلَى سَائِرِ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ خَلْقِهِ ، بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نُطْفَةً فَعَلَقَةً ، وَلا عَلَقَةً فَمُضْغَةً ، وَلا مُضْغَةً فَرَضِيعًا ، وَلا رَضِيعًا فَفَطِيمًا ، وَلا فَطِيمًا فَشَابًّا ، كَمَا كَانَتْ هَذِهِ حَالَةُ غَيْرِهِ ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ حَشْوِيَّةٌ يَرْوُونَ مَا لا يَعْقِلُونَ ، وَيَحْتَجُّونَ بِمَا لا يَدْرُونَ "

হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

"আল্লাহ আদমকে তাঁর আকৃতির উপর সৃষ্টি করেছেন, আর তাঁর উচ্চতা ছিল ষাট হাত। যখন তিনি তাঁকে সৃষ্টি করলেন, তখন বললেনঃ 'যাও, ঐ যে ফেরেশতাদের একটি দল বসে আছে, তাদেরকে সালাম দাও এবং তারা তোমার সালামের কী উত্তর দেয় তা শুনে নাও। কারণ সেটিই হবে তোমার ও তোমার বংশধরদের সালাম।'

তখন আদম عليه السلام গিয়ে বললেনঃ 'আস-সালামু আলাইকুম।' তারা উত্তরে বললঃ 'আস-সালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ।'
অতঃপর নবী ﷺ বললেনঃ 'জান্নাতে প্রবেশকারী প্রত্যেক ব্যক্তি আদমের আকৃতির উপর প্রবেশ করবে; তার উচ্চতা হবে ষাট হাত। এরপর থেকে সৃষ্টি ক্রমাগত ছোট হতে হতে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে।'"

এরপর ইমাম ইবনু হিব্বান (আবু হাতিম) رحمه الله বলেনঃ
"এই হাদীসকে কেন্দ্র করে কিছু লোক, যারা ইলমের সূক্ষ্মতা আয়ত্ত করেনি, আহলুল হাদীসের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছে। তারা বলেছে, 'এখানে "তাঁর আকৃতি" বলতে হয় আল্লাহর আকৃতি বোঝাবে, নয়তো আদমের আকৃতি। যদি আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা হয়, তবে তা কুফরি; কারণ আল্লাহর সদৃশ কিছু নেই। আর যদি আদমের দিকে সম্বন্ধ করা হয়, তাহলে হাদীসের কোনো বিশেষ উপকারিতা থাকে না; কারণ প্রত্যেক জিনিস তো নিজ আকৃতিতেই সৃষ্টি হয়, অন্যের আকৃতিতে নয়।'
এরপর তিনি বলেনঃ
যদি এ আপত্তিকারী নির্জনে তার প্রতিপালকের নিকট বিনয় প্রকাশ করত এবং সত্য ও সরল পথের হিদায়াত কামনা করত, তবে তা তার জন্য অধিক উপকারী হতো, আহলুস সুন্নাহর বিরুদ্ধে অজ্ঞতাবশত আপত্তি তোলার চেয়ে। কারণ কোনো বিষয়ে মানুষের অজ্ঞতা এ প্রমাণ করে না যে, বিষয়টি অসত্য। আমরা বলি, রাসূল ﷺ-এর সহীহ হাদীসসমূহ পরস্পর বিরোধী নয়, কুরআনের বিরুদ্ধও নয়। বরং প্রত্যেক হাদীসের একটি সঠিক অর্থ রয়েছে, যা জ্ঞানীরা বুঝতে পারেন।
আমাদের নিকট 'আল্লাহ আদমকে তাঁর আকৃতির উপর সৃষ্টি করেছেন'—এর অর্থ হলো আদম عليه السلام-এর বিশেষ মর্যাদা প্রকাশ করা। এখানে সর্বনামটি আদমের দিকেই প্রত্যাবর্তন করছে।

এর উপকারিতা হলো—আল্লাহ আদমকে অন্য সৃষ্টির মতো ধাপে ধাপে সৃষ্টি করেননি। সাধারণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর মিলন, বীর্যের স্থানান্তর, তারপর জমাট রক্ত, তারপর মাংসপিণ্ড, তারপর আকৃতি ধারণ, এরপর ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা—এসব ধাপ থাকে।

কিন্তু আল্লাহ আদমকে সরাসরি পূর্ণ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর উচ্চতা ছিল ষাট হাত। তিনি নুতফা, আলাকা, মুদগা, শিশু, কিশোর—এসব ধাপ অতিক্রম করেননি।

এভাবেই আল্লাহ আদমের মর্যাদা অন্যান্য সৃষ্টির উপর প্রকাশ করেছেন।

আর এটি তাদের কথারও জবাব, যারা বলে আহলুল হাদীস এমন বিষয় বর্ণনা করে যা তারা বোঝে না।" [4]

ইমাম নববী ও ইমাম ইবনু খুজাইমার বক্তব্য দেখুনঃ

হাফিজ ইবনু হাজার ফাতহুল বারীতে বলেন,

قَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا نَهَى عَنْ ضَرْبِ الْوَجْهِ لِأَنَّهُ لَطِيفٌ يَجْمَعُ الْمَحَاسِنَ وَأَكْثَرُ مَا يَقَعُ الْإِدْرَاكُ بِأَعْضَائِهِ فَيُخْشَى مِنْ ضَرْبِهِ أَنْ تَبْطُلَ أَوْ تَتَشَوَّهَ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا وَالشَّيْنُ فِيهَا فَاحِشٌ لِظُهُورِهَا وَبُرُوزِهَا بَلْ لَا يَسْلَمُ إِذَا ضَرَبَهُ غَالِبًا مِنْ شَيْنٍ اه وَالتَّعْلِيلُ الْمَذْكُورٌ حَسَنٌ لَكِنْ ثَبَتَ عِنْدَ مُسْلِمٍ تَعْلِيلٌ آخَرُ فَإِنَّهُ أَخْرَجَ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أَيُّوبَ الْمَرَاغِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَادَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ وَاخْتُلِفَ فِي الضَّمِيرِ عَلَى مَنْ يَعُودُ فَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ يَعُودُ عَلَى الْمَضْرُوبِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَمْرِ بِإِكْرَامِ وَجْهِهِ

ইমাম নববী বলেছেনঃ

[4] সহিহ ইবনু হিব্বান ৪/৫৮ হা ৩০৪০

"আলিমগণ বলেছেন, মুখে আঘাত করতে নিষেধ করার কারণ হলো—মুখ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল; এতে মানুষের সৌন্দর্যের সমাবেশ ঘটে এবং অধিকাংশ অনুভূতি ও উপলব্ধির উপকরণ এর মধ্যেই থাকে। তাই আশঙ্কা থাকে যে, মুখে আঘাত করলে এগুলোর সব অথবা কিছু নষ্ট বা বিকৃত হয়ে যেতে পারে। আর মুখে বিকৃতি অত্যন্ত কদর্য, কারণ তা প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট। বরং সাধারণত মুখে আঘাত করলে কোনো না কোনো বিকৃতি থেকে নিরাপদ থাকা যায় না।

এই উল্লেখিত কারণটি উত্তম। তবে মুসলিম শরীফে আরেকটি কারণও বর্ণিত হয়েছে। সেখানে আবূ হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হাদীসে অতিরিক্ত এসেছে:

'নিশ্চয়ই আল্লাহ আদমকে তার আকৃতির উপর সৃষ্টি করেছেন।'

এখানে সর্বনামটি কাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করছে—এ বিষয়ে মতভেদ হয়েছে। অধিকাংশ আলিমের মতে, এটি সেই প্রহৃত ব্যক্তির দিকে প্রত্যাবর্তন করছে; কারণ এর পূর্বেই তার মুখমণ্ডলকে সম্মান করার নির্দেশ এসেছে।" [5]

ইমাম ইবনু খুজাইমাহ বলেছেনঃ

تَوَهَّمَ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَتَحَرَّ الْعِلْمَ أَنَّ قَوْلَهُ : عَلَى صُورَتِهِ يُرِيدُ صُورَةَ الرَّحْمَنِ عَزَّ رَبُّنَا وَجَلَّ عَنْ أَنْ يَكُونَ هَذَا مَعْنَى الْخَبَرِ، بَلْ مَعْنَى قَوْلِهِ : خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ ، الْهَاءُ فِي

[5] ফাত হুলা বারী ৪/১৮৩ সালাফিয়্যাহ

هَذَا الْمَوْضِعِ كِنَايَةٌ عَنِ اسْمِ الْمَضْرُوبِ، وَالْمَشْتُومِ، أَرَادَ ﷺ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ هَذَا الْمَضْرُوبِ، الَّذِي أَمَرَ الضَّارِبَ بِاجْتِنَابِ وَجْهِهِ بِالضَّرْبِ، وَالَّذِي قَبَّحَ وَجْهَهَ، فَزَجَرَ ﷺ أَنْ يَقُولَ: وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ ، لِأَنَّ وَجْهَ آدَمَ شَبِيهُ وُجُوهِ بَنِيهِ، فَإِذَا قَالَ الشَّاتِمُ لِبَعْضِ بَنِي آدَمَ :قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ، كَانَ مُقَبِّحًا وَجْهَ آدَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ، الَّذِي وُجُوهُ بَنِيهِ شَبِيهَةٌ بِوَجْهِ أَبِيهِمْ، فَتَفَهَّمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ مَعْنَى الْخَبَرِ، لَا تَغْلَطُوا وَلَا تَغَالَطُوا فَتَضِلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، وَتَحْمِلُوا عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّشْبِيهِ الَّذِي هُوَ ضَلَالٌ

"যারা সঠিকভাবে ইলম অন্বেষণ করেনি, তাদের কেউ কেউ ধারণা করেছে যে হাদীসের 'عَلَى صُورَتِهِ' (তাঁর আকৃতির উপর) কথাটি দ্বারা রহমানের আকৃতি উদ্দেশ্য। অথচ আমাদের রব عز وجل এ ধরনের অর্থ থেকে বহু ঊর্ধ্বে।

বরং হাদীসের অর্থ হলো—'আল্লাহ আদমকে এই প্রহৃত ব্যক্তির আকৃতির উপর সৃষ্টি করেছেন।' এখানে 'হা' সর্বনামটি সেই ব্যক্তির দিকে প্রত্যাবর্তন করছে, যাকে মারা হচ্ছিল বা গালি দেওয়া হচ্ছিল।

রাসূল ﷺ উদ্দেশ্য করেছেন যে, আল্লাহ আদমকে সেই ব্যক্তির আকৃতির উপর সৃষ্টি করেছেন, যার মুখে আঘাত করা থেকে তিনি আঘাতকারীকে নিষেধ করেছেন এবং যার মুখ বিকৃত বলে গালি দেওয়া হচ্ছিল।

তাই নবী ﷺ এ কথাও বলতে নিষেধ করেছেন—'আল্লাহ তোমার মুখ এবং যার মুখ তোমার মতো তার মুখও বিকৃত করুন।' কারণ আদম عليه السلام-এর মুখমণ্ডলের সঙ্গে তাঁর সন্তানদের মুখের সাদৃশ্য রয়েছে।

অতএব, যখন কেউ কোনো মানুষকে বলে, 'আল্লাহ তোমার মুখ বিকৃত করুন এবং যার মুখ তোমার মতো তার মুখও,' তখন সে প্রকৃতপক্ষে আদম عليه السلام-এর মুখকেও নিন্দা করে, যার সঙ্গে তাঁর সন্তানদের মুখের সাদৃশ্য রয়েছে।

সুতরাং, আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহম করুন, তোমরা হাদীসের অর্থ বুঝো। ভুল করো না এবং জেনেশুনে ভুল বোঝো না। অন্যথায় তোমরা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবে এবং তাশবীহ (আল্লাহকে সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করা)-এর মতো ভ্রান্ত মতের দিকে চলে যাবে, যা স্পষ্ট গোমরাহী।" [6]

আল্লাহ স্থান ও কাল থেকে মুক্ত

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ

"আল্লাহ ছিলেন, আর তিনি ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না।" – বুখারী

أَقُولُ: اللَّهُ بِذَاتِهِ كَانَ وَلَمْ يَكُنْ زَمَانٌ وَلَا مَكَانٌ، وَهُوَ الْآنَ عَلَى مَا عَلَيْهِ كَانَ، وَهُوَ بِصِفَاتِهِ مَوْجُودٌ فِي كُلِّ مَكَانٍ، فِي أَرْضِهِ وَسَمَائِهِ، وَفِي عَرْشِهِ وَكُرْسِيِّهِ، أَيْ صِفَاتُهُ مَوْجُودَةٌ فِي كُلِّ مَكَانٍ، أَمَّا ذَاتُهُ فَبَائِنَةٌ عَنْ خَلْقِهِ، لَا عَلَى شَيْءٍ، وَلَا فِي شَيْءٍ، وَلَا مِنْ شَيْءٍ.

আমি বলি: আল্লাহ তাঁর স্বত্তাসহ তখনও ছিলেন, যখন কোনো সময় ও স্থান ছিল না। আর তিনি এখনো সেই অবস্থাতেই আছেন, যেভাবে পূর্বে ছিলেন।

[6] ইবনু খুজাইমাহ, কিতাবুত তাওহীদ ১/৮৪ হা ৬

তিনি তাঁর সিফাতসমূহের মাধ্যমে সর্বত্র বিদ্যমান—তাঁর জমিনে, আসমানে, আরশে ও কুরসিতে। অর্থাৎ তাঁর সিফাতসমূহ সর্বত্র প্রকাশমান। কিন্তু তাঁর স্বত্তা সৃষ্টিজগত থেকে সম্পূর্ণ পৃথক; তিনি কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীল নন, কোনো কিছুর ভিতরে নন এবং কোনো কিছু থেকে গঠিত নন।

আকীদায়ে তাহাবিয়াতে আছে,

قَدِيمٌ بِلَا ابْتِدَاءٍ، دَائِمٌ بِلَا انْتِهَاءٍ،

مَا زَالَ بِصِفَاتِهِ قَدِيمًا قَبْلَ خَلْقِهِ، لَمْ يَزْدَدْ بِكَوْنِهِمْ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُمْ مِنْ صِفَاتِهِ، وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًّا كَذَلِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيًّا.

لَيْسَ بَعْدَ خَلْقِ الْخَلْقِ اسْتَفَادَ اسْمَ الْخَالِقِ، وَلَا بِإِحْدَاثِ الْبَرِيَّةِ اسْتَفَادَ اسْمَ الْبَارِئِ.

"তিনি অনাদি—তাঁর কোনো শুরু নেই; চিরস্থায়ী—তাঁর কোনো শেষ নেই। সৃষ্টি জগত সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব থেকেই তিনি তাঁর সকল সিফাতসহ চিরন্তন। সৃষ্টিজগতের অস্তিত্বের মাধ্যমে তাঁর এমন কোনো নতুন গুণ যুক্ত হয়নি, যা পূর্বে ছিল না। যেমন তিনি তাঁর সিফাতসমূহসহ অনাদি ছিলেন, তেমনই তিনি চিরকাল সেই সিফাতসমূহসহ থাকবেন।
সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার পর তিনি "খালিক" (স্রষ্টা) নাম অর্জন করেননি; এবং সৃষ্টিজগতকে অস্তিত্ব দানের পর তিনি "বারি" (অস্তিত্বদানকারী) নাম লাভ করেননি। "

সুতরাং আল্লাহর জাত ও সিফাত অনাদি— কোনো শুরু নেই; চিরস্থায়ী— কোনো শেষ নেই।

আল্লাহ কি আরশে নাই?

আল্লাহ অবশ্যই আরশে আছেন "বিসিফাতিহী" তাঁর সিফাতের মাধ্যমে।

আল্লাহ কি শুধুই আরশে?

না আল্লাহ শুধু আরশে নন। তিনি আসমান জমিন সর্বত্র তাঁর সিফাতের মাধ্যমে। কিছু লোকের আকীদা আল্লাহ শুধুই আরশে আছেন। ওরা বিভ্রান্ত।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَفِي ٱلۡأَرۡضِ يَعۡلَمُ سِرَّكُمۡ وَجَهۡرَكُمۡ وَيَعۡلَمُ مَا تَكۡسِبُونَ ﴾

"আর তিনিই আল্লাহ—আসমানসমূহে ও জমিনে। তিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু জানেন, এবং তোমরা যা অর্জন কর তাও তিনি জানেন।" – আল-আনআম ৩

﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾

"আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি আসমানে উপাস্য এবং জমিনেও উপাস্য। আর তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।" – যুখরুফ ৮৪

আল্লাহ আমাদের সকলের সাথেঃ

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

এমন সত্তাই আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ ও জমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন। তিনি জানেন যা জমিনে প্রবেশ করে, যা তা থেকে বের হয়, যা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয় এবং যা তাতে আরোহণ করে। **আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি**

তোমাদের সঙ্গে আছেন। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা সবই দেখেন। - সুরা হাদীদ, আয়াত ৪।

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا **هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا** ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ জানেন আসমানসমূহে যা আছে এবং জমিনে যা আছে? তিনজনের কোনো গোপন পরামর্শ হয় না, কিন্তু তিনি হন তাদের চতুর্থ; আর পাঁচজনেরও নয়, কিন্তু তিনি হন তাদের ষষ্ঠ। এর চেয়ে কম হোক বা বেশি—তারা যেখানেই থাকুক না কেন, তিনি তাদের সঙ্গে আছেন। তারপর কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন তারা কী আমল করেছিল। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ। - সূরা আল-মুজাদালা, আয়াত ৭

﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾

"আর আমি তার গ্রীবাস্থ ধমনীর চেয়েও তার নিকটবর্তী।" – সূরা ক্বাফ ১৬

হ্যাঁ আল্লাহ আমাদের গ্রীবাস্থ ধমনীর চেয়েও নিকটবর্তী। বিসিফাতিহী (তাঁর সিফাতের মাধ্যমে), বিজাতিহী (স্বত্তাগতভাবে) নয়।

ওদের সাথে আমাদের তফাৎঃ

ওরা শুধু "ছুম্মাস্তাওয়া আলাল আরশ" দেখে আল্লাহকে স্বত্তাগতভাবে আরশে সীমাবদ্ধ রাখার হুলুলী আকীদা লালন করে। তারা বলে আল্লাহ আরশে আসীন / সমাসীন। বাকী আয়াতগুলীর ব্যাপারে একই আকীদা লালন করে না কেন?

আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এই সকল আয়াতের ব্যাপারেই এক ও অভিন্ন আকীদা লালন করি। বিসিফাতিহী তিনি আরশ, কুরসী, আসমান, জমীন, সকলের সাথে আছেন এমনকি গ্রীবাস্থ ধমনীর চেয়েও নিকটবর্তী।

মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ الْعَرْشَ إِظْهَارًا لِقُدْرَتِه لَا مَكَانًا لِذَاتِه ، قَدْ كَانَ وَلَا مَكَانَ وَهُوَ الْآنَ عَلَى مَا كَانَ

নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ আরশ সৃষ্টি করেছেন তাঁর কুদরতের প্রকাশস্বরূপ, নিজের সত্তার জন্য স্থান হিসেবে নয়। তিনি তখনও ছিলেন, যখন কোনো স্থান ছিল না; আর তিনি এখনো সেই অবস্থাতেই আছেন, যেভাবে পূর্বে ছিলেন। [7]

ইমাম আবূ হানিফা রাহিমাহুল্লাহ'র উস্তাজ, সাইয়িদুনা ইমাম জা'ফার আস-সাদিক রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ فِيْ شَيْءٍ أَوْ مِنْ شَيْءٍ أَوْ عَلَى شَيْءٍ فَقَدْ أَشْرَكَ ، إِذْ لَوْ كَانَ عَلَى شَيْءٍ لَكَانَ مَحْمُوْلًا وَلَوْ كَانَ فِي شَيْءٍ لَكَانَ مَحْصُوْرًا وَلَوْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ لَكَانَ مُحْدَثًا [8]

"যে ব্যক্তি ধারণা করে যে আল্লাহ কোনো কিছুর মধ্যে আছেন, অথবা কোনো কিছু থেকে গঠিত, অথবা কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীল—সে শিরক করেছে।

কারণ, যদি তিনি কোনো কিছুর উপর থাকতেন, তবে তিনি সেই বস্তুর দ্বারা বহনকৃত হতেন; আর যদি তিনি কোনো কিছুর মধ্যে থাকতেন, তবে তিনি সীমাবদ্ধ হয়ে যেতেন; আর যদি তিনি কোনো কিছু থেকে হতেন, তবে তিনি সৃষ্ট ও সংঘটিত হতেন।"

---

[7] আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক্ব পৃ ২৮৭।

[8] কুশাইরিয়া ৩৫

আল-ফিকহুল আবসাত্বে ইমাম আবু হানীফা বলেন,

كَانَ اللهُ تَعَالَى وَلَا مَكَانَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ ، وَكَانَ اللهُ تَعَالَى وَلَمْ يَكُنْ أَيْنَ وَلَا خَلْقَ ، وَلاَ شَيْءَ ، وَهُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

"মহান আল্লাহ তখনও ছিলেন, যখন তিনি সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করেননি এবং কোনো স্থানও ছিল না। আল্লাহ তখনও ছিলেন, যখন 'কোথায়' বলে কিছু ছিল না, কোনো সৃষ্টি ছিল না, কিছুই ছিল না। আর তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা।" [9]

হুলুলীরা ইমাম আবু হানীফার যে উক্তি দিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ায়

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَنْ قَالَ: لَا أَعْرِفُ رَبِّي فِي السَّمَاءِ أَوْ فِي الْأَرْضِ فَقَدْ كَفَرَ، وَكَذَا مَنْ قَالَ: إِنَّهُ عَلَى الْعَرْشِ وَلَا أَدْرِي الْعَرْشُ أَفِي السَّمَاءِ أَوْ فِي الْأَرْضِ.

"যে ব্যক্তি বলে, 'আমি জানি না আমার রব আসমানে নাকি জমিনে,' সে কুফরি করল।[10] অনুরূপভাবে সেই ব্যক্তিও, যে বলে, 'আল্লাহ আরশের উর্ধ্বে, কিন্তু আমি জানি না আরশ আসমানে নাকি জমিনে।" [11]

---

[9] আল-আবসাত্ব পৃ ৫৭

[10] ইমাম ফক্বীহ আবুল লাইছ সামারক্বান্দী হানাফী ব্যাখ্যায় বলেন

لِأَنَّهُ بِهَذَا الْقَوْلِ يُوهِمُ أَنْ يَكُونَ لَهُ تَعَالَى مَكَانٌ، فَكَانَ مُشْرِكًا.

"কারণ এ কথার দ্বারা এমন ধারণা সৃষ্টি হয় যে, আল্লাহ তাআলার জন্য কোনো স্থান রয়েছে। তাই সে মুশরিক হয়ে যায়।" সুতরাং পরিষ্কার হয়ে গেল আবু হানীফা কেন কুফর হওয়ার কথা বলেছেন।

[11] আল-ফিকহুল আবসাত্ব, রিওয়ায়াতু আবু মুত্বী', বাব ফিল ক্বাদার।

হুলুলীরা বুঝাতে চান এখানে আবু হানীফা তাদের আকীদা অর্থাৎ আল্লাহ আরশে আসীন, (আর আরশ তো আসমানেই) এই আকীদার কথাই বলছেন। উনারা যদি ঐ কিতাবটি ভালো করে পড়তেন তাইলে দেখতেন একটু পরেই ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ قِيلَ: أَيْنَ اللَّهُ تَعَالَى؟ فَقَالَ: يُقَالُ لَهُ: كَانَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا مَكَانَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ، وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَمْ يَكُنْ أَيْنٌ، وَلَا خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وَهُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ.

আমি বললাম: যদি প্রশ্ন করা হয়, "আল্লাহ কোথায়?"—তিনি বললেন: "সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করার পূর্বে আল্লাহ তাআলা ছিলেন, তখন কোনো স্থান ছিল না। আল্লাহ তাআলা ছিলেন, অথচ 'কোথায়' বলে কিছুই ছিল না। এরপর তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, আর তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা।"

আরো স্পষ্ট করে ইমাম আবু হানীফা তাঁর আল-ওয়াসিয়্যাহ কিতাবে বলেন,

نُقِرُّ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى مِنْ غَيْرِ أَن تَكُوْنَ لَهُ حَاجَةٌ وَاسْتِقْرَارٌ عَلَيْهِ وَهُوَ حَافِظُ الْعَرْشِ وَغَيْرِ الْعَرْشِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ ، فَلَوْ كَانَ مُحْتَاجًا لَمَا قَدَرَ عَلى إِيْجَادِ الْعَالَمِ وَتَدْبِيْرِه كَالْمَخْلُوْقِ ، وَلَوْ كَانَ مُحْتَاجًا إلى الجُلُوْسِ وَالْقَرَارِ فَقَبْلَ خَلْقِ الْعَرْشِ أَيْنَ كَانَ اللهُ تَعَالى! تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيْرًا

আমরা এ কথা স্বীকার করি যে, মহান আল্লাহ আরশের উপর 'ইস্তিওয়া' করেছেন—তবে এমন নয় যে তাঁর আরশের প্রয়োজন আছে বা তিনি তাতে স্থির হয়ে বসেছেন। বরং তিনিই আরশ এবং আরশ ব্যতীত সমস্ত কিছুর রক্ষণাবেক্ষণকারী, কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী না হয়েই।

কারণ, যদি তিনি কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী হতেন, তবে তিনি সৃষ্টির মতো বিশ্বজগত সৃষ্টি ও পরিচালনা করতে সক্ষম হতেন না। আর যদি তাঁর বসা

বা স্থিত হওয়ার প্রয়োজন হতো, তবে আরশ সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে আল্লাহ কোথায় ছিলেন? আল্লাহ এ ধরনের ধারণা থেকে অতি উচ্চ ও মহান। [12]

ইমাম তাহাবী আকীদা তাহাবিয়্যাতে বলেন,

مَا زَالَ بِصِفَاتِه قَدِيْمًا قَبْلَ خَلْقِه ، وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَيْهِ فَقِيْرٌ، وَكُلُّ أَمْرٍ عَلَيْهِ يَسِيْرٌ، لَا يَحْتَاجُ إِلى شَيْءٍ، وَمَنْ وَصَفَ اللهَ بِمَعْنًى مِنْ مَعَانِي الْبَشَرِ، فَقَدْ كَفَرَ، فَمَنْ أَبْصَرَ هَذَا اعْتَبَرَ، وَعَنْ مِثْلِ قَوْلِ الْكُفَّارِ انْزَجَرَ، وَعَلِمَ أَنَّهُ بِصِفَاتِهِ لَيْسَ كَالْبَشَرِ. وَالْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ حَقٌّ ، وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُوْنَه ، مُحِيْطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَفَوْقَه ، وَقَدْ أَعْجَزَ عَنِ الْإِحَاطَةِ خَلْقُه . وَتَعَالى عَنِ الْحُدُوْدِ وَالْغَايَاتِ، وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْضَاءِ وَالْأَدَوَاتِ، لَا تَحْوِيْهِ الْجِهَاتُ السِّتُّ كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ

তিনি তাঁর সকল সিফাতসহ সৃষ্টিজগত সৃষ্টির পূর্ব থেকেই চিরন্তন। প্রত্যেক বস্তু তাঁর মুখাপেক্ষী, আর প্রত্যেক বিষয় তাঁর জন্য সহজ। তিনি কোনো কিছুরই মুখাপেক্ষী নন।

যে ব্যক্তি আল্লাহকে মানুষের কোনো বৈশিষ্ট্যের সাথে বর্ণনা করে, সে কুফরি করে। অতএব, যে ব্যক্তি এ বিষয়টি উপলব্ধি করবে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং কাফিরদের এ ধরনের বক্তব্য থেকে বিরত থাকবে। আর সে জানবে যে, আল্লাহ তাঁর সিফাতসমূহসহ মানুষের মতো নন।

আরশ ও কুরসি সত্য। কিন্তু আল্লাহ আরশ ও তার নিচের সমস্ত কিছুর থেকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী। তিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন এবং সবকিছুর উর্ধ্বে। অথচ তাঁর সৃষ্টিজগত তাঁকে পূর্ণরূপে পরিবেষ্টন বা অনুধাবন করতে অক্ষম।

[12] আল-ওয়াসিয়্যাহ, আল-খাসলাতুস সালিছাহ

তিনি সীমা, পরিসীমা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যন্ত্র ও উপকরণ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ও মহান। সৃষ্টবস্তুর মতো ছয় দিক তাঁকে পরিবেষ্টন করে না। [13]

আকীদা তাহাবিয়্যাহ ইমাম আবু হানীফারই আকীদা

আকীদা তাহাবিয়্যাহ বিচ্ছিন্ন কোন আকীদার কিতাব নয়। এটা ইমাম আবু হানীফারই আকীদা। ইমাম তাহাবী শুরুতেই বলেন,

هَذَا ذِكْرُ بَيَانِ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، عَلَى مَذْهَبِ فُقَهَاءِ الْمِلَّةِ: أَبِي حَنِيفَةَ النُّعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ الْكُوفِيِّ، وَأَبِي يُوسُفَ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيِّ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيِّ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ؛ وَمَا يَعْتَقِدُونَ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ، وَيَدِينُونَ بِهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ .

"এটি হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদার বর্ণনা—যা মিল্লাতের ফকীহগণ: কুফাবাসী ইমাম আবু হানীফা নু'মান ইবন সাবিত, ইমাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম আল-আনসারী এবং ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন হাসান আশ-শাইবানী رضي الله عنهم أجمعين-এর মাযহাব অনুযায়ী।

এবং তারা দ্বীনের মৌলিক বিষয়সমূহে যা বিশ্বাস করতেন ও যার মাধ্যমে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের ইবাদত করতেন, তারই বিবরণ।"

যে কথা বলে ইমাম তাহাবী আকীদার কিতাব শেষ করেন

فَهَذَا دِينُنَا وَاعْتِقَادُنَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَنَحْنُ بُرَآءُ إِلَى اللَّهِ مِنْ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ، وَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُثَبِّتَنَا عَلَى الْإِيمَانِ، وَيَخْتِمَ لَنَا بِهِ، وَيَعْصِمَنَا مِنَ

[13] তাহাবিয়্যাহ

الْأَهْوَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَالْآرَاءِ الْمُتَفَرِّقَةِ، وَالْمَذَاهِبِ الرَّدِيَّةِ، مِثْلِ الْمُشَبِّهَةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَالْجَبْرِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ؛ مِنَ الَّذِينَ خَالَفُوا السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ، وَحَالَفُوا الضَّلَالَةَ، وَنَحْنُ مِنْهُمْ بُرَآءُ، وَهُمْ عِنْدَنَا ضُلَّالٌ وَأَرْدِيَاءُ، وَبِاللَّهِ الْعِصْمَةُ.

"এটাই আমাদের দ্বীন ও আকীদা—বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে। আর আমরা আল্লাহর নিকট প্রত্যেক সেই ব্যক্তির থেকে সম্পর্কমুক্ত, যে আমাদের বর্ণিত ও ব্যাখ্যাকৃত আকীদার বিরোধিতা করে।

আমরা আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে ঈমানের উপর অবিচল রাখেন, এর উপরই আমাদের মৃত্যু দান করেন এবং আমাদেরকে বিভিন্ন কুপ্রবৃত্তি, বিচ্ছিন্ন মতবাদ ও নিকৃষ্ট মাযহাব থেকে রক্ষা করেন; যেমন মুশাব্বিহা, মু'তাযিলা, জাহমিয়া, জাবরিয়া, কাদারিয়া এবং তাদের অনুরূপ অন্যান্য দল, যারা সুন্নাহ ও জামাআতের বিরোধিতা করেছে এবং ভ্রষ্টতার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেছে।

আমরা তাদের থেকে মুক্ত, আর তারা আমাদের নিকট পথভ্রষ্ট ও নিকৃষ্ট। আর আল্লাহর কাছেই নিরাপত্তা।"

আব্দুল ক্বাহির বাগদাদী বলেন,

وَأَجْمَعُوْا عَلى أَنَّه لَا يَحْوِيْهِ مَكَانٌ وَلَا يَجْرِيْ عَلَيْهِ زَمَانٌ

"আর সকলেই এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, কোনো স্থান আল্লাহকে পরিবেষ্টন করে না এবং সময়ও তাঁর উপর প্রযোজ্য নয়।" [14]

ইমাম গাজ্জালী বলেন,

وَأَنَّه لَا يَحُدُّه الْمِقْدَارُ وَلَا تَحْوِيْهِ الْأَقْطَارُ ، وَلَا تُحِيْطُ بِهِ الْجِهَاتُ وَلَا تَكْتَنِفُهُ الْأَرَضُوْنَ وَلَا السَّمواتُ ،وَأَنَّهُ مُسْتَوٍ عَلَى الْعَرْشِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِيْ قَالَه وَبِالْمَعْنَى الَّذِيْ أَرَادَهُ

[14] আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক্ব পৃ ২৮৭।

اسْتِوَاءً مُنَزَّهاً عَنِ الْمَاسَةِ وَالْاسْتِقْرَارِ وَالتَّمَكُّنِ وَالْحُلُوْلِ وَالْانْتِقَالِ ، لَا يَحْمِلُه الْعَرْشُ بَلْ الْعَرْشُ وَحَمَلَتُه مَحْمُوْلُوْنَ بِلُطْفِ قُدْرَتِه وَمَقْهُوْرُوْنَ فِي قَبْضَتِه ، وَهُوَ فَوْقَ الْعَرْشِ وَالسَّمَاءِ وَفَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَى تُخُومِ الثَّرى فَوْقِيَّةً لَا تَزِيدُهُ قُرْبًا إِلَى الْعَرْشِ وَالسَّمَاءِ كَمَا لَا تَزِيدُهُ بُعْدًا عَنِ الْأَرْضِ وَالثَّرى بَلْ هُوَ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْعَرْشِ وَالسَّمَاءِ كَمَا أَنَّهُ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْأَرْضِ وَالثَّرى ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ قَرِيبٌ مِنْ كُلِّ مَوْجُودٍ وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى الْعَبْدِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ إِذْ لَا يُمَاثِلُ قُرْبُهُ قُرْبَ الْأَجْسَامِ كَمَا لَا تُمَاثِلُ ذَاتُهُ ذَاتَ الْأَجْسَامِ وَأَنَّهُ لَا يَحُلُّ فِي شَيْءٍ وَلَا يَحُلُّ فِيهِ شَيْءٌ ، تَعَالَى عَنْ أَنْ يَحْوِيَهُ مَكَانٌ ، كَمَا تَقَدَّسَ عَنْ أَنْ يَحُدَّهُ زَمَانٌ ، بَلْ كَانَ قَبْلَ أَنْ خَلَقَ الزَّمَانَ وَالْمَكَانَ ، وَهُوَ الْآنَ عَلَى مَا عَلَيْه كَانَ

"আল্লাহকে কোনো পরিমাণ বা সীমা নির্ধারণ করতে পারে না, কোনো দিক বা প্রান্ত তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না। কোনো দিক তাঁকে ঘিরে রাখতে পারে না এবং জমিনসমূহ ও আসমানসমূহও তাঁকে আবৃত করতে পারে না। আর তিনি আরশের উপর 'ইস্তিওয়া' করেছেন—যেভাবে তিনি নিজে বলেছেন এবং যে অর্থ তিনি ইচ্ছা করেছেন সেভাবে; এমন ইস্তিওয়া যা স্পর্শ, স্থিতি, অবস্থান গ্রহণ, কোনো কিছুর মধ্যে প্রবেশ করা বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরে যাওয়া থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

আরশ তাঁকে বহন করে না; বরং আরশ এবং আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ তাঁর কুদরতের সূক্ষ্ম প্রভাবের মাধ্যমে ধারণকৃত এবং তাঁর ক্ষমতার অধীন। তিনি আরশ, আসমান এবং সর্ববস্তুর ঊর্ধ্বে—মাটির গভীর সীমা পর্যন্ত সবকিছুর ঊর্ধ্বে। তবে তাঁর এই ঊর্ধ্বতা এমন নয় যে, এর ফলে তিনি আরশ বা আসমানের অধিক নিকটবর্তী হয়ে যান, যেমন পৃথিবী ও মাটি থেকে দূরে থাকারও কোনো অর্থ এতে নেই। বরং তিনি আরশ ও আসমান থেকে যেমন

মহান মর্যাদার অধিকারী, তেমনই পৃথিবী ও মাটি থেকেও মহান মর্যাদার অধিকারী।

তবুও তিনি প্রত্যেক অস্তিত্বশীল বস্তুর নিকটবর্তী, এবং তিনি বান্দার গ্রীবার শিরা থেকেও অধিক নিকটবর্তী। তিনি সবকিছুর উপর সাক্ষী। তবে তাঁর নিকটবর্তী হওয়া দেহসমূহের নিকটবর্তিতার মতো নয়, যেমন তাঁর সত্তাও দেহসমূহের সত্তার মতো নয়।

তিনি কোনো কিছুর মধ্যে অবস্থান করেন না এবং কোনো কিছু তাঁর মধ্যে অবস্থান করে না। তিনি এ থেকে পবিত্র যে কোনো স্থান তাঁকে পরিবেষ্টন করবে; যেমন তিনি এ থেকেও পবিত্র যে কোনো সময় তাঁকে সীমাবদ্ধ করবে। বরং তিনি তখনও ছিলেন, যখন সময় ও স্থান সৃষ্টি হয়নি; আর তিনি এখনো সেই অবস্থাতেই আছেন, যেভাবে পূর্বে ছিলেন।" [15]

সুলতানুল উলামা ইজ্জুদ্দীন ইবন আব্দুস সালাম বলেন,

الْحَمْدُ لله ذِي الْعِزَّة وَالجَلَالِ وَالْقُدْرَة وَالْكَمَالِ وَالإِنْعَامِ وَالإِفْضَالِ ، الْوَاحِدِ الْأَحَدِ الْفَرْدِ الصَّمَدِ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أحَدٌ ، لَيْسَ بِجِسْمٍ مُصَوَّرٍ وَلَا جَوْهَرٍ مَحْدُوْدٍ مُقَدَّرٍ ، وَلَا يَشْبَهُ شَيْئا وَلَا يَشْبَهُهُ شَيْءٌ ، وَلَا تُحِيْطُ بِهِ الْجِهَاتُ وَلَا تَكْتَنِفُه الأَرَضُوْنَ وَلَا السَّمَوَاتُ ، كَانَ قَبْلَ أَنْ كَوَّنَ الْمَكَانَ وَدَبَّرَ الزَّمَانَ ، وَهُوَ الْآنَ عَلى مَا عَلَيْهِ كَانَ

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি মহিমা, গৌরব, ক্ষমতা, পরিপূর্ণতা, অনুগ্রহ ও দানের অধিকারী। তিনি একক, অদ্বিতীয়, অমুখাপেক্ষী; তিনি জন্ম দেননি এবং জন্মগ্রহণও করেননি; আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। তিনি কোনো আকৃতিবিশিষ্ট দেহ নন, কোনো সীমাবদ্ধ ও পরিমিত মৌলিক

15 ইহয়াউ উলুমিদ্দীন ১/৯০

পদার্থও নন। তিনি কোনো কিছুর সদৃশ নন এবং কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়।

কোনো দিক তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না, আর জমিনসমূহ ও আসমানসমূহও তাঁকে ঘিরে রাখতে পারে না। তিনি তখনও ছিলেন, যখন স্থান সৃষ্টি করেননি এবং সময়ের ব্যবস্থাপনা নির্ধারণ করেননি; আর তিনি এখনো সেই অবস্থাতেই আছেন, যেভাবে পূর্বে ছিলেন। [16]

ইমাম সুয়ূত্বী বলেন,

تَنَزَّهَ عَنْ سِمَاتِ الْمُحْدَثَاتِ، فَلَا جِسْمَ وَلَا عَرْضَ وَلَا صَوْتَ وَلَا انْتِقَالَ، وَلَا يَحْوِيْهِ مَكَانٌ وَلَا زَمَانٌ، وَلَا يَخْطُرُ بِالبَالِ، وَلَا يُدْرِكُهُ الْعَقْلُ وَلَا يُحِيْطُ بِهِ الإِدْرَاكُ، وَلَا لِلذِّهْنِ إِلى حَقِيْقَتِه مَجَالٌ

তিনি সৃষ্টবস্তুর সকল বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি দেহ নন, কোনো আরায (অস্থায়ী গুণ) নন, শব্দ নন এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমনকারীও নন। কোনো স্থান বা সময় তাঁকে পরিবেষ্টন করে না। তিনি কল্পনায় সম্পূর্ণরূপে ধরা পড়েন না। বুদ্ধি তাঁকে পূর্ণভাবে অনুধাবন করতে পারে না এবং উপলব্ধিও তাঁকে পরিবেষ্টন করতে অক্ষম। তাঁর প্রকৃত সত্তার বাস্তবতা পর্যন্ত মানুষের চিন্তা-শক্তির কোনো পৌঁছ নেই। [17]

فَاللهُ مَوْجُوْدٌ لَا فِيْ مَكَانَ وَهُوَ الآنَ عَلى مَا عَلَيْهِ كَانَ، وَهُوَ مُنَزَّهٌ عَنِ المكَانِ والزَّمَانِ. وَصِفَاتُهُ مَوْجُودَةٌ فِي كُلِّ مَكَانٍ

[16] সুবকী, তাবাকাতুস শাফিয়িয়্যাতিল কুবরা ৮/২১৯

[17] আল-খাসাইসুল কুবরা, মুকাদ্দিমাহ

অতএব আল্লাহ বিদ্যমান—তবে তিনি কোনো স্থানে নন। আর তিনি এখনো সেই অবস্থাতেই আছেন, যেভাবে পূর্বে ছিলেন। তিনি স্থান ও সময় থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তাঁর গুণাবলি সর্বত্র বিদ্যমান।

ওরা হুলুলী আকীদা পোষন করেঃ

যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ বিজাতিহী অর্থাৎ স্বত্তাগতভাবে আরশে অবস্থান করেন তারা হুলুলী আকীদা লালন করে। তারা ওদের মতই যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ বিজাতিহী অর্থাৎ স্বত্তাগতভাবে সর্বত্র বিরাজমান।

ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

الِاسْتِوَاءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ، وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ، وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ، وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ

"ইস্তিওয়া অজ্ঞাত নয়; কিন্তু এর 'কেমন' মানুষের বোধগম্য নয়। এর প্রতি ঈমান রাখা ওয়াজিব, আর এ সম্পর্কে 'কীভাবে' প্রশ্ন করা বিদআত।" [18]

ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ এখানে তাফবীদ্ব করেছেন। মুতাশাবিহাত নসের ব্যাপারে তাবীল এবং তাফবীদ্ব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদার দুটি মূলনীতি।
আর "ছুম্মাস্তাওয়া আলাল আরশ" মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত।

[18] আল-আসমা ওয়াস সিফাত, নাম্বার ৮৬৭

হার্দিসে জার্রিয়া

মুয়াবিয়া ইবন হাকাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَىَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ أُعْتِقُهَا قَالَ " ائْتِنِي بِهَا " . فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا " أَيْنَ اللَّهُ " . قَالَتْ فِي السَّمَاءِ . قَالَ " مَنْ أَنَا " . قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ . قَالَ " أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ " .

"আমার একটি দাসী ছিল, যে উহুদ ও জাওয়ানিয়্যার দিকের এলাকায় আমার ছাগল চরাত। একদিন আমি গিয়ে দেখি, একটি নেকড়ে তার পাল থেকে একটি ছাগল নিয়ে গেছে। আমি তো আদমসন্তান—মানুষ যেমন দুঃখ পায় আমিও তেমন দুঃখ পেলাম। তাই আমি তাকে এক চড় মারলাম।

এরপর আমি রাসূল ﷺ-এর কাছে এলাম। তিনি বিষয়টিকে আমার জন্য গুরুতর বলে গণ্য করলেন।

আমি বললামঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তাকে মুক্ত করে দেব?'

তিনি বললেনঃ 'তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো।'

আমি তাকে নিয়ে এলাম। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ

'আল্লাহ কোথায়?'

সে বললঃ 'আসমানে।'

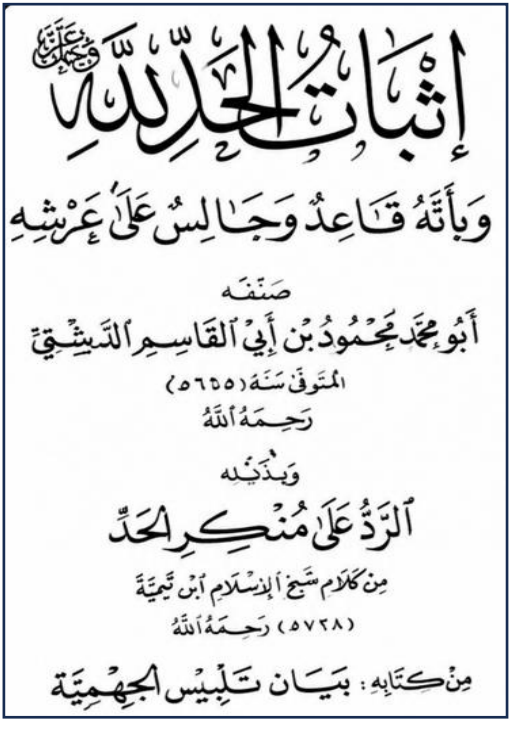
তিনি বললেনঃ 'আমি কে?'

সে বললঃ 'আপনি আল্লাহর রাসূল।'

তখন তিনি বললেনঃ 'তাকে মুক্ত করে দাও; কারণ সে মুমিনা।"[19]

[19] মুসলিম ৫৩৭।

হুলুলীরা মনে করে হাদিসে জারিয়া তাদের আকীদার পক্ষে একটি অকাট্য দলীল। তাদের দাবী আর দলীলের মধ্যে কোন মিল নেই। তাদের দাবী হল আল্লাহ আরশে আসীন। তাদের আকীদার পক্ষে একটি কিতাবের কভার পেইজের ছবি দেখুন।


إِثْبَاتُ الْحَدِّ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

وَبِأَنَّهُ قَاعِدٌ وَجَالِسٌ عَلَى عَرْشِهِ

صَنَّفَهُ

أَبُو مُحَمَّد مَحْمُودُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ النَّسِيبِيُّ

الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (٥٦٥٥)

رَحِمَهُ اللَّهُ

وَيَلِيهِ

الرَّدُّ عَلَى مُنْكِرِ الْحَدِّ

مِنْ كَلَامِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ

(٥٧٢٨) رَحِمَهُ اللَّهُ

مِنْ كِتَابِهِ: بَيَانُ تَلْبِيسِ الْجَهْمِيَّةِ

তাদের দাবী আল্লাহ আরশে সীমাবদ্ধ ও আসীন আর দাসী বললেন আল্লাহ আসমানে। আরশ আর আসমান কি একই জায়গা?

যদি তারা বলেন, উর্ধ্বজগতের সব জায়গায়ই সামা / আকাশ। আমাদের প্রশ্ন তাইলে হাদিসে জারিয়া দিয়ে শুধু আরশ নির্ধারিত হল কি করে? দাসী বলেছেন, আল্লাহ আসমানে। প্রশ্ন কোন আসমানে? আসমানের সংখ্যা তো সাত!

মূলতঃ রাসূল ﷺ সকলের সামনে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন ঐ দাসী হাতের বানানো মূর্তিতে বিশ্বাসী নাকি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনে বিশ্বাসী। দাসীর উত্তরে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে তিনি আল্লাহতে বিশ্বাসী। আর তাই রাসূল ﷺ বলেছেন, 'তাকে মুক্ত করে দাও; কারণ সে মুমিনা।

উত্তর ভুল ছিলনা। একথা তো কুরআনে কারীমেই আছে, "আর তিনিই আল্লাহ—আসমানসমূহে ও জমিনে" "আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি আসমানে উপাস্য এবং জমিনেও উপাস্য"। আল্লাহ "বিসিফাতিহী" সর্বত্র, প্রতিটি আসমানে, প্রতিটি পৃথিবীতে, আরশে, কুরসীতে, সাগর-মহাসাগরে, পাহাড়ে পর্বতে, আমাদের প্রত্যেকের সাথে .....।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَفِي ٱلۡأَرۡضِ يَعۡلَمُ سِرَّكُمۡ وَجَهۡرَكُمۡ وَيَعۡلَمُ مَا تَكۡسِبُونَ﴾

"আর তিনিই আল্লাহ—আসমানসমূহে ও জমিনে। তিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু জানেন, এবং তোমরা যা অর্জন কর তাও তিনি জানেন।" – আল-আনআম ৩

﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾

"আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি আসমানে উপাস্য এবং জমিনেও উপাস্য। আর তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।" – যুখরুফ ৮৪

মি'রাজ ছিল না আরশ পর্যন্ত; বরং তা এমন এক পর্যায় পর্যন্ত ছিল, যার প্রকৃত বাস্তবতা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে নাঃ

ইমাম তাহাবী বলেন,

وَالمِعْرَاجُ حَقٌّ، وَقَدْ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَعُرِجَ بِشَخْصِه فِيْ اليَقَظَةِ إِلى السَّمَاءِ ثُمَّ إِلى حَيْثُ شَاءَ اللهُ مِنَ العُلا، وَأَكْرَمَهُ اللهُ بِمَا شَاءَ وَأَوْحى إِلَيْهِ مَا أَوْحى، مَا كَذَبَ الفُؤَادُ مَا رَآى

"মি'রাজ সত্য। নবী ﷺ-কে রাত্রিতে ভ্রমণ করানো হয়েছে এবং জাগ্রত অবস্থায় তাঁর দেহসহ আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ যেখান পর্যন্ত ইচ্ছা করেছেন, উচ্চ মর্যাদার সেই স্থানসমূহে তাঁকে উঠানো হয়েছে। আল্লাহ তাঁকে যা ইচ্ছা সম্মান দান করেছেন এবং তাঁর প্রতি যা ওহি করার ইচ্ছা করেছেন তা ওহি করেছেন।

'অন্তর যা দেখেছে, তা মিথ্যা বলেনি।" [20]

বুখারীতে আছে আনাস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

ثُمَّ عَلَا بِهِ فَوْقَ ذَلِكَ بِمَا لاَ يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ المُنْتَهَى، وَدَنَا الجَبَّارُ رَبُّ العِزَّةِ (أو دَنَا لِلْجَبَّارِ رَبِّ العِزَّةِ)، فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، فَأَوْحَى اللَّهُ فِيمَا أَوْحَى إِلَيْهِ

"অতঃপর আল্লাহ তাঁকে এরও ঊর্ধ্বে উঠিয়েছেন—যার প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না—এমনকি তিনি সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছলেন। তারপর পরাক্রমশালী মহিমান্বিত প্রতিপালক নিকটবর্তী হলেন (অথবা: তিনি পরাক্রমশালী মহিমান্বিত প্রতিপালকের নিকটবর্তী হলেন)। এরপর আরও

[20] আকীদা

নিকটবর্তী হলেন, এমনকি দুই ধনুকের ব্যবধান পরিমাণ অথবা তারও কম দূরত্ব রইল। অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রতি যা ওহি করার ইচ্ছা করেছেন তা ওহি করেছেন।" [21]

ইবনু হাজার আসকালানী বলেন,

وَلَعَلَّ فِي السِّيَاقِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا وَكَانَ ذِكْرُ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى قَبْل ثُمَّ عَلَا بِهِ فَوْقَ ذَلِكَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ

"সম্ভবত এই বর্ণনার ধারাবাহিকতায় আগে-পরে (তাকদীম ও তা'খীর) রয়েছে। অর্থাৎ সিদরাতুল মুনতাহার উল্লেখ পূর্বেই হয়েছে; তারপর বলা হয়েছে: 'অতঃপর আল্লাহ তাঁকে এরও ঊর্ধ্বে উঠিয়েছেন—যার প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।" [22]

[21] বুখারী ৭৫১৭

[22] ফাতহুল বারী, শারহে হাদিস ৭৫১৭।

আল্লাহ তায়ালা পাক ও বেআইব; মিথ্যা বলা আল্লাহর ক্ষেত্রে অসম্ভব

إِنَّ اللَّهَ لَا يَكْذِبُ، بَلْ هُوَ عَلَيْهِ مُحَالٌ، يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ أَنْ يَكْذِبَ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى اللَّهِ الْكَذِبُ، وَلَيْسَ هُنَاكَ نَصٌّ وَاحِدٌ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِأَنَّ الْكَذِبَ دَاخِلٌ تَحْتَ قُدْرَةِ اللَّهِ، وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ.فَعَقِيدَةُ الْمُسْلِمِينَ الثَّابِتَةُ الصَّحِيحَةُ تَنْزِيهُ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، وَهَذَا مَا كَانَ عَلَيْهِ سَلَفُنَا بِلَا رَيْبٍ.

নিশ্চয়ই আল্লাহ মিথ্যা বলেন না; বরং তা তাঁর জন্য অসম্ভব। তাঁর পক্ষে মিথ্যা বলা অকল্পনীয়। আল্লাহর দিকে মিথ্যার সম্বন্ধ করা জায়েয নয়।

কুরআন ও সুন্নাহর এমন একটি দলীলও নেই, যা প্রমাণ করে যে মিথ্যা আল্লাহর ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। আর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের কোনো ইমামও এ কথা বলেননি।

অতএব মুসলমানদের সুপ্রতিষ্ঠিত সহীহ আকীদা হলো—আল্লাহ তাআলাকে সব ধরনের ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে পবিত্র মনে করা। আর নিঃসন্দেহে আমাদের সালাফগণও এ আকীদার উপরই ছিলেন।

الإِثْبَاتُ وَالنَّفْيُ عَنِ اللَّهِ:

- الْحَيَاةُ تَنْفِي الْمَمَاتَ، فَاللَّهُ حَيٌّ وَلَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ الْمَوْتُ.
- الْعِلْمُ يَنْفِي الْجَهْلَ، فَاللَّهُ عَلِيمٌ وَلَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ الْجَهْلُ.
- الصِّدْقُ يَنْفِي الْكَذِبَ، فَاللَّهُ أَصْدَقُ وَلَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ الْكَذِبُ.

আল্লাহ সম্পর্কে إثبات (সিফাত সাব্যস্ত করা) ও نفي (অপূর্ণতা অস্বীকার করা):

- জীবন মৃত্যুকে অস্বীকার করে। অতএব আল্লাহ চিরঞ্জীব; তাঁর দিকে মৃত্যুর সম্বন্ধ করা যায় না।

- জ্ঞান অজ্ঞতাকে অস্বীকার করে। অতএব আল্লাহ সর্বজ্ঞ; তাঁর দিকে অজ্ঞতার সম্বন্ধ করা যায় না।
- সত্যবাদিতা মিথ্যাকে অস্বীকার করে। অতএব আল্লাহ সর্বাধিক সত্যবাদী; তাঁর দিকে মিথ্যার সম্বন্ধ করা যায় না।

কারো কারো আকীদা হল আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন বা আল্লাহর ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা সম্ভব তবে কখনো মিথ্যা বলেন না।
আমাদের আকীদা হল, আল্লাহ পাক ও বেআ'ইব, সকল ত্রুটি ও কলঙ্ক থেকে সম্পূর্ণ মহান ও মুক্ত। আর মিথ্যা বলা একটি আ'ইব, সুতরাং আল্লাহর জন্য মিথ্যা বলা অসম্ভব।

আমাদের আকীদাঃ

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً﴾

"কথার দিক থেকে আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কে আছে?"
— সূরা আন-নিসা, আয়াত ৮৭

ইমাম তাহাবী বলেন,

وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًى مِنْ مَعَانِي الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ، فَمَنْ أَبْصَرَ هَذَا اعْتَبَرَ، وَعَنْ مِثْلِ قَوْلِ الْكُفَّارِ انْزَجَرَ، وَعَلِمَ أَنَّهُ بِصِفَاتِهِ لَيْسَ كَالْبَشَرِ.

قُلْتُ: فَالْكَذِبُ مِنْ صِفَاتِ الْبَشَرِ، يَصْدُقُ وَيَكْذِبُ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে সৃষ্টিজগতের কোনো গুণ দ্বারা বর্ণনা করে, সে কুফরি করে। অতএব, যে এ বিষয়টি বুঝবে, সে শিক্ষা গ্রহণ করবে, কাফিরদের কথার অনুরূপ কথা থেকে বিরত থাকবে এবং জানতে পারবে যে আল্লাহ তাঁর গুণাবলিতে সৃষ্টির মতো নন।

আমি বলি: মিথ্যা বলা মানুষের গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত। মানুষ কখনো সত্য বলে, আবার কখনো মিথ্যা বলে।"

ইমাম তাহাবী আরো বলেন,

يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ أَبَدًا، تَقَدَّسَ عَنْ كُلِّ سُوءٍ وَحِينٍ، وَتَنَزَّهَ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ وَشَيْنٍ.

তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করেন, এবং তিনি কখনোই জুলুমকারী নন। তিনি সকল অকল্যাণ ও ক্ষয় থেকে পবিত্র, এবং সকল ত্রুটি ও কলঙ্ক থেকে সম্পূর্ণ মহান ও মুক্ত।

قُلْتُ: فَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، وَلَا يَظْلِمُ أَبَدًا أَحَدًا، وَهُوَ عَلَيْهِ مُحَالٌ حَرَامٌ، وَمِنَ الظُّلْمِ الْكَذِبُ، فَلَا يُقَالُ: إِنَّهُ لَا يَظْلِمُ وَلَكِنَّ الظُّلْمَ تَحْتَ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى. وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ صَرِيحٌ، فَاللَّهُ تَقَدَّسَ عَنْ كُلِّ سُوءٍ وَحَيْنٍ (الْهَلَاكِ)، وَتَنَزَّهَ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ وَشَيْنٍ، فَلَا يُقَالُ: إِنَّ اللَّهَ حَيٌّ بَاقٍ وَلَكِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُهْلِكَ نَفْسَهُ، أَيْ هَلَاكُ نَفْسِهِ تَحْتَ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَتَنَزَّهَ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ، فَالْكَذِبُ عَيْبٌ بِلَا رَيْبٍ.

আমি বলি: আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। তিনি কখনো কারো উপর জুলুম করেন না। বরং জুলুম তাঁর জন্য অসম্ভব ও হারাম। আর মিথ্যা জুলুমের অন্তর্ভুক্ত। অতএব এ কথা বলা যাবে না যে, "আল্লাহ জুলুম করেন না, তবে জুলুম আল্লাহর ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত।"

এরপরের বিষয়ও সুস্পষ্ট। আল্লাহ সব ধরনের মন্দ ও ধ্বংস থেকে পবিত্র। তিনি সকল ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে মহান ও ঊর্ধ্বে। তাই এ কথাও বলা যাবে না যে, "আল্লাহ চিরঞ্জীব ও অবশিষ্ট, কিন্তু তিনি চাইলে নিজেকে ধ্বংস করতে পারেন," অর্থাৎ "নিজেকে ধ্বংস করা আল্লাহর ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত।" আল্লাহ সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র। আর নিঃসন্দেহে মিথ্যা একটি ত্রুটি।

আল্লাহর জন্য যদি মিথ্যা বলা সম্ভবই হয় তাইলে কুরআনে কারীমে বারবার সুবহান, সাব্বাহা, য়ুসাব্বিহু কেন বলা হল? মিথ্যা বলা সম্ভব হলে তিনি মিথ্যা থেকে পবিত্র নন।

ইমাম আবু হাফস আন-নাসাফী আল-মাতুরিদী আল-হানাফী رحمه الله (মৃত্যু ৫৩৭ হি.) তাঁর "আল-আকাঈদ আন-নাসাফিয়্যাহ" গ্রন্থে বলেছেনঃ

وَأَسْبَابُ الْعِلْمِ لِلْخَلْقِ ثَلَاثَةٌ: الْحَوَاسُّ السَّلِيمَةُ، وَالْخَبَرُ الصَّادِقُ، وَالْعَقْلُ، ..... وَالْخَبَرُ الصَّادِقُ عَلَى نَوْعَيْنِ: أَحَدُهُمَا: الْخَبَرُ الْمُتَوَاتِرُ، وَهُوَ الثَّابِتُ عَلَى أَلْسِنَةِ قَوْمٍ لَا يُتَصَوَّرُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ، وَهُوَ مُوجِبٌ لِلْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ، كَالْعِلْمِ بِالْمُلُوكِ الْخَالِيَةِ، فِي الْأَزْمِنَةِ الْمَاضِيَةِ، وَالْبُلْدَانِ النَّائِيَةِ، وَالثَّانِي: خَبَرُ الرَّسُولِ الْمُؤَيَّدِ بِالْمُعْجِزَةِ ..... وَلَا تَغَيُّرَ عَلَى اللَّهِ، وَلَا عَلَى صِفَاتِهِ

"সৃষ্টিজগতের জন্য জ্ঞান লাভের মাধ্যম তিনটি:

১. সুস্থ ইন্দ্রিয়সমূহ,

২. সত্য সংবাদ,

৩. বিবেক।

... আর সত্য সংবাদ দুই প্রকারঃ

প্রথমত: মুতাওয়াতির সংবাদ। এটি এমন সংবাদ, যা এত মানুষের মুখে বর্ণিত হয় যে, তাদের সকলের মিথ্যার উপর একমত হওয়া কল্পনাতীত। এটি অপরিহার্য জ্ঞান প্রদান করে; যেমন অতীত যুগের রাজাদের সম্পর্কে জ্ঞান অথবা দূরবর্তী দেশসমূহের খবর।

দ্বিতীয়ত: মুজিযা দ্বারা সমর্থিত রাসূলের সংবাদ।

... আর আল্লাহ ও তাঁর সিফাতসমূহের উপর কোনো পরিবর্তন আসে না।"[23]

[23] الإمام أبو حفص نجم الدين عمر بن محمد النسفي الحنفي الماتريدي ت 537هـ، العقائد النسفية،

ইমাম আবুল বারাকাত আন-নাসাফী আল-হানাফী رحمه الله — যিনি তাফসীরের প্রসিদ্ধ ইমাম — তাঁর আকীদার গ্রন্থে বলেছেনঃ

وَعِنْدَنَا لَا يَجُوزُ وَلَا يُوصَفُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْقُدْرَةِ عَلَى الظُّلْمِ وَالسَّفَهِ وَالْكَذِبِ؛ لِأَنَّ الْمُحَالَ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْقُدْرَةِ، وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ يَقْدِرُ وَلَا يَفْعَلُ

"আমাদের মতে আল্লাহ তাআলাকে জুলুম, নির্বুদ্ধিতা ও মিথ্যার উপর ক্ষমতাবান বলা জায়েয নয় এবং এভাবে তাঁকে বর্ণনাও করা যাবে না। কারণ অসম্ভব বিষয় ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত হয় না।

আর মু'তাযিলাদের মতে, আল্লাহ এগুলোর উপর ক্ষমতাবান, তবে তিনি তা করেন না।" [24] আরো বিস্তারিত জানতে আমার কিতাবুল আকীদা দেখুন।

---

[24] أبو البركات النسفي ت 701 / 710هـ، **عمدة عقيدة أهل السنة والجماعة**، ص 25، والنسفي هو أبو البركات حافظ الدين النسفي هو عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي فقيه حنفي، ولقب بأبو البركات، ظهر في مدينة نسف في أوزبكستان.

يعتبر أحد الزهاد المتأخرين، والعلماء العاملين، ومتكلم أصولي من فقهاء الحنفية من أهل إيذَج (بلدة بين خوزستان وأصبهان) ووفاته فيها ونسبته إلى «نسف» من بلاد ما وراء النهر بين جيحون وسمرقند.

تتلمذ على شيوخ كثيرين من أمثال الوجيه الرازي، وشمس الأئمة الكردري، والسراج الثقفي، والزين البدواني وروى الزيادات عن أحمد بن محمد العتابي وسمع منه الصغناقي وحج وظهرت فضائله، ورحل إلى بغداد.

كان واسع العلم كثير المهابة وسيدا في الفقه والأصول وبارعاً في الحديث، وكان محبا للصوفية، وعزر ابن أبي حجلة لكلامه في ابن الفارض. اختلف في وفاته، قيل 701هـ، وقيل 710هـ.

من أبرز كتبه تفسيره "مدارك التنزيل وحقائق التأويل"، وهو اختصار لتفسير الكشاف وتفسير البيضاوي

مؤلفاته:

1. **عمدة عقيدة أهل السنة والجماعة**
2. **تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل**
3. **كنز الدقائق** - موجود في معرفة المخطوطات، وجاء في فروع الحنفية، لخص فيه الوافي بذكر ما عم وقوعه، حاوياً مسائل الفتاوى والواقعات، وجعل علامة الحاء لأبي حنيفة، والسين لأبي يوسف، والميم لمحمد، والزاي لزفر، والفاء للشافعي والكاف لمالك، واعتنى به العلماء والفقهاء فأكثروا عليه الشروح منها: شرح الإمام فخر الدين أبي محمد عثمان بن علي الزيلعي وسماه **تبيين الحقائق لما فيه ما اكتنز من الدقائق** والعلاّمة زين

রাসূল ﷺ সম্পর্কে আকীদা

1. রাসূল ﷺ মা'সুম / নিষ্পাপ।
2. রাসূল ﷺ শাফায়াত করবেন এ কথা হক্ব। রাসূলের ﷺ কাছে শাফায়াত প্রার্থনা করা জায়েজ বরং সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাত।
3. রাসূলের ﷺ ওয়াসীলা নেয়া জায়েজ।

রাসূল ﷺ মা'সুম / নিষ্পাপ

আল্লাহ বলেন,

﴿وَٱلنَّجۡمِ إِذَا هَوَىٰ (1) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمۡ وَمَا غَوَىٰ (2) وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ (3) إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ (4)﴾[25]

العابدين بن نجيم المصري (ت921هـ) وسماه: **البحر الرائق في شرح كنز الدقائق** وصل فيه إلى آخر كتاب الدعوى، ونظمه ابن الفصيح أحمد بن علي الهمداني وسماه **مستحسن الطرائق** وغيرها كثير..

4. **المنار**: وجاء في أصول الفقه، وهو متن جامع مختصر، وهو فيما بين كتبه المبسوطة والمختصرة، أكثرها تناولاً وأقربها تداولاً، وهو مع صغر حجمه، ووجازة نظمه، بحر محيط بدرر الحقائق، وكنز أودع فيه نقود الدقائق، ومع هذا الاختصار لا يخلو من نوع تعقيد، وحشو وتطويل، فحرره الكافي الاقحصاري في مختصره الموسوم **بسمت الوصول** وأحسن تحريره ورتبه على أبلغ نظام وترتيب، بزيادة التوضيح والتنقيح. وله منار آخر في أصول الدين، اعتنى بشأنه العلماء فشرحه بالقول سعد الدين أبو الفضائل الدهلوي وسماه: **إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار**.
5. **كتاب كشف الأسرار** - موجود في معرفة المخطوطات، شرح فيه المنار،
6. والعمدة وشرحها وسماه **الاعتماد**،
7. والمستصفى في شرح المنظومة (وهي منظومة أبي حفص النسفي)،
8. وشرح النافع سماه **بالمنافع**
9. **والكافي** في شرح الوافي وكلاهما له.

[25] সুরা নাজম

"তারকার শপথ, যখন তা অস্ত যায়। তোমাদের সাথী (মুহাম্মদ ﷺ) পথভ্রষ্ট হননি এবং বিভ্রান্তও হননি। আর তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। এ তো কেবল ওহি, যা তাঁর প্রতি প্রেরণ করা হয়।"

সুরা দোহার ৭ নাম্বার আয়াত না বুঝে অনেকে রাসূলের ইসমতের উপর কথা তোলে। উপরে উল্লেখিত সুরা নজমের ২য় আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে, "**তোমাদের সাথী (মুহাম্মদ ﷺ) পথভ্রষ্ট হননি এবং বিভ্রান্তও হননি।**" কেউ কি বলবে সূরা নজমের আয়াত এবং সূরা দ্বোহার আয়াতে কন্ট্রাডিকশন রয়েছে? মূলত আরবী গ্রামার, কুরআনে করীমের অন্যান্য আয়াতের ভাষাশৈলী এবং একটি তাফসীর মতে সূরা দ্বোহার আয়াতে মুদ্বাফকে হজফ করে মুদ্বাফ ইলাইহিকে মুদ্বাফের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। মূল ইবারত হল

وَوَجَدَ قَوْمَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ

"আর তিনি আপনার জাতিকে পথভ্রষ্ট অবস্থায় পেয়েছিলেন, অতঃপর তাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন।"

এই ধরনের আরো দুটি আয়াত আমি এখানে উল্লেখ করছি,
(এক)

﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا﴾ - يوسف 82

পূর্ন বাক্য হল,

وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا

"আর সেই জনপদের লোকদেরকে জিজ্ঞাসা কর, যেখানে আমরা ছিলাম।"

(দুই)

﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾– هود 46

পূর্ন বাক্য হল,

إِنَّهُ ذُو عَمَلٍ غَيْرِ صَالِحٍ

"নিশ্চয়ই সে অসৎ কর্মের অধিকারী।"

এই উভয় আয়াতেই মুদ্বাফকে হজফ করে মুদ্বাফ ইলাইহিকে মুদ্বাফের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

রাসূল ﷺ মাসূম এই বিষয়ে আল্লাহ আরো বলেন,

﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾

"যাতে আল্লাহ আপনার পূর্বের ও পরবর্তী সব "ত্রুটি"[26] ক্ষমা করে দেন।" [27]

﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ— তাদের জন্য, যারা আল্লাহ ও পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।" [28]

রাসূল ﷺ বলেন,

إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهُوَ نَاصِرِي

[26] খেলাফে আওলা কিছু যদি ঘটে যায় অথবা আপনার খাতিরে আপনার আগের ও পরের উম্মতের গোনাহ মাফ করেন।

[27] সূরা আলফাতহ

[28] সূরা আল-আহযাব, আয়াত ২১

"নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল, আর আমি তাঁর অবাধ্য হই না; এবং তিনিই আমার সাহায্যকারী।" [29]

সহিহ সনদে ইমাম আবূ দাঊদ আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُرِيدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ وَقَالُوا أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ " **اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلاَّ حَقٌّ**

"আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট যা কিছু শুনতাম, তা মুখস্থ রাখার উদ্দেশ্যে লিখে রাখতাম। তখন কুরাইশরা আমাকে নিষেধ করল এবং বলল: 'তুমি কি যা কিছু শুনছ সবই লিখে রাখছ? অথচ আল্লাহর রাসূল ﷺ তো একজন মানুষ; তিনি কখনো রাগের সময়, কখনো সন্তুষ্টির সময় কথা বলেন!'

তখন আমি লেখা বন্ধ করে দিলাম। পরে এ বিষয়টি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করলাম। তখন তিনি তাঁর আঙুল দিয়ে নিজের মুখের দিকে ইশারা করে বললেন:

'লিখো! সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ—এ মুখ থেকে সত্য ছাড়া কিছুই বের হয় না।" [30]

ইমাম তাবারানী আল-মুজামুল কাবীরে বিশ্বস্ত সনদে ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন,

---

[29] বুখারী ২৭৩১, ২৭৩২

[30] আবু দাঊদ ৩৬৪৬

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، رَفَعَهُ قَالَ : لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيَدَعُ غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ

তিনি নবী ﷺ-এর দিকে সম্বন্ধ করে বলেছেন: "প্রত্যেক মানুষের কথাই গ্রহণও করা হতে পারে, আবার বর্জনও করা হতে পারে—তবে নবী ﷺ ব্যতীত।" [31]

ইমাম আবূ হানীফা তাঁর আল-ফিকহুল আকবারে বলেন,

وَمُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَبِيْبُه وَعَبْدُه وَرَسُوْلُه وَنَبِيُّه وَصَفِيُّه وَنَقِيُّه، وَلَمْ يَعْبُدِ الصَّنَمَ، وَلَمْ يُشْرِكْ بِاللهِ تَعَالَى طَرْفَةَ عَيْنٍ قَطُّ، وَلَمْ يَرْتَكِبْ صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً قَطُّ.

আর মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর প্রিয়তম, তাঁর বান্দা, তাঁর রাসূল, তাঁর নবী, তাঁর নির্বাচিত ও পবিত্র বান্দা। তিনি কখনো কোনো মূর্তির ইবাদত করেননি, এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করেননি, এবং কখনো কোনো ছোট বা বড় গুনাহে লিপ্ত হননি। [32]

নবীর ইস্তেগফার উম্মাতের জন্য

কারো কারো বিশ্বাস নবীজী যেহেতু ইস্তেগফার করেন বা আল্লাহ যেহেতু তাঁকে ইস্তেগফার করতে আদেশ করেছেন সুতরাং তাঁর কিছু না কিছু গোনাহ বা ত্রুটি বিচ্যুতি আছে। সকলের জেনে রাখা উচিৎ নবীজীর ইস্তেগফার প্রথমতঃ উম্মাতের জন্য।

আল্লাহ বলেন,

---

[31] আল-মুজামুল কাবীর, হাদিস ১১৯৪১

[32] আল-ফিকহুল আকবার

আয়াত -১

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾

"আল্লাহর রহমতের কারণেই আপনি তাদের প্রতি কোমল হয়েছেন। আর যদি আপনি কঠোর স্বভাবের ও কঠিন হৃদয়ের হতেন, তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত। অতএব আপনি তাদের ক্ষমা করুন, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজকর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করুন।" - আলে-ইমরান ১৫৯

আয়াত -২

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾

"আর আমি কোনো রাসূল প্রেরণ করিনি, কিন্তু এ জন্যই যে আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর আনুগত্য করা হবে। আর তারা যখন নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল, তখন যদি আপনার কাছে এসে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন, তবে তারা অবশ্যই আল্লাহকে অতিশয় তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু পেত।" – সূরা নিসা ৬৪।

আয়াত -৩

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا

اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

"মুমিন তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, আর যখন তারা কোনো সমষ্টিগত গুরুত্বপূর্ণ কাজে রাসূলের সঙ্গে থাকে, তখন তাঁর অনুমতি না নিয়ে চলে যায় না। নিশ্চয়ই যারা আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি সত্যিকার ঈমান রাখে। অতএব যখন তারা তাদের কোনো প্রয়োজনে আপনার নিকট অনুমতি চায়, তখন আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিন এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" – সূরা নূর ৬২।

আয়াত -৪

﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ سورة محمد 19

ইস্তিগফার করুন আপনার উম্মতের গোনাহর জন্য এবং ইমানদার পুরুষ ও মহিলাদের জন্য।

ইমাম কুরতুবী তাফসীরে বলেন,

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ "قِيلَ: لِذَنْبِ أُمَّتِكَ حُذِفَ الْمُضَافُ وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مَقَامَهُ

"'আর আপনার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন'—এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে: এখানে উদ্দেশ্য 'আপনার উম্মতের ত্রুটি'। অর্থাৎ 'উম্মত' শব্দটি উহ্য রাখা হয়েছে এবং মুযাফ ইলাইহ (যার দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে) তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।"

আয়াত -৫

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ﴾

"**যখন** (১) আল্লাহর সাহায্য আসবে (২) ও বিজয় আসবে, (৩) এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন,**তখন** আপনি (১) আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা করুন অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য পেয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলুন (২) তাসবীহ পাঠ করুন অর্থাৎ আল্লাহ বিজয় দিয়েছেন তাই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষনা করুন, সুবহানাল্লাহ বলুন (৩) এবং (যেহেতু মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে দাখিল হচ্ছে তাই তাদের জন্য) তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন।"

আমি বলি:

وَاسْتِغْفَارُه ﷺ للمُؤمِنِيْنَ دائمٌ ما دَامَتْ فيه الحَيَاةُ، وهو حَيٌّ فِي قَبْرِه، فَيَدُوْمُ إلى أنْ تَقُوْمَ السَّاعَةُ، بلْ فِي عَرَصَاتِ المَحْشَرِ إلى دُخُوْلِ الجَنَّةِ، وَالمَحْرُوْمُ مَنْ يُقَيِّدُه لِحَيَاتِه الدُّنْيَوِيَّةِ

"মুমিনদের জন্য নবী ﷺ-এর ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) তাঁর মধ্যে যতক্ষন হায়াত আছে ততক্ষন পর্যন্ত সর্বদা অব্যাহত। আর তিনি তাঁর কবরে জীবিত; অতএব এ ইস্তিগফার কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। বরং হাশরের ময়দানেও জান্নাতে প্রবেশ পর্যন্ত তা চলতে থাকবে। আর বঞ্চিত সেই ব্যক্তি, যে এ বিষয়টিকে শুধু দুনিয়ার জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে।"

হাদিস শরীফ থেকে

হাদিস -১

মুসলিম শরীফের একটি হাদিস দিয়ে কেউ কেউ নবীজীর গুনাহ প্রমাণ করতে চান। হাদিসটি হচ্ছে

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ " .

"নিশ্চয়ই আমার অন্তর উম্মতের গভীর চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে যায়, আর আমি দিনে একশত বার আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।" [33]

ইমাম ক্বাদী ইয়াদ্ব শারহে মুসলিম এ বলেন,

قِيلَ الْمُرَادُ الْفَتَرَاتُ وَالْغَفَلَاتُ عَنِ الذِّكْرِ الَّذِي كَانَ شَأْنُهُ الدَّوَامَ عَلَيْهِ فَإِذَا فتَرَ عَنْهُ أَوْ غَفَلَ عَدَّ ذَلِكَ ذَنْبًا وَاسْتَغْفَرَ مِنْهُ قَالَ **وَقِيلَ هُوَ هَمُّهُ بِسَبَبِ أُمَّتِهِ وَمَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَحْوَالِهَا بَعْدَهُ فَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ** وَقِيلَ سَبَبُهُ اشْتِغَالُهُ بِالنَّظَرِ فِي مَصَالِحِ أُمَّتِهِ وَأُمُورِهِمْ وَمُحَارَبَةُ الْعَدُوِّ وَمُدَارَاتُهُ وَتَأْلِيفُ الْمُؤَلَّفَةِ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَيَشْتَغِلُ بذلك من عظيم مقامه فيراه ذنبا بالنسبة الى عَظِيمِ مَنْزِلَتِه

বলা হয়েছে, এখানে উদ্দেশ্য হলো—যিকির থেকে সাময়িক বিরতি বা অসতর্কতা; অথচ তাঁর স্বভাব ছিল সর্বদা যিকিরে মশগুল থাকা। তাই যখন সামান্য বিরতি বা অসতর্কতা ঘটত, তিনি সেটাকেও নিজের জন্য ত্রুটি মনে করতেন এবং সেজন্য ইস্তিগফার করতেন।

আরও বলা হয়েছে, **এর কারণ ছিল তাঁর উম্মতের ব্যাপারে গভীর চিন্তা এবং তাঁর পরে উম্মতের যে সব অবস্থা হবে সে সম্পর্কে অবগত হওয়া। ফলে তিনি তাদের জন্য ইস্তিগফার করতেন।**

আবার বলা হয়েছে, এর কারণ ছিল উম্মতের কল্যাণ, তাদের বিষয়াবলি পরিচালনা, শত্রুর মোকাবিলা, তাদের সঙ্গে কৌশল অবলম্বন, নও মুসলিমদের অন্তর আকৃষ্ট করা ইত্যাদি নানা বিষয়ে ব্যস্ত থাকা। এসব কাজে নিয়োজিত থাকার ফলে তিনি তাঁর মহান মর্যাদার তুলনায় এটাকেও নিজের জন্য ত্রুটি মনে করতেন এবং সে কারণে ইস্তিগফার করতেন।

---

[33] মুসলিম ২৭০২

হাদিস -২

ইমাম মুসলিম রেওয়ায়েত করেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَلاَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي إِبْرَاهِيمَ ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي﴾الآيَةَ . وَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ " اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي " . وَبَكَى فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ - فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَا قَالَ . وَهُوَ أَعْلَمُ . فَقَالَ اللَّهُ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلاَ نَسُوءُكَ .

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর দু'আ সম্বলিত আয়াতঃ "হে আমার প্রতিপালক। এ সকল প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত। আর যে আমার অবাধ্য হবে তুমি তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু"— (সূরাহ ইবরাহীম) তিলাওয়াত করেন। আর "ঈসা (আলাইহিস সালাম) বলেছেনঃ "তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"- (সূরাহ আল মায়িদাহ)। তারপর তিনি তার উভয় হাত উঠালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! আমার উম্মত, আমার উম্মত! আর কেঁদে ফেললেন।

তখন মহান আল্লাহ বললেন, হে জিবরীল! মুহাম্মাদের নিকট যাও, তোমার রব তো সবই জানেন তাকে জিজ্ঞেস কর, তিনি কাঁদছেন কেন? জিবরীল (আলাইহিস সালাম) এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে

জিজ্ঞেস করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছিলেন, তা তাকে অবহিত করলেন। আর আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে জিবরীল! তুমি মুহাম্মাদ এর কাছে যাও এবং তাকে বল, "নিশ্চয়ই আমি (আল্লাহ) আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করে দিব, আপনাকে অসন্তুষ্ট করব না"। [34]

হাদিস -৩

ইবনু হিব্বান সহিহ সনদে বর্ণনা করেন,

عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ :لَمَّا رَأَيْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ طِيبَ نَفْسٍ، قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ لِي، فَقَالَ" :اللهُمَّ اغْفِرْ لِعَائِشَةَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهَا وَمَا تَأَخَّرَ، مَا أَسَرَّتْ وَمَا أَعْلَنَتْ"، فَضَحِكَتْ عَائِشَةُ حَتَّى سَقَطَ رَأْسُهَا فِي حِجْرِهَا مِنَ الضَّحِكِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ" :أَيَسُرُّكِ دُعَائِي؟ " فَقَالَتْ: وَمَا لِي لَا يَسُرُّنِي دُعَاؤُكَ، فَقَالَ ﷺ" :وَاللهِ إِنَّهَا لَدُعَائِي لِأُمَّتِي فِي كُلِّ صَلَاةٍ

উরওয়া আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন "যখন আমি নবী ﷺ-এর অত্যন্ত প্রফুল্ল মনোভাব দেখলাম, তখন বললাম: 'হে আল্লাহর রাসূল, আমার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন।'

তখন তিনি বললেন: 'হে আল্লাহ! আয়িশার পূর্বের ও পরবর্তী, গোপন ও প্রকাশ্য সব ত্রুটি ক্ষমা করে দিন।'

এ কথা শুনে আয়িশা এত হাসলেন যে হাসতে হাসতে তাঁর মাথা নবী ﷺ-এর কোলে নুয়ে পড়ল।

[34] মুসলিম ২০২

তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন: 'আমার দোয়া কি তোমাকে আনন্দিত করেছে?'

তিনি বললেন: 'আপনার দোয়া আমাকে আনন্দিত করবে না কেন?'

তখন নবী ﷺ বললেন:'আল্লাহর কসম! এ দোয়াই আমার উম্মতের জন্য প্রত্যেক সালাতে আমার দোয়া।" [35]

কবর শরীফে উম্মতের জন্য ইস্তেগফার

ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদিসে প্রমাণ হয়েছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর উম্মতের প্রত্যেক সালাতে ইস্তেগফার করেন। অন্য হাদিসে রয়েছে আম্বিয়ায়ে কেরাম কবরে জিন্দা সালাত আদায় করেন। সুতরাং প্রমাণিত হল নবীজী ﷺ কবরেও প্রত্যেক সালাতে তাঁর উম্মতের জন্য ইস্তিগফার করেন।

ইমাম বাজ্জার সহীহ সনদে ইবনু মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন,

إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُحَدِّثُونَ وَنُحَدِّثُ لَكُمْ، وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ ، فَمَا رَأَيْتُ مِنَ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ، وَمَا رَأَيْتُ مِنَ شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ

"নিশ্চয়ই আল্লাহর এমন কিছু ভ্রমণকারী ফেরেশতা আছেন, যারা আমার উম্মতের সালাম আমার নিকট পৌঁছে দেয়।"

আর আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

---

[35] সহিহ ইবনে হিব্বান ৪/২৮৯ হা ৩৪৪৬ দার ইবনে হাজম ২০১২ ইং

"আমার জীবন তোমাদের জন্য কল্যাণকর—তোমরা কথা বল আমার সাথে এবং আমি কথা বলি তোমাদের সাথে। আর আমার ওফাতও তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তোমাদের আমলসমূহ আমার সামনে পেশ করা হবে। আমি যখন ভালো কিছু দেখব, তখন আল্লাহর প্রশংসা করব; আর যখন মন্দ কিছু দেখব, তখন তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করব।" [36]

হাশরের ময়দানে

সহিহ বুখারীতে আছে

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ. فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللَّهِ. فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى فَإِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ. فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَيَأْتُونِي فَأَقُولُ أَنَا لَهَا. فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لاَ تَحْضُرُنِي الآنَ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي. فَيُقَالُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ. فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي. فَيُقَالُ انْطَلِقْ

[36] মুসনাদ বাজ্জার ৫/৩০৮ হা ১৯২৫

فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ. فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي. فَيَقُولُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مِثْقَالِ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ. فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ".

ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَقُولُ يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. فَيَقُولُ وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ".

কিয়ামতের দিন মানুষ সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। তাই তারা আদম (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে এসে বলবে, আমাদের জন্য আপনার রবেবর নিকট সুপারিশ করুন।

তিনি বলবেনঃ এ কাজের জন্য আমি নই। বরং তোমরা ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে যাও। কারণ, তিনি হলেন আল্লাহর খলীল। তখন তারা ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেনঃ আমি এ কাজের জন্য নই। তবে তোমরা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে যাও। কারণ তিনি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেছেন। তখন তারা মূসা (আলাইহিস সালাম)- এর কাছে আসবে। তিনি বলবেনঃ আমি তো এ কাজের জন্য নই। তোমরা 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে যাও। কারণ তিনিই আল্লাহর রূহ ও বাণী। তারা তখন 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেনঃ আমি তো এ কাজের জন্য নই। তোমরা বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যাও। এরপর তারা আমার কাছে আসবে। আমি বলব, আমিই এ কাজের জন্য। আমি তখন আমার রবেবর নিকট অনুমতি চাইব।

আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। আমাকে প্রশংসাসূচক বাক্য ইলহাম করা হবে যা দিয়ে আমি আল্লাহর প্রশংসা করব, যেগুলো এখন আমার জানা নেই। আমি সেসব প্রশংসা বাক্য দিয়ে প্রশংসা করব এবং সিজদায় পড়ে যাব। তখন আমাকে বলা হবে, ইয়া মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও। তুমি বল, তোমার কথা শোনা হবে। চাও, দেয়া হবে। সুপারিশ কর, গ্রহণ করা হবে। তখন আমি বলবো, হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মাত! আমার উম্মাত! বলা হবে, যাও, যাদের হৃদয়ে যবের দানা পরিমাণ ঈমান আছে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে দাও। আমি গিয়ে এমনই করব। তারপর আমি ফিরে আসব এবং পুনরায় সেসব প্রশংসা বাক্য দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা করবো এবং সিজদায় পড়ে যাবো।

তখন বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও। তোমার কথা শোনা হবে। চাও, দেয়া হবে। সুপারিশ কর, গ্রহণ করা হবে। তখনো আমি বলব, হে আমার রব! আমার উম্মাত! আমার উম্মাত! তখন বলা হবে, যাও, যাদের এক অণু কিংবা সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের কর। আমি গিয়ে তাই করব।

আমি আবার ফিরে আসব এবং সেসব প্রশংসা বাক্য দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করবো। আর সিজদায় পড়ে যাবো। আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও। বল, তোমার কথা শোনা হবে। চাও, দেয়া হবে। সুপারিশ কর, গ্রহণ করা হবে। আমি তখন বলবো, হে আমার রব, আমার উম্মাত! আমার উম্মাত! এরপর আল্লাহ্ বলবেন, যাও, যাদের অন্তরে সরিষার দানার চেয়েও অতি ক্ষুদ্র পরিমাণও ঈমান আছে, তাদেরকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আন। আমি যাবো এবং তাই করবো।

আমি চতুর্থবার ফিরে আসবো এবং সেসব প্রশংসা বাক্য দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করব এবং সিজদায় পড়ে যাবো।

তখন বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও। বল, তোমার কথা শোনা হবে। চাও, দেয়া হবে। শাফাআত কর, গ্রহণ করা হবে। আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তাদের সম্পর্কে শাফাআত করার অনুমতি দান কর, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলেছে। তখন আল্লাহ্ বলবেন, আমার ইয্যত, আমার পরাক্রম, আমার বড়ত্ব ও আমার মহত্ত্বের শপথ! যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলেছে, আমি অবশ্য অবশ্যই তাদের সবাইকে জাহান্নাম থেকে বের করব। [37]

রাসূল ﷺ কি হাশরের ময়দানে পাপের চিন্তায় পেরেশান থাকবেন?

আমাদের সমাজে এমন কিছু লোক আছে যাদের বিশ্বাস রাসূল ﷺ হাশরের ময়দানে পাপের চিন্তায় পেরেশান থাকবেন, মিজানের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবেন গোনাহ বেশী হয় না নেকী বেশি হয়। ওরা ভ্রান্তির মধ্যে আছে, আল্লাহ ওদেরকে হেদায়েত করুন। হাশরের ময়দানে রাসূল ﷺ পেরেশান থাকবেন উম্মতের চিন্তায়, নিজের পাপের চিন্তায় নয়। কারণ তাঁর কোনো পাপ নেই। দ্বিতীয়ত রাসূলের আমল ওজন হবে না, ওজন হবে উম্মতের আমল।

ওদের দলীল একটি জয়ীফ হাদিস, প্লাস এই হাদিসে সাধারণ ভাবে সকলের কথা বলা হয়েছে। রাসূলের ব্যাপারে খাস অন্য একাধিক সহীহ আছে। ওরা জয়ীফ হাদিসকে হাদিসই মানে না, অথচ রাসূল ﷺ কে পাপী সাব্যস্ত করার জন্য একটি সাধারণ এবং জয়ীফ হাদিসকে সহিহ হিসাবে উপস্থাপন করে।

[37] বুখারী ৭৫১০

ঐ জয়ীফ সাধারণ (আম) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদঃ

عَنْ عَائِشَةَ، : أَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارَ فَبَكَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " مَا يُبْكِيكِ " . قَالَتْ : ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ، فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " أَمَّا فِي ثَلاَثَةِ مَوَاطِنَ فَلاَ يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا : عِنْدَ الْمِيزَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيَخِفُّ مِيزَانُهُ أَوْ يَثْقُلُ، وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِينَ يُقَالُ ﴿هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ﴾ حَتَّى يَعْلَمَ أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ أَفِي يَمِينِهِ أَمْ فِي شِمَالِهِ أَمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، وَعِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَىْ جَهَنَّمَ " . ضعيف

আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) সূত্রে বর্ণিত। একদা তিনি জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কাঁদলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কাঁদছো কেন? তিনি বললেন, জাহান্নামের কথা স্মরণ হওয়ায় কাঁদছি। আপনি কিয়ামতের দিন আপনার পরিবারের কথা মনে রাখবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ অবশ্য তিনটি স্থান যেখানে কেউ কারো কথা স্মরণ রাখবে না। মিযানের নিকট, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জানতে পারবে তার আমলের পরিমাণ কম হবে না কি বেশী; আমলনামা প্রাপ্তির স্থান যখন বলা হবে, ''তোমার আমলনামা পাঠ করো'' (সূরা আল-হাক্কাহঃ ১৯); কেননা তখন সবাই পেরেশান থাকবে যে, তার আমলনামা ডান হাতে পাচ্ছে নাকি বাম হাতে পাচ্ছে নাকি পিছন দিক থেকে পাচ্ছে; আর পুলসিরাতের নিকট, যখন তা জাহান্নামের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হবে। [38]

রাসূলের ব্যাপারে খাস এবং সহিহ একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন ইমাম তিরমিযীঃ

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ **سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يَشْفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ " أَنَا فَاعِلٌ "** . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ قَالَ " اطْلُبْنِي أَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِي عَلَى الصِّرَاطِ " .

[38] আবু দাউদ ৪৭৫৫

قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ قَالَ " فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ " . قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيزَانِ قَالَ " فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْحَوْضِ فَإِنِّي لاَ أُخْطِئُ هَذِهِ الثَّلاَثَ الْمَوَاطِنَ "

صحيح

আনাস ইবনু মালিক (রাদ্বিয়াল্লাহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিবেদন করলাম যে, তিনি যেন কিয়ামত দিবসে আমার জন্য সুপারিশ করেন। তিনি বললেন, ঠিক আছে আমি সুপারিশ করব। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমি আপনাকে কোথায় খোঁজ করব? তিনি বললেন, তুমি সর্বপ্রথম আমাকে পুলসিরাতের সামনে খোঁজ করবে। আমি বললাম, পুলসিরাতে যদি আপনাকে না পাই? তিনি বললেন, তাহলে মীযানের ঐখানে খুঁজবে। আমি আবার বললাম, মীযানের ঐখানেও যদি আপনাকে না পাই? তিনি বললেন, তাহলে হাওযে কাওসারের সামনে খুঁজবে। আমি এ তিনটি জায়গার যে কোন একটিতে অবশ্যই উপস্থিত থাকব। [39]

রাসূল ﷺ শাফায়াত করবেন এ কথা হক্ব। রাসূলের ﷺ কাছে শাফায়াত প্রার্থনা করা জায়েজ বরং সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাত

আল্লাহ বলেন,

﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾

"অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে 'মাকামে মাহমূদ'-এ প্রতিষ্ঠিত করবেন। - সূরা ইসরা ৭৯

[39] তিরমিযী ২৪৩৩

মাকামে মাহমুদ হচ্ছে মাকামুশ শাফায়াহ, রাসূল ﷺ শাফায়াত করবেন এই আয়াত অকাট্য দলীল। এই আয়াতের তাফসীরে একটি কথা বলা হয় যে, আল্লাহ তাঁর হাবীবকে আরশে তাঁর পাশে বসাবেন, এই তাফসীর শুদ্ধ নয় এবং তা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা পরিপন্থী। কারণ তাতে আল্লাহর জন্য আরশে বসা সাব্যস্ত হয়ে যায়। মাক্বাম বসার জায়গা নয়, আল্লাহ বলেননি মাক্বআ'দাম মাহমুদা। ইবনু তাইমিয়া এই তাফসীর গ্রহণ করে আইম্মায়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সাথে বিরোধিতা করে আল্লাহর জন্য আরশে বসা সাব্যস্ত করেছেন। বিস্তারিত আমার কিতাবুল আকীদাতে (আদিল্লাহ হানাফিয়্যাহ ৪র্থ খন্ড) আমি উল্লেখ করেছি।

﴿يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلا﴾

"সেদিন কোনো শাফাআত উপকারে আসবে না, তবে যার জন্য দয়াময় আল্লাহ অনুমতি দেবেন এবং যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন (তার শাফাআতই উপকারী হবে)। – ত্বাহা ১০৯।

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾

"তিনি জানেন তাদের সামনে যা আছে এবং তাদের পেছনে যা আছে। আর তারা শুধু তারই জন্য শাফাআত করে, যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট। আর তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। - আম্বিয়া ২৮

বুখারীঃ ইবনু উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,

إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُثًا، كُلُّ أُمَّةٍ تَتْبَعُ نَبِيَّهَا، يَقُولُونَ يَا فُلاَنُ اشْفَعْ، حَتَّى تَنْتَهِيَ الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَلِكَ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ.

"নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন মানুষ হাঁটু গেড়ে বসে থাকবে। প্রত্যেক উম্মত তাদের নবীর অনুসরণ করবে। তারা বলবে, 'হে অমুক! আমাদের জন্য

শাফাআত করুন।' এভাবে শাফাআতের বিষয়টি শেষ পর্যন্ত নবী ﷺ এর নিকট পৌঁছবে। আর এটাই সেই দিন, যেদিন আল্লাহ তাঁকে 'মাকামে মাহমূদ'-এ প্রতিষ্ঠিত করবেন।" [40]

বুখারীঃ আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " يُحْبَسُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُهِمُّوا بِذَلِكَ فَيَقُولُونَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيُرِيحُنَا مِنْ مَكَانِنَا. فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَىْءٍ، لِتَشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، قَالَ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ . قَالَ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ أَكْلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا .وَلَكِنِ ائْتُوا نُوحًا أَوَّلَ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ. فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ . وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ سُؤَالَهُ رَبَّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ . وَلَكِنِ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ. قَالَ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ .وَيَذْكُرُ ثَلاَثَ كَلِمَاتٍ كَذَبَهُنَّ .وَلَكِنِ ائْتُوا مُوسَى عَبْدًا آتَاهُ اللَّهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا. قَالَ فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ . وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ قَتْلَهُ النَّفْسَ .وَلَكِنِ ائْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَرُوحَ اللَّهِ وَكَلِمَتَهُ. قَالَ فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلَكِنِ ائْتُوا مُحَمَّدًا ﷺ عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. فَيَأْتُونِي فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي فَيَقُولُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَ .قَالَ .فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأُثْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ". قَالَ قَتَادَةُ وَسَمِعْتُهُ أَيْضًا يَقُولُ "

[40] বুখারী ৪৭১৮

فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يَقُولُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَ. قَالَ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأُثْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ. قَالَ. ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ". قَالَ قَتَادَةُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ " فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِثَةَ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يَقُولُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ. قَالَ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأُثْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ. قَالَ. ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ". قَالَ قَتَادَةُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ " فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، **حَتَّى مَا يَبْقَى فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَىْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ. قَالَ. ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾** قَالَ وَهَذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي وُعِدَهُ نَبِيُّكُمْ ﷺ ".

নবী ﷺ বলেছেনঃ ঈমানদারদেরকে কিয়ামতের দিন আবদ্ধ করে রাখা হবে। অবশেষে তারা অস্থির হয়ে যাবে এবং বলবে, আমরা যদি আমাদের রবের নিকট কারো দ্বারা শাফাআত করাই যিনি আমাদের স্বস্তি দান করেন। তারপর তারা আদম (عليه السلام)-এর কাছে এসে বলবে, আপনিই তো সে আদম, যিনি মনুষ্য জাতির পিতা, স্বয়ং আল্লাহ্ আপন হাত দিয়ে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। আপনাকে বসবাসের সুযোগ দিয়েছেন তাঁর জান্নাতে, ফেরেশতাদের দিয়ে আপনাকে সিজদা করিয়েছেন এবং আপনাকে সব জিনিসের নাম শিক্ষা দিয়েছেন। আমাদের এ জায়গা থেকে মুক্তি লাভের জন্য আপনার সেই রবের কাছে শাফাআত করুন।

তখন আদম (عليه السلام) বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। নবী ﷺ বলেন : এরপর তিনি নিষেধকৃত গাছের ফল খাওয়ার ভুলের কথাটি উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন, বরং তোমরা নূহ (عليه السلام)-এর কাছে যাও, যিনি পৃথিবীবাসীদের জন্য প্রেরিত নবীগণের মধ্যে প্রথম নবী। তারপর তারা নূহ্ (عليه السلام)-এর কাছে এলে তিনি তাদেরকে বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। আর তিনি না জেনে তাঁর রবের কাছে প্রার্থনার ভুলের কথাটি উল্লেখ করবেন এবং বলবেন বরং তোমরা রাহমানের একনিষ্ঠ বন্ধু ইবরাহীমের কাছে যাও।

নবী ﷺ বলেনঃ অতঃপর তারা ইবরাহীম (عليه السلام)-এর কাছে আসবে। তখন ইবরাহীম (عليه السلام) বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। আর তিনি এমন তিনটি কথা উল্লেখ করবেন যেগুলো আসল ব্যাপারের উল্টো ছিল। পরে বলবেন, তোমরা বরং মূসা (عليه السلام)-এর কাছে যাও তিনি আল্লাহর এমন এক বান্দা যাঁকে আল্লাহ্ তাওরাত দিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন এবং গোপন কথাবার্তার মাধ্যমে তাঁকে নৈকট্য দান করেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেনঃ সবাই তখন মূসা (عليه السلام)-এর কাছে আসবে। তিনি ওবলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। এবং তিনি হত্যার ভুলের কথা উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন, তোমরা বরং 'ঈসা (عليه السلام)-এর কাছে যাও। যিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর রূহ ও বাণী।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেনঃ তারা সবাই তখন 'ঈসা (عليه السلام)-এর কাছে আসবে। 'ঈসা (عليه السلام) বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। তিনি বলবেন, তোমরা বরং মুহাম্মাদ ﷺ এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহর এমন এক বান্দা যাঁর আগের ও পরের ভুল তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেনঃ তখন তারা আমার কাছে আসবে। আমি তখন আমার রবের কাছে তাঁর নিকট হাযির হবার অনুমতি চাইব। আমাকে তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। তাঁর দর্শন লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমি সিজদায় পড়ে যাবো। তিনি আমাকে সে হালতে যতক্ষণ চাইবেন রাখবেন।

অতঃপর আল্লাহ্ বলবেন, মুহাম্মাদ! মাথা ওঠান; বলুন, আপনার কথা শোনা হবে, শাফাআত করুন, কবূল করা হবে, চান, আপনাকে দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তখন আমি আমার মাথা ওঠাবো। তারপর আমি আমার প্রতিপালকের এমন স্তব ও স্তুতি করবো যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দেবেন। অতঃপর আমি সুপারিশ করবো, তবে আমার জন্য একটা সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। 'আমি বের হয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। বর্ণনাকারী ক্বাতাদাহ (রহ.) বলেন, আমি আনাস (রাঃ)-কে এ কথাও বলতে শুনেছি যে, আমি বের হবো এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করবো এবং জান্নাতে প্রবেশ করাব। তারপর আমি ফিরে এসে আমার প্রতিপালকের নিকট হাযির হওয়ার অনুমতি চাইব। আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। আমি তাঁকে দেখার পর সিজদায় পড়ে যাব। আল্লাহ্ যতক্ষণ চাইবেন, আমাকে সে হালাতে রাখবেন। তারপর বলবেন, মুহাম্মাদ! মাথা উঠান। বলুন, শোনা হবে, শাফা'আত করুন, কবূল করা হবে, চান, দেয়া হবে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেনঃ তারপর আমি আমার মাথা উঠাবো। আমার রবের এমন স্তব ও স্তুতি করব, যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দিবেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ এরপর আমি শাফাআত করব, আমার জন্য একটা সীমা নির্দিষ্ট করা হবে। আমি বের হয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। বর্ণনাকারী ক্বাতাদাহ (রহ.) বলেন, আমি আনাস (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, নবী ﷺ বলেছেনঃ তখন আমি বের হব এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করব এবং জান্নাতে প্রবেশ করাব। তারপর তৃতীয়বারের মত ফিরে আসব এবং আমার রবের নিকট প্রবেশ করার অনুমতি চাইব। আমাকে

অনুমতি দেয়া হবে। আমি তাকে দেখার পর সিজদায় পড়ে যাব। আল্লাহ্ আমাকে সে হালাতে রাখবেন, যতক্ষণ চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ বলবেন, মুহাম্মাদ! মাথা উঠান এবং বলুন, শোনা হবে, সুপারিশ করুন, কবূল করা হবে, চান, দেয়া হবে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেনঃ আমি মাথা উঠিয়ে আমার রবের এমন স্তব ও স্তুতি করব, যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দেবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ এরপর আমি শাফাত করব, আমার জন্য একটা সীমা নির্দিষ্ট করা হবে। তারপর আমি বের হয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। বর্ণনাকারী ক্বাতাদাহ (রহ.) বলেন, আমি আনাস (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, নবী ﷺ বলেছেনঃ আমি সেখান থেকে বের হয়ে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাব। অবশেষে জাহান্নামে বাকী থাকবে কেবল তারা, কুরআন যাদেরকে আটকে রেখেছে। অর্থাৎ যাদের ওপর জাহান্নামের চিরবাস ওয়াজিব হয়ে পড়েছে। আনাস (রাঃ) বলেন, তিনি কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেনঃ ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ ''শীঘ্রই তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসিত স্থানে উন্নীত করবেন''- (সূরাহ ইসরা ১৭/৭৯) এবং তিনি বললেন এটিই হচ্ছে, তোমাদের নবী ﷺ এর জন্য প্রতিশ্রুত 'মাকামে মাহমূদ'। [41]

শাফায়াত আমাকে দান করা হয়েছে

বুখারী ও মুসলিমঃ জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ،

[41] বুখারী ৭৪৪০।

وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً متفق عليه

নবী ﷺ বলেছেনঃ "আমাকে পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কাউকে দেওয়া হয়নি—

১. আমাকে এক মাসের পথ দূরত্ব পর্যন্ত শত্রুর অন্তরে ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে সাহায্য করা হয়েছে।

২. সমগ্র জমিনকে আমার জন্য মসজিদ ও পবিত্রতার মাধ্যম করা হয়েছে। অতএব, আমার উম্মতের যে ব্যক্তির নামাজের সময় হবে, সে যেন সেখানেই নামাজ আদায় করে।

৩. আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কারও জন্য হালাল ছিল না।

৪. আমাকে শাফাআত দান করা হয়েছে।

৫. পূর্ববর্তী নবীগণ কেবল তাদের নিজ নিজ জাতির জন্য প্রেরিত হতেন, আর আমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।" [42]

আমার দোয়া শাফাআত হিসেবে সংরক্ষণ করে রেখেছি

বুখারীঃ আবু হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে

" لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، فَأُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ".

নবী ﷺ বলেছেনঃ "প্রত্যেক নবীর একটি বিশেষ দো'আ থাকে (যা অবশ্যই কবুল হয়)। আর আমি ইচ্ছা করেছি—আল্লাহ চাইলে—আমার সেই

[42] বুখারী ৩৩৫, ৪৩৮ মুসলিম ৫২১

দো'আকে কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের জন্য শাফাআত হিসেবে সংরক্ষণ করে রাখতে।" [43]

মুসলিমঃ আবু হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا فَيُسْتَجَابُ لَهُ فَيُؤْتَاهَا وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

নবী ﷺ বলেছেনঃ "প্রত্যেক নবীর একটি করে মকবুল হওয়া দো'আ রয়েছে। তিনি তা করেন, অতঃপর তা কবুল করা হয় এবং তাকে তা প্রদান করা হয়। আর আমি আমার সেই দো'আকে কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের জন্য শাফাআত হিসেবে সংরক্ষণ করে রেখেছি।" [44]

ইমাম আবূ হানীফা বলেন,

وَشَفَاعَةُ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَقٌّ، وَشَفَاعَةُ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ الْمُذْنِبِيْنَ وَلِأَهْلِ الكَبَائِرِ مِنْهُمُ الْمُسْتَوْجِبِيْنَ العِقَابَ حَقٌّ ثَابِتٌ.

"নবীগণের শাফাআত সত্য। আর আমাদের নবী ﷺ-এর শাফাআত গুনাহগার মুমিনদের জন্য এবং তাদের মধ্যকার কবীরা গুনাহে লিপ্ত, শাস্তির উপযুক্ত ব্যক্তিদের জন্যও সত্য ও প্রমাণিত।" [45]

ইমাম তাহাবী বলেন

وَالشَّفَاعَةُ الَّتِي ادَّخَرَهَا لَهُمْ حَقٌّ كَمَا رُوِيَ فِي الأخبار

[43] বুখারী ৭৪৭৪

[44] মুসলিম ১৯৯

[45] আল-ফিক হুল আকবার

"আর সেই শাফাআত, যা তিনি (রাসূল ﷺ) তাদের জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন, তা সত্য; যেমনটি হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে।" [46]

রাসূলের ﷺ কাছে শাফায়াত প্রার্থনা করা সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাত

ইমাম তিরমিযী সহিহ সনদেঃ আনাস বিন মালিক

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يَشْفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ " أَنَا فَاعِلٌ " . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ قَالَ " اطْلُبْنِي أَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِي عَلَى الصِّرَاطِ " . قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ قَالَ " فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ " . قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيزَانِ قَالَ " فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْحَوْضِ فَإِنِّي لاَ أُخْطِئُ هَذِهِ الثَّلاَثَ الْمَوَاطِنَ "

আনাস ইবনু মালিক (রাদ্বিয়াল্লাহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিবেদন করলাম যে, তিনি যেন কিয়ামত দিবসে আমার জন্য সুপারিশ করেন। তিনি বললেন, ঠিক আছে আমি সুপারিশ করব। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমি আপনাকে কোথায় খোঁজ করব? তিনি বললেন, তুমি সর্বপ্রথম আমাকে পুলসিরাতের সামনে খোঁজ করবে। আমি বললাম, পুলসিরাতে যদি আপনাকে না পাই? তিনি বললেন, তাহলে মীযানের ঐখানে খুঁজবে। আমি আবার বললাম, মীযানের ঐখানেও যদি আপনাকে না পাই? তিনি বললেন, তাহলে হাওযে কাওসারের সামনে

[46] আকীদা তাহাবিয়্যাহ

খুঁজবে। আমি এ তিনটি জায়গার যে কোন একটিতে অবশ্যই উপস্থিত থাকব। [47]

রাবিআ'হ ইবনু কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

সহিহ মুসলিমঃ

عن رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الأَسْلَمِيِّ قَالَ كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي " سَلْ " . فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ . قَالَ " أَوَغَيْرَ ذَلِكَ " . قُلْتُ هُوَ ذَاكَ . قَالَ " فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ

রাবী'আ ইবন কা'ব আল-আসলামী رضي الله عنه বলেনঃ

"আমি রাসূল ﷺ এর সঙ্গে রাত যাপন করতাম। একদিন আমি তাঁর জন্য ওযুর পানি ও প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে আসলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'চাও (কি চাও বলো)।'

আমি বললাম, 'আমি আপনার কাছে জান্নাতে আপনার সঙ্গ কামনা করি।'

তিনি বললেন, 'আর কিছু?'

আমি বললাম, 'এটাই।'

তখন তিনি বললেন, 'তাহলে অধিক সিজদার মাধ্যমে (অর্থাৎ বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করে) তোমার নিজের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করো।" [48]

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন,

---

[47] তিরমিযী ২৪৩৩

[48] মুসলিম ৪৮৯

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ :كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَقُومُ لَهُ فِي حَوَائِجِهِ نَهَارِي، أَجْمَعَ حَتَّى يُصَلِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَأَجْلِسَ بِبَابِهِ، إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ أَقُولُ :لَعَلَّهَا أَنْ تَحْدُثَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حَاجَةٌ فَمَا أَزَالُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ " :سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، حَتَّى أَمَلَّ فَأَرْجِعَ، أَوْ تَغْلِبَنِي عَيْنِي فَأَرْقُدَ، قَالَ :فَقَالَ لِي يَوْمًا لِمَا يَرَى مِنْ خِفَّتِي لَهُ، وَخِدْمَتِي إِيَّاهُ " :سَلْنِي يَا رَبِيعَةُ أُعْطِكَ" ، قَالَ :فَقُلْتُ: أَنْظُرُ فِي أَمْرِي يَا رَسُولَ اللهِ ثُمَّ أُعْلِمُكَ ذَلِكَ، قَالَ :فَفَكَّرْتُ فِي نَفْسِي فَعَرَفْتُ أَنَّ الدُّنْيَا مُنْقَطِعَةٌ زَائِلَةٌ، وَأَنَّ لِي فِيهَا رِزْقًا سَيَكْفِينِي وَيَأْتِينِي، قَالَ :فَقُلْتُ: أَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِآخِرَتِي فَإِنَّهُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْمَنْزِلِ الَّذِي هُوَ بِهِ، قَالَ :فَجِئْتُ فَقَالَ " :مَا فَعَلْتَ يَا رَبِيعَةُ؟" ، قَالَ :فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، **أَسْأَلُكَ أَنْ تَشْفَعَ لِي إِلَى رَبِّكَ فَيُعْتِقَنِي مِنَ النَّارِ**، قَالَ :فَقَالَ " :مَنْ أَمَرَكَ بِهَذَا يَا رَبِيعَةُ؟" ، قَالَ :فَقُلْتُ: لَا وَاللهِ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَمَرَنِي بِهِ أَحَدٌ، وَلَكِنَّكَ لَمَّا قُلْتَ سَلْنِي أُعْطِكَ وَكُنْتَ مِنَ اللهِ بِالْمَنْزِلِ الَّذِي أَنْتَ بِهِ نَظَرْتُ فِي أَمْرِي، وَعَرَفْتُ أَنَّ الدُّنْيَا مُنْقَطِعَةٌ وَزَائِلَةٌ وَأَنَّ لِي فِيهَا رِزْقًا سَيَأْتِينِي فَقُلْتُ: أَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِآخِرَتِي، قَالَ :فَصَمَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ لِي " :**إِنِّي فَاعِلٌ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ**

রাবী'আ ইবন কা'ব رضي الله عنه বলেনঃ

"আমি রাসূল ﷺ এর খিদমত করতাম এবং দিনের বেলায় তাঁর বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণে নিয়োজিত থাকতাম। আমি অপেক্ষা করতাম যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ ﷺ এশার সালাত আদায় করতেন। এরপর আমি তাঁর ঘরের দরজার কাছে বসে থাকতাম এবং মনে মনে বলতাম, 'হয়তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো প্রয়োজন হতে পারে।'

আমি ক্রমাগত তাঁকে বলতে শুনতামঃ

'سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ'
(আল্লাহ পবিত্র, আল্লাহ পবিত্র, আল্লাহ পবিত্র এবং তাঁরই সমস্ত প্রশংসা)।
এভাবে শুনতে শুনতে কখনো ক্লান্ত হয়ে ফিরে যেতাম, অথবা ঘুম আমাকে আচ্ছন্ন করত।
একদিন তিনি আমার সেবার তৎপরতা দেখে বললেনঃ 'হে রাবী'আ! চাও, আমি তোমাকে দান করব।'
আমি বললামঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার বিষয় নিয়ে একটু চিন্তা করি, তারপর আপনাকে জানাব।'
আমি চিন্তা করে বুঝলাম, দুনিয়া তো ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল। এখানে আমার যে রিজিক নির্ধারিত আছে, তা তো আমার কাছে আসবেই। তাই আমি ভাবলাম, আমার আখিরাতের জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রার্থনা করব; কারণ আল্লাহর নিকট তাঁর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।
অতঃপর আমি এসে বললামঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি চাই আপনি আপনার রবের নিকট আমার জন্য শাফাআত করুন, যেন তিনি আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন।'
তিনি বললেনঃ 'হে রাবী'আ! তোমাকে এ কথা কে শিখিয়েছে?'
আমি বললামঃ 'সেই আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! এ কথা আমাকে কেউ শেখায়নি। তবে আপনি যখন বললেন "চাও, আমি দেব", আর আল্লাহর কাছে আপনার যে মর্যাদা রয়েছে তা আমি জানি—তখন আমি আমার বিষয় নিয়ে চিন্তা করলাম এবং বুঝলাম দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। তাই আমি আমার আখিরাতের জন্য আপনার কাছে প্রার্থনা করেছি।'

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দীর্ঘক্ষণ নীরব থাকলেন। এরপর বললেনঃ 'আমি তা করব। তবে তুমি অধিক সিজদার মাধ্যমে (অর্থাৎ বেশি বেশি সালাত আদায় করে) তোমার নিজের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করো।'' [49]

আরো অনেক হাদিস আছে, ভিন্ন ভিন্ন সাহাবী রাসূলের কাছে শাফায়াত প্রার্থনা করেছেন, আমি আমার কিতাবুল আকীদাতে বিস্তারিত উল্লেখ করেছি। এখানে আরেকটি হাদিস উল্লেখ করছি।

সাহাবীগণ رضي الله عنهم বললেনঃ

''আমরা আল্লাহর কসম দিয়ে এবং আপনার সাহচর্যের অধিকার স্মরণ করিয়ে আপনাকে অনুরোধ করছি—আপনি যেন আমাদেরকে আপনার শাফাআতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

روى أحمد بسند صحيح عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ :عَرَّسَ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَرَشَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا ذِرَاعَ رَاحِلَتِهِ، قَالَ :فَانْتَهَيْتُ إِلَى بَعْضِ الْإِبِلِ، فَإِذَا نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْسَ قُدَّامَهَا أَحَدٌ قَالَ :فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَإِذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ قَائِمَانِ، قُلْتُ :أَيْنَ رَسُولُ اللهِ؟ قَالَا :مَا نَدْرِي غَيْرَ أَنَّا سَمِعْنَا صَوْتًا بِأَعْلَى الْوَادِي، فَإِذَا مِثْلُ هَزِيزِ الرَّحْلِ قَالَ :امْكُثُوا يَسِيرًا، ثُمَّ جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ " :إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي، فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ، وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ " فَقُلْنَا: نَنْشُدُكَ اللهَ، وَالصُّحْبَةَ لَمَا جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ قَالَ " :فَإِنَّكُمْ مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِي " قَالَ: فَأَقْبَلْنَا مَعَانِيقَ إِلَى النَّاسِ،

[49] মুসনাদ আহমাদ ২৭/১১৯ হা ১৬৫৭৯

فَإِذَا هُمْ قَدْ فَزِعُوا، وَفَقَدُوا نَبِيَّهُمْ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " :إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ مِنْ رَبِّي آتٍ، فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، وَإِنِّي اخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ **قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ، نَنْشُدُكَ اللهَ وَالصُّحْبَةَ لَمَا جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ** ".قَالَ :فَلَمَّا أَضَبُّوا عَلَيْهِ قَالَ " :فَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنَّ شَفَاعَتِي لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا مِنْ أُمَّتِي"

ইমাম আহমাদ রহ. সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন, আওফ ইবন মালিক আল-আশজাঈ رضي الله عنه বলেনঃ

"এক রাতে রাসূল ﷺ আমাদের নিয়ে এক স্থানে রাতযাপন করলেন। আমাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ বাহনের পাশে শুয়ে পড়ল। আমি কিছু উটের দিকে গিয়ে দেখি, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উষ্ট্রীর সামনে কেউ নেই। তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খুঁজতে বের হলাম। দেখি মু'আয ইবন জাবাল ও আবদুল্লাহ ইবন কায়স رضي الله عنهما দাঁড়িয়ে আছেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ কোথায়?'

তাঁরা বললেন, 'আমরা জানি না। তবে উপত্যকার উঁচু দিক থেকে একটি শব্দ শুনেছি।'

এরপর যেন হাওদার শব্দের মতো আওয়াজ হলো। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে এসে বললেনঃ

'আজ রাতে আমার রবের পক্ষ থেকে একজন আগমনকারী এসেছিলেন। তিনি আমাকে এ দুটির মধ্যে একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছেন—আমার উম্মতের অর্ধেককে সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করানো, অথবা শাফাআত। আর আমি শাফাআতকে বেছে নিয়েছি।'

তখন আমরা বললামঃ

'আমরা আল্লাহর কসম দিয়ে এবং আপনার সাহচর্যের অধিকার স্মরণ করিয়ে অনুরোধ করছি—আমাদেরকে যেন আপনার শাফাআতের অন্তর্ভুক্ত করেন।'

তিনি বললেনঃ

'তোমরা অবশ্যই আমার শাফাআতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।'

এরপর আমরা দ্রুত মানুষের দিকে ফিরে গেলাম। দেখি তারা বিচলিত হয়ে পড়েছে এবং তাদের নবীকে খুঁজছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার বললেনঃ

'আজ রাতে আমার রবের পক্ষ থেকে একজন আগমনকারী এসেছিলেন। তিনি আমাকে এ দুটির মধ্যে একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছেন— আমার উম্মতের অর্ধেক জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথবা শাফাআত। আর আমি শাফাআতকে বেছে নিয়েছি।'

তখন সাহাবীগণ বললেনঃ

'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আল্লাহর কসম দিয়ে এবং আপনার সাহচর্যের অধিকার স্মরণ করিয়ে অনুরোধ করছি—আমাদেরকে আপনার শাফাআতের অন্তর্ভুক্ত করুন।'

যখন তারা বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন, তখন তিনি বললেনঃ

'আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি যে, আমার শাফাআত আমার উম্মতের সেই ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক করবে না।'' [50]

وفي رو اية: فَقُلْنَا: نُذَكِّرُكَ اللهَ وَالصُّحْبَةَ إِلَّا جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ قَالَ "**:أَنْتُمْ** مِنْهُمْ" ، ثُمَّ مَضَيْنَا، فَيَجِيءُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، فَيُخْبِرُهُمْ بِالَّذِي أَخْبَرَنَا بِهِ فَيُذَكِّرُونَهُ اللهَ وَالصُّحْبَةَ إِلَّا جَعَلَهُمْ مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِهِ فَيَقُولُ "**:**فَإِنَّكُمْ مِنْهُمْ" حَتَّى انْتَهَى النَّاسُ، فَأَضَبُّوا عَلَيْهِ وَقَالُوا :اجْعَلْنَا مِنْهُمْ .قَالَ "**:**فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنَّهَا لِمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا"

আরেক বর্ণনায় এসেছে— আমরা বললামঃ

[50] মুসনাদ আহমাদ, হাদিস ২৪০০২।

"আমরা আল্লাহর কসম দিয়ে এবং আপনার সাহচর্যের অধিকার স্মরণ করিয়ে অনুরোধ করছি, আপনি যেন আমাদেরকে আপনার শাফাআতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেন।"

তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ "**তোমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত।**"

এরপর আমরা চলে গেলাম। পরে এক একজন করে লোক আসতে লাগল, কেউ একা, কেউ দু'জন। আমরা যেভাবে সংবাদ পেয়েছিলাম, তারাও সেই সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহর কসম ও সাহচর্যের কথা স্মরণ করিয়ে বলতঃ

"আমাদেরকেও যেন আপনার শাফাআতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেন।"

তখন তিনি বলতেনঃ

"তোমরাও তাদের অন্তর্ভুক্ত।"

এভাবে মানুষ ক্রমাগত আসতে লাগল এবং তাঁকে ঘিরে ধরল। তারা বললঃ "আমাদেরকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।"

তখন তিনি বললেনঃ

"আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি যে, এই শাফাআত আমার উম্মতের সেই ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক না করে মৃত্যুবরণ করবে।" [51]

[51] মুসনাদ আহমাদ ২৩৯৭৭।

রাসূলের ﷺ ওয়াসীলা নেয়া জায়েজ

জন্ম ও নবুওয়াত ঘোষনার আগে

আল্লামা ইবনু তাইমিয়া উল্লেখ করেন,

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَصَابَ آدَمَ الْخَطِيئَةَ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ يَا رَبِّ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ إِلَّا غَفَرْتَ لِي فَأَوْحَى إِلَيْهِ وَمَا مُحَمَّدٌ؟ وَمَنْ مُحَمَّدٌ؟ فَقَالَ :يَا رَبِّ إِنَّك لَمَّا أَتْمَمْت خَلْقِي رَفَعْت رَأْسِي إِلَى عَرْشِك فَإِذَا عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَعَلِمْت أَنَّهُ أَكْرَمُ خَلْقِك عَلَيْك؛ إذْ قَرَنْت اسْمَهُ مَعَ اسْمِك .فَقَالَ :نَعَمْ قَدْ غَفَرْت لَك وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِّيَّتِك وَلَوْلَاهُ مَا خَلَقْتُك {فَهَذَا الْحَدِيثُ يُؤَيِّدُ الَّذِي قَبْلَهُ وَهُمَا كَالتَّفْسِيرِ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ.

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

"যখন আদম আলাইহিস সালাম "ভুল"[52] করেছিলেন, তখন তিনি মাথা উঠিয়ে বললেনঃ

'হে আমার রব! মুহাম্মদ ﷺ র হকের ওসিলায় আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

তখন আল্লাহ তাঁর প্রতি ওহী পাঠালেনঃ

'মুহাম্মদ কে? আর তুমি মুহাম্মদকে কীভাবে চিনলে?'

আদম আলাইহিস সালাম বললেনঃ

'হে আমার রব! আপনি যখন আমার সৃষ্টি পূর্ণ করলেন, তখন আমি মাথা উঠিয়ে আপনার আরশের দিকে তাকালাম। সেখানে লেখা দেখলামঃ

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।"

তখন আমি বুঝলাম, আপনার সৃষ্টির মধ্যে তিনিই আপনার নিকট সবচেয়ে সম্মানিত; কারণ আপনি তাঁর নামকে আপনার নামের সঙ্গে যুক্ত করেছেন।'

---

[52] এই কথা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ, কারণ নবীগণ মাসুম।

তখন আল্লাহ বললেনঃ

'হ্যাঁ, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। তিনি তোমার বংশধরদের মধ্যে সর্বশেষ নবী। আর যদি তিনি না হতেন, তবে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।"

(ইবনু তাইমিয়া বলেন) "এই হাদীসটি পূর্ববর্তী হাদীসকে সমর্থন করে এবং উভয়টিই সহীহ হাদীসসমূহের ব্যাখ্যার ন্যায়।" [53]

ইহুদীরা রাসূলের ওয়াসীলায় সাহায্য প্রার্থনা করতঃ

আল্লাহ বলেন,

﴿وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾

"আর এর পূর্বে তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয় কামনা করত।"

— সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৮৯

তাফসীরে উল্লেখ আছে, ইয়াহূদীরা শেষ নবীর আগমনের পূর্বে তাঁর ওসিলা ও বরকতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট দো'আ করে শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য ও বিজয় কামনা করত।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে আছে

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ قَبْلَ مَبْعَثِهِ، فَلَمَّا بَعَثَهُ اللهُ مِنَ الْعَرَبِ كَفَرُوا بِهِ، وَجَحَدُوا مَا كَانُوا يَقُولُونَ فِيهِ. فَقَالَ لَهُمْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَبِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ، أَخُو بَنِي سَلِمَةَ: يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ، اتَّقُوا اللهَ وَأَسْلِمُوا، فَقَدْ كُنْتُمْ تَسْتَفْتِحُونَ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَنَحْنُ أَهْلُ شِرْكٍ، وَتُخْبِرُونَنَا بِأَنَّهُ مَبْعُوثٌ، وَتَصِفُونَهُ لَنَا بِصِفَتِهِ.

يَسْتَنْصِرُونَ بِخُرُوجِ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى مُشْرِكِي الْعَرَبِ، يَعْنِي بِذَلِكَ أَهْلَ الْكِتَابِ، فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَرَأَوْهُ مِنْ غَيْرِهِمْ كَفَرُوا بِهِ وَحَسَدُوهُ.

[53] মাজমুউল ফাতাওয়া ২/১৫১।

وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَسْتَنْصِرُ بِمُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى مُشْرِكِي الْعَرَبِ، يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ ابْعَثْ هَذَا النَّبِيَّ الَّذِي نَجِدُهُ مَكْتُوبًا عِنْدَنَا حَتَّى نُعَذِّبَ الْمُشْرِكِينَ وَنَقْتُلَهُمْ. فَلَمَّا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا ﷺ، وَرَأَوْا أَنَّهُ مِنْ غَيْرِهِمْ، كَفَرُوا بِهِ حَسَدًا لِلْعَرَبِ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ يَهُودَ خَيْبَرَ اقْتَتَلُوا فِي زَمَانِ الْجَاهِلِيَّةِ مَعَ غَطَفَانَ، فَهَزَمَتْهُمْ غَطَفَانُ، فَدَعَا الْيَهُودُ عِنْدَ ذَلِكَ، فَقَالُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي وَعَدْتَنَا بِإِخْرَاجِهِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، إِلَّا نَصَرْتَنَا عَلَيْهِمْ. قَالَ: فَنُصِرُوا عَلَيْهِمْ.

হযরত ইবন আব্বাস رضي الله عنهما বলেনঃ

ইয়াহূদীরা নবী ﷺ-এর আগমনের পূর্বে আওস ও খাযরাজ গোত্রের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওসিলায় বিজয় কামনা করত। কিন্তু যখন আল্লাহ তাঁকে আরবদের মধ্য থেকে প্রেরণ করলেন, তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করল এবং তাঁর সম্পর্কে পূর্বে যা বলত তা অস্বীকার করে বসল।

তখন মু'আয ইবন জাবাল এবং বনী সালামার ভাই বিশর ইবন বারা ইবন মা'রূর তাদের বললেনঃ

"হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! আল্লাহকে ভয় করো এবং ইসলাম গ্রহণ করো। তোমরা তো আমাদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদ ﷺ-এর ওয়াসীলায় বিজয় কামনা করতে, অথচ আমরা ছিলাম মুশরিক। তোমরা আমাদের বলতে যে তিনি প্রেরিত হবেন এবং তাঁর বৈশিষ্ট্যও আমাদের কাছে বর্ণনা করতে।"

অর্থাৎ আহলে কিতাবগণ মুশরিক আরবদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদ ﷺ-এর আগমনের ওয়াসীলায় সাহায্য কামনা করত। কিন্তু যখন মুহাম্মদ ﷺ প্রেরিত হলেন এবং তারা দেখল যে তিনি তাদের মধ্য থেকে নন, তখন তারা তাঁর প্রতি কুফরি করল এবং আরবদের প্রতি হিংসাবশত তাঁকে অস্বীকার করল।

আবুল আলিয়া رحمه الله বলেনঃ

ইয়াহূদীরা মুশরিক আরবদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদ ﷺ-এর ওয়াসীলায় সাহায্য প্রার্থনা করত। তারা বলতঃ

"হে আল্লাহ! সেই নবীকে প্রেরণ করুন, যাঁকে আমরা আমাদের কিতাবে লিখিত অবস্থায় পাই, যেন আমরা তাঁর ওয়াসীলায় মুশরিকদের শাস্তি দিতে ও হত্যা করতে পারি।"

কিন্তু যখন আল্লাহ মুহাম্মদ ﷺ-কে প্রেরণ করলেন এবং তারা দেখল যে তিনি তাদের মধ্য থেকে নন, তখন আরবদের প্রতি হিংসাবশত তারা তাঁকে অস্বীকার করল, অথচ তারা জানত যে তিনিই আল্লাহর রাসূল ﷺ।

আর ইবন আব্বাস رضي الله عنهما থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, জাহেলিয়াত যুগে খাইবারের ইয়াহূদীরা গাতাফান গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করত। গাতাফান তাদের পরাজিত করল। তখন ইয়াহূদীরা দো'আ করে বললঃ

"হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে সেই উম্মী নবীর হকের ওসিলায় প্রার্থনা করছি, যাঁকে আপনি শেষ যুগে প্রেরণের ওয়াদা করেছেন—আপনি আমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করুন।"

বর্ণনাকারী বলেনঃ

অতঃপর তারা তাদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করল।

রাসূলের জীবদ্দশায় ওফাতের আগে

সাহাবায়ে কেরাম রাসূলের ওয়াসীলা নিতেন

ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন,

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. رضى الله عنه. كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا. قَالَ فَيُسْقَوْنَ.

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেনঃ

"যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিত, তখন উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র ওয়াসীলা নিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন। তিনি বলতেনঃ

'হে আল্লাহ! আমরা পূর্বে আপনার নিকট আমাদের নবী ﷺ কে ওসিলা করে প্রার্থনা করতাম, ফলে আপনি আমাদের বৃষ্টি দান করতেন। আর এখন আমরা আপনার নিকট আমাদের নবীর চাচাকে ওসিলা করে প্রার্থনা করছি; অতএব আমাদের বৃষ্টি দান করুন।'

বর্ণনাকারী বলেনঃ 'অতঃপর তাদের বৃষ্টি দেওয়া হতো।" [54]

রাসূল নিজে তাঁর ওয়াসীলা নিতে শিক্ষা দিয়েছেন

উসমান বিন হুনাইফ থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত

أَنَّ رَجُلاً، ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ . فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ يُعَافِيَنِي . فَقَالَ " إِنْ شِئْتَ أَخَّرْتُ لَكَ وَهُوَ خَيْرٌ وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ " . فَقَالَ ادْعُهُ . فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ " .

এক অন্ধ ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেনঃ

"আপনি আল্লাহর নিকট দো'আ করুন, যেন তিনি আমাকে সুস্থতা দান করেন।"

নবী ﷺ বললেনঃ "তুমি চাইলে আমি তোমার জন্য দো'আকে বিলম্বিত করতে পারি, আর সেটাই তোমার জন্য উত্তম। আর চাইলে আমি দো'আ করব।"

লোকটি বললঃ "আপনি দো'আ করুন।"

তখন নবী ﷺ তাকে নির্দেশ দিলেন যেন সে উত্তমভাবে ওযু করে, দুই রাকাত সালাত আদায় করে এবং এই দো'আ পড়েঃ

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى، اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ"

[54] বুখারী ১০১০।

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি এবং রহমতের নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর মাধ্যমে আপনার দিকে মুখ করছি। হে মুহাম্মদ! আমি আমার এই প্রয়োজন পূরণের জন্য আপনাকে আমার রবের নিকট ওসিলা করেছি। হে আল্লাহ! তাঁর শাফাআত আমার ব্যাপারে কবুল করুন।"

বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি এভাবে দো'আ করার পর তার দৃষ্টি ফিরে পেল।[55]

جَاءَهُ رَجُلٌ ضَرِيرٌ، فَشَكَا إِلَيْهِ ذَهَابَ بَصَرِهِ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ لِي قَائِدٌ، وَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " :ائْتِ الْمِيضَأَةَ فَتَوَضَّأْ، ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلِ :اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّكَ فَيُجَلِّي لِي عَنْ بَصَرِي، اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ، وَشَفِّعْنِي فِي نَفْسِي ." قَالَ عُثْمَانُ :فَوَاللَّهِ مَا تَفَرَّقْنَا، وَلَا طَالَ بِنَا الْحَدِيثُ حَتَّى دَخَلَ الرَّجُلُ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ ضُرٌّ قَطُّ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَإِنَّمَا قَدَّمْتُ حَدِيثَ عَوْنِ بْنِ عُمَارَةَ لِأَنَّ مِنْ رَسْمِنَا أَنْ نُقَدِّمَ الْعَالِيَ مِنَ الْأَسَانِيدِ

বর্ণিত আছে, এক অন্ধ ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে তার দৃষ্টিশক্তি হারানোর অভিযোগ করল। সে বললঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার কোনো পথপ্রদর্শক নেই, আর বিষয়টি আমার জন্য খুব কষ্টকর হয়ে গেছে।"

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ

"তুমি ওযুর স্থানে যাও, ভালোভাবে ওযু করো, তারপর দুই রাকাত সালাত আদায় করো। এরপর বলোঃ

'اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّكَ فَيُجَلِّيَ لِي عَنْ بَصَرِي، اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ، وَشَفِّعْنِي فِي نَفْسِي'

[55] সুনান ইবনু মাজাহ ১৩৮৫। তিরমিযী ৩৫৭৮।

'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি এবং আপনার নবী মুহাম্মদ ﷺ—রহমতের নবীর মাধ্যমে আপনার দিকে মুখ করছি। হে মুহাম্মদ! আমি আপনাকে আপনার রবের নিকট ওসিলা করছি, যেন তিনি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন। হে আল্লাহ! তাঁর শাফাআত আমার ব্যাপারে কবুল করুন এবং আমার আবেদনও কবুল করুন।'"

উসমান (বর্ণনাকারী) বলেনঃ

"আল্লাহর কসম! আমরা তখনও বিচ্ছিন্ন হইনি এবং কথাবার্তাও বেশি দীর্ঘ হয়নি, এর মধ্যেই লোকটি ফিরে এলো এমন অবস্থায় যেন তার কখনো কোনো অসুস্থতাই ছিল না।"

এরপর ইমাম হাকিম বলেনঃ

"এই হাদীসটি সহীহ, বুখারীর শর্ত অনুযায়ী; যদিও ইমাম বুখারী ও মুসলিম এটি বর্ণনা করেননি। আমি 'আউন ইবন উমারাহ'-এর বর্ণনাটি আগে এনেছি, কারণ আমাদের নিয়ম হলো উচ্চ সনদকে অগ্রাধিকার দেওয়া।" [56]

রাসূলের ওফাতের পর তাঁর ওয়াসীলা নেয়া

কিছু লোক প্রচার করেন রাসূলের জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরাম উনার ওয়াসীলা নিয়েছেন তা ঠিক আছে, কিন্তু ওফাতের পর তাঁর ওয়াসীলা নিলে শিরক হবে!!

আমাদের কথা হচ্ছে,

1. যা ওয়াফাতের আগে জায়েজ পরে শিরক, নস কোথায়? শিরক সব সময়ই শিরক।
2. তারা হয়তো বলবে, ওফাতের আগে তিনি জিন্দা ছিলেন। আমরা বলি সহিহ দ্বারা প্রমাণিত ওয়াফাতের পরেও তিনি জিন্দাই আছেন।

[56] মুস্তাদরাক ১৯৩০। ১৯২৯।

3. যার ওয়াসীলা নেয়া হবে তিনি জিন্দা না মুর্দা এটা বিষয় নয়, যেহেতু উনার কাছে কিছু চাওয়া হচ্ছে না, বিষয় হল উনি আল্লাহর প্রিয় কি না।

আসুন আমরা মাত্র কয়েকটি দলীল দেখিঃ

ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন,

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ .رضى الله عنه .كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا. قَالَ فَيُسْقَوْنَ.

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেনঃ

"যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিত, তখন উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র ওয়াসীলা নিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন। তিনি বলতেনঃ

'হে আল্লাহ! আমরা পূর্বে আপনার নিকট আমাদের নবী ﷺ কে ওসিলা করে প্রার্থনা করতাম, ফলে আপনি আমাদের বৃষ্টি দান করতেন। আর এখন আমরা আপনার নিকট আমাদের নবীর চাচাকে ওসিলা করে প্রার্থনা করছি; অতএব আমাদের বৃষ্টি দান করুন।'

বর্ণনাকারী বলেনঃ 'অতঃপর তাদের বৃষ্টি দেওয়া হতো।" [57]

ففي توسله بالعباس توسّل بالنبي ﷺ

হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে ওসিলা করার মধ্যেও প্রকৃতপক্ষে নবী ﷺ-কেই ওসিলা করা হয়েছে।

[57] বুখারী ১০১০।

উসমান বিন আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র জামানায়

ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেন,

عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ :أَنَّ رَجُلًا، كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي حَاجَةٍ لَهُ، فَكَانَ عُثْمَانُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَلَا يَنْظُرُ فِي حَاجَتِهِ، فَلَقِيَ ابْنَ حُنَيْفٍ فَشَكَى ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ " :ائْتِ الْمِيضَأَةَ فَتَوَضَّأْ، ثُمَّ ائْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلْ :اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فَتَقْضِيَ لِي حَاجَتِي وَتُذَكُرُ حَاجَتَكَ " وَرُحْ حَتَّى أَرُوحَ مَعَكَ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَصَنَعَ مَا قَالَ لَهُ، ثُمَّ أَتَى بَابَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَجَاءَ الْبَوَّابُ حَتَّى أَخَذَ بِيَدِهِ فَأَدْخَلَهُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَأَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَى الطِّنْفِسَةِ، فَقَالَ :حَاجَتُكَ؟ فَذَكَرَ حَاجَتَهُ وَقَضَاهَا لَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ :مَا ذَكَرْتُ حَاجَتَكَ حَتَّى كَانَ السَّاعَةُ، وَقَالَ :مَا كَانَتْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ فَأَذْكُرْهَا، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ، فَقَالَ لَهُ :جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا مَا كَانَ يَنْظُرُ فِي حَاجَتِي وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيَّ حَتَّى كَلَّمْتَهُ فِيَّ، فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ :وَاللهِ مَا كَلَّمْتُهُ، وَلَكِنِّي شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَتَاهُ ضَرِيرٌ فَشَكَى إِلَيْهِ ذَهَابَ بَصَرِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : فَتَصَبَّرْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ لِي قَائِدٌ وَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ائْتِ الْمِيضَأَةَ فَتَوَضَّأْ، ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ ادْعُ بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ

قَالَ ابْنُ حُنَيْفٍ: فَوَاللهِ مَا تَفَرَّقْنَا وَطَالَ بِنَا الْحَدِيثُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْنَا الرَّجُلُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ ضُرٌّ قَطُّ

হযরত উসমান বিন হুনাইফ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিতঃ

এক ব্যক্তি তার একটি প্রয়োজন নিয়ে বারবার উসমান বিন আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র কাছে যেতেন। কিন্তু তিনি তার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতেন না এবং তার প্রয়োজনের প্রতিও দৃষ্টি দিচ্ছিলেন না।

অতঃপর লোকটি উসমান বিন হুনাইফ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিষয়টি জানাল। তখন তিনি তাকে বললেনঃ

"তুমি ওযুর স্থানে গিয়ে ওযু করো। তারপর মসজিদে এসে দুই রাকাত সালাত আদায় করো। এরপর বলোঃ

'اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فَتَقْضِي لِي حَاجَتِي'

'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি এবং আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ—রহমতের নবীর মাধ্যমে আপনার দিকে মুখ করছি। হে মুহাম্মদ! আমি আপনাকে আমার রবের নিকট ওসিলা করছি, যেন তিনি আমার প্রয়োজন পূরণ করেন।'

এরপর তোমার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করবে। তারপর যাও, পরে আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

লোকটি তাই করল। এরপর সে উসমান বিন আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র দরজায় এলো। দরোয়ান এসে তার হাত ধরে তাকে ভিতরে নিয়ে গেল। তিনি তাকে নিজের পাশে বসালেন এবং বললেনঃ

"তোমার কী প্রয়োজন?"

লোকটি তার প্রয়োজনের কথা বলল, আর তিনি তা পূরণ করে দিলেন। এরপর বললেনঃ

"আজকের আগে তুমি তোমার প্রয়োজনের কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দাওনি। ভবিষ্যতে তোমার কোনো প্রয়োজন হলে আমাকে জানাবে।"

এরপর লোকটি বের হয়ে উসমান বিন হুনাইফ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করল এবং বললঃ

"আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। তিনি তো আমার দিকে মনোযোগই দিচ্ছিলেন না, যতক্ষণ না আপনি আমার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন।"

তখন উসমান বিন হুনাইফ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেনঃ

"আল্লাহর কসম! আমি তাঁর সঙ্গে তোমার ব্যাপারে কোনো কথা বলিনি। তবে আমি রাসূল ﷺ-কে দেখেছি—এক অন্ধ ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে নিজের অন্ধত্বের অভিযোগ করেছিল..."

এরপর তিনি সেই প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণনা করলেন, যেখানে নবী ﷺ তাকে ওযু, দুই রাকাত সালাত এবং এই দো'আর নির্দেশ দিয়েছিলেন।

শেষে তিনি বললেনঃ

"আল্লাহর কসম! আমরা তখনও বিচ্ছিন্ন হইনি এবং কথাবার্তাও বেশি দীর্ঘ হয়নি, এর মধ্যেই লোকটি আমাদের কাছে এমন অবস্থায় ফিরে এলো যেন তার কখনো কোনো অসুবিধাই ছিল না।"[58]

হাদিস মালিক আদ্দার

ইবনু আবী শাইবাহ সহ অনেকে সহিহ সনদে বর্ণনা করেন,

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، **عَنْ مَالِكٍ الدَّارِ**، وَكَانَ خَازِنَ عُمَرَ عَلَى الطَّعَامِ ، قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اسْتَسْقِ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا ، فَأُتِيَ الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ : " ايْتِ عُمَرَ فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ، وَأَخْبِرْهُ أَنَّكُمْ مَسْقِيُّونَ وَقُلْ لَهُ : عَلَيْكَ الْكَيْسُ ، عَلَيْكَ الْكَيْسُ "، فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَبَكَى عُمَرُ ثُمَّ قَالَ : يَا رَبِّ لَا آلُو إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ

মালিক আদ-দার رحمه الله — যিনি উমর رضي الله عنه-এর খাদ্যভাণ্ডারের দায়িত্বে ছিলেন — বর্ণনা করেনঃ

"উমর বিন খাত্তাব رضي الله عنه-এর যুগে মানুষ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হলো। তখন এক ব্যক্তি নবী ﷺ এর কবরের নিকট এসে বললেনঃ

'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উম্মতের জন্য বৃষ্টির দো'আ করুন; তারা তো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।'

অতঃপর সেই ব্যক্তিকে স্বপ্নে বলা হলোঃ

---

[58] আল-মুজামুল কাবীর ৮৩১০।

'উমরের কাছে যাও, তাকে সালাম পৌঁছে দাও এবং তাকে সংবাদ দাও যে তোমরা বৃষ্টি প্রাপ্ত হবে। আর তাকে বলো: বুদ্ধিমত্তা অবলম্বন করুন, বুদ্ধিমত্তা অবলম্বন করুন।'

অতঃপর সে উমর رضي الله عنه -এর কাছে এসে বিষয়টি জানাল। তখন উমর رضي الله عنه কেঁদে ফেললেন এবং বললেনঃ

'হে আমার রব! আমি কোনো ত্রুটি করি না, তবে যা আমার সাধ্যের বাইরে হয়ে যায় তা ছাড়া।" [59]

قَالَ الْحَافِظُ رَوَاهُ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ

"হাফিজ (ইবন হাজর رحمه الله) বলেছেনঃ 'ইবন আবি শাইবা এটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।"

এই হাদিস নিয়ে সকল আপত্তির জবাব আমি দিয়েছি আল্লামা ইবনু তাইমিয়ার জবাবে লেখা আমার "আল-ক্বাউলুল হাসিম ফী যিয়ারাতি ক্বাবরিন নাবিয়্যিল ক্বাসিম" কিতাবে।

আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মায়ের কবরে রাসূলের দোয়া

ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেন,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ :لَمَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدِ بْنِ هَاشِمٍ أُمُّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهَا فَقَالَ : رَحِمَكِ اللهُ يَا أُمِّي، كُنْتِ أُمِّي بَعْدَ أُمِّي، وتُشْبِعِينِي وتَعْرِيْنَ، وتُكْسِينِي، وتَمْنَعِينَ نَفْسَكِ طَيِّبًا، وتُطْعِمِينِي تُرِيدِينَ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ تُغَسَّلَ ثَلَاثًا، فَلَمَّا بَلَغَ الْمَاءُ الَّذِي فِيهِ الْكَافُورُ سَكَبَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ، ثُمَّ خَلَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَمِيصَهُ فَأَلْبَسَهَا إِيَّاهُ وَكَفَّنَهَا بِبُرْدٍ فَوْقَهُ، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَأَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَغُلَامًا أَسْوَدَ يَحْفُرُونَ فَحَفَرُوا قَبْرَهَا فَلَمَّا بَلَغُوا اللَّحْدَ حَفَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ، وَأَخْرَجَ تُرَابَهُ بِيَدِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :فَاضْطَجَعَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ : اللهُ الَّذِي يُحْيِي

[59] মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ, তাহকীক শায়খ আওয়ামাহ ১৬/৬৩, হা ৩২৬৬৫

وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اغْفِرْ لِأُمِّي فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ، ولَقِّنْهَا حُجَّتَهَا، وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا، بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

وَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، وأَدْخَلُوها اللَّحْدَ هُوَ وَالْعَبَّاسُ، وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

হযরত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেনঃ

যখন ফাতিমা বিনতে আসাদ — যিনি আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র মাতা — ইন্তিকাল করলেন, তখন রাসূল ﷺ তাঁর কাছে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর মাথার পাশে বসে বললেনঃ

"হে আমার মা! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। আপনি আমার মাতার পর আমার মায়ের মতো ছিলেন। আপনি নিজে ক্ষুধার্ত থেকে আমাকে আহার দিতেন, নিজে সাধারণ অবস্থায় থেকে আমাকে বস্ত্র পরাতেন, নিজে উত্তম খাদ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে আমাকে খাওয়াতেন। এর দ্বারা আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাত কামনা করতেন।"

এরপর তিনি নির্দেশ দিলেন যেন তাঁকে তিনবার গোসল দেওয়া হয়। যখন কাফুর মিশ্রিত পানি আনা হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে তা ঢাললেন। এরপর তিনি নিজের জামা খুলে তাঁকে তা পরিয়ে দিলেন এবং তার উপর আরেকটি কাপড় দিয়ে কাফন দিলেন।

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উসামা ইবনু যায়েদ, আবূ আইয়ুব আনসারী, উমর বিন খাত্তাব এবং এক কৃষ্ণাঙ্গ যুবককে কবর খননের জন্য ডাকলেন। তারা কবর খনন করলেন। যখন লাহদ (কবরের পার্শ্বগহ্বর) পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে তা খনন করলেন এবং নিজ হাতে মাটি বের করলেন।

এরপর কাজ শেষ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরে প্রবেশ করলেন এবং সেখানে শুয়ে পড়লেন। তারপর বললেনঃ

"আল্লাহই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন, আর তিনি চিরঞ্জীব—তাঁর মৃত্যু নেই। হে আল্লাহ! আমার মা ফাতিমা বিনতে আসাদকে ক্ষমা করুন, তাঁকে

তাঁর জবাব (হুজ্জত) স্মরণ করিয়ে দিন এবং তাঁর প্রবেশস্থান প্রশস্ত করুন— **আপনার নবীর এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের হকের ওসিলায়।** নিশ্চয়ই আপনি সকল দয়ালুর চেয়ে অধিক দয়ালু।"

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জানাযায় চার তাকবীর বললেন। তারপর তাঁকে লাহদের মধ্যে নামালেন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে, আব্বাস এবং আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। [60]

ইমাম হাইছামী বলেন

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ، وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

"এ হাদীসটি তাবারানী তাঁর 'আল-কাবীর' ও 'আল-আওসাত' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে রূহ ইবন সালাহ রয়েছেন। ইবনু হিব্বান ও হাকিম তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন, যদিও তাঁর মধ্যে কিছু দুর্বলতা রয়েছে। আর বাকি বর্ণনাকারীগণ সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত।"

তিনি কিয়ামতের দিন আপনার এবং আপনার পিতা আদম عليه السلام এর আল্লাহর নিকট ওসিলা

ইমাম মালিক رحمه الله আবু জাফর আল-মানসূরকে বলেছিলেনঃ

وَلِم تَصْرِفْ وَجْهَكَ عَنْهُ وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدَمَ عيه السَّلَامُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ بَلِ اسْتَقْبِلْهُ واسْتَشْفِعْ بِهِ فَيُشَفِّعهُ اللَّهُ

"আপনি কেন তাঁর (রাসূল ﷺ এর) দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন? অথচ তিনি তো কিয়ামতের দিন আপনার এবং আপনার পিতা আদম عليه السلام-এর আল্লাহর নিকট ওসিলা। বরং তাঁর দিকেই মুখ করুন এবং তাঁর মাধ্যমে

[60] আল-মুজামুল কাবীর, হাদিস ৮৭১।

শাফাআত প্রার্থনা করুন; তাহলে আল্লাহ তাঁকে আপনার ব্যাপারে শাফাআত করার অনুমতি দেবেন।"

ইমাম কাদ্বী ইয়াদ্ব তাঁর সনদে বর্ণনা করেন,

قال القاضي عياض: حَدَّثَنَا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو الْقَاسِمِ أَحْمَدُ بن بَقِيٍّ الْحَاكِمُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ فيما أجازونيه قالو أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بن عُمَرَ بن دِلْهَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بن فِهْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن الفَرَجِ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَبْدُ اللَّهِ بن الْمُنْتَابِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بن إِسْحَاقَ بن أَبِي إِسْرَائِيلَ حَدَّثَنَا ابن حميد قال:

ناظر أَبُو جَعْفَرٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَالِكًا فِي مَسْجِدِ رسول الله ﷺ فقال لَهُ مَالِكٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَدَّبَ قَوْمًا فَقَالَ ﴿لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النبي﴾ الآيَةَ، وَمَدَحَ قَوْمًا فَقَالَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رسول الله﴾ الآيَةَ، وَذَمَّ قَوْمًا فَقَالَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ﴾ الآيَةَ وَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَيتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا فَاسْتَكَانَ لَهَا أَبُو جَعْفَرٍ وَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَأَدْعُو أَمْ أَسْتَقْبِلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ وَلم تَصْرِفْ وَجْهَكَ عَنْهُ وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدَمَ عيه السَّلَامُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ بَلِ اسْتَقْبِلْهُ واسْتَشْفِعْ بِهِ فَيُشَفِّعهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ تعالى ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظلموا أنفسهم﴾ الآيَةَ

আমীরুল মুমিনীন আবু জাফর আল-মানসূর ইমাম মালিক বিন আনাস رحمه الله-এর সঙ্গে রাসূল ﷺ এর মসজিদে আলোচনা করছিলেন। তখন ইমাম মালিক رحمه الله তাঁকে বললেনঃ

"হে আমীরুল মুমিনীন! এই মসজিদে আপনার কণ্ঠস্বর উঁচু করবেন না। কারণ আল্লাহ তাআলা এক সম্প্রদায়কে আদব শিক্ষা দিয়ে বলেছেনঃ

﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾

'তোমরা নবীর কণ্ঠের উপর নিজেদের কণ্ঠ উঁচু করো না।'

আর তিনি এক সম্প্রদায়ের প্রশংসা করে বলেছেনঃ

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ﴾

'যারা রাসূলুল্লাহর সামনে নিজেদের কণ্ঠ নীচু রাখে...'

এবং তিনি আরেক সম্প্রদায়ের নিন্দা করে বলেছেনঃ

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ﴾

'যারা আপনাকে ঘরের পেছন দিক থেকে ডাকে...'

আর তাঁর (নবী ﷺ-এর) মৃত্যুর পরও তাঁর সম্মান তেমনি, যেমন জীবিত অবস্থায় ছিল।"

এ কথা শুনে আবু জাফর বিনয়ী হলেন এবং বললেনঃ

"হে আবু আবদুল্লাহ! আমি কি কিবলার দিকে মুখ করে দো'আ করব, নাকি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে মুখ করব?"

তখন ইমাম মালিক رحمه الله বললেনঃ

"আপনি কেন তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন? অথচ তিনি তো কিয়ামতের দিন আপনার এবং আপনার পিতা আদম عليه السلام-এর আল্লাহর নিকট ওসিলা। বরং তাঁর দিকেই মুখ করুন এবং তাঁর মাধ্যমে শাফাআত প্রার্থনা করুন; তাহলে আল্লাহ তাঁর শাফাআত কবুল করবেন।"

এরপর তিনি আল্লাহ তাআলার এই আয়াত তিলাওয়াত করলেনঃ

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾

"আর যদি তারা নিজেদের উপর জুলুম করার পর আপনার কাছে আসত, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

করতেন, তবে তারা অবশ্যই আল্লাহকে অত্যন্ত তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু পেত।" — সূরা আন-নিসা, আয়াত ৬৪ [61]

শাইখুল ইসলাম ইবনু হাজার মাক্কী শাফী (মৃত্যু ৯৭৪ হি.) বলেছেনঃ

جَاءَتْ عنه بِالسَّنَدِ الصَّحِيحِ الذي لَا مَطْعَنَ فِيهِ.

"এটি তাঁর (ইমাম মালিক رحمه الله) থেকে এমন সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে কোনো আপত্তির অবকাশ নেই।"

অর্থাৎ, ইমাম মালিক رحمه الله থেকে বর্ণিত এই ঘটনাটি এমন একটি সহীহ সনদে এসেছে, যার সনদের উপর কোনো নির্ভরযোগ্য সমালোচনা নেই। [62]

শায়খ ইবনু তাইমিয়ার জবাবে শারহুল মাওয়াহিবে আল্লামা আব্দুল বাকী জারকানী বলেনঃ

الحكاية رواها أبو الحسن علي بن فهر في كتابه: فضائل مالك, ومن طريقه الحافظ أبو الفضل عياض في الشفاء **بإسنادٍ لا بأس به، بل قيل: إنه صحيح**، فمن أين أنها كذب, وليس في رواتها كذّاب ولا وضَّاع

"এই ঘটনাটি আবুল হাসান আলী ইবন ফাহর তাঁর 'فضائل مالك' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর সূত্রে হাফিজ কাদ্বী ইয়াদ্ব "আশ-শিফা" গ্রন্থে এমন সনদে এটি উল্লেখ করেছেন, যা গ্রহণযোগ্য; বরং কেউ কেউ বলেছেন, সেটি সহীহ।

---

[61] আশ-শিফা ২/৪১ দারুল ফিকর ১৯৮৮।

[62] আল-জাওহারুল মুনাজ্জাম ফী জিয়ারাতিল ক্বাবরিশ শারীফিল মুকাররাম ৯৮। কায়রো ২০০০ ইং।

অতএব, এটিকে মিথ্যা বলা কোথা থেকে সঠিক হবে? অথচ এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে কোনো মিথ্যাবাদী বা জাল হাদীস রচয়িতা নেই।" [63]

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন মাক্কী মালিকী ১৩৬৭ হিঃ বলেন,

رِجَالُهُ ثِقَاتٌ لَيْسَ فِي إِسْنَادِهَا وَضَّاعٌ وَلَا كَذَّابٌ عَلَى أَنَّهَا قَدْ عُضِّدَتْ بِجَرَيَانِ الْعَمَلِ وَبِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ فِي جَوَازِ التَّوَسُّلِ الَّتِي يُعَضِّدُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَبِظَاهِرِ اسْتِسْقَاءِ عُمَرَ بِالْعَبَّاسِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

"এর বর্ণনাকারীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য (ثقات)। এর সনদে কোনো জাল হাদীস রচয়িতা বা মিথ্যাবাদী নেই। উপরন্তু, এটি উম্মতের ধারাবাহিক আমল দ্বারা শক্তিশালী হয়েছে এবং তাওয়াসসুলের বৈধতার ব্যাপারে বর্ণিত স্পষ্ট ও সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারাও সমর্থিত হয়েছে—যেগুলো একে অপরকে শক্তিশালী করে।

এছাড়াও উমর رضي الله عنه-এর আব্বাস رضي الله عنه 'র ওয়াসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনার ঘটনাও এর বাহ্যিক সমর্থন প্রদান করে।" [64]

[63] ১২/২১৪ দারুল কুতুব ১৯৯৬ ইং।

[64] তাহযীবুল ফুরুক ৩/৫২ আলামুল কুতুব।

জনৈক বেদুইন কবর শরীফের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন

جئتك مستغفراً من ذنبي مُسْتَشْفِعاً بِكَ إِلَى رَبِّي

"আমি আপনার নিকট এসেছি আমার গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করতে, এবং আপনাকে আমার রবের নিকট শাফাআতের মাধ্যমরূপে গ্রহণ করে।"

বেদুইনের এই ঘটনা যাদের থেকে বর্ণিতঃ

1. আল্লামা উতবী মুহাম্মাদ ইবনে হারব আল-হিলালী, ওফাত ২২৮ হি
2. মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, ওফাত ৪০ হি
3. ইমাম সুফয়ান সাওরী, ওফাত ১৬১ হি
4. ইমাম সুফয়ান ইবনে উয়াইনা, ওফাত ১৯৮ হি

এই ঘটনা নিজ নিজ কিতাবে যারা বর্ণনা করেছেন [65]

[65] روى الإمام الماوردي ت 450 هـ في الأحكام السلطانية والحاوي الكبير
وروى الإمام البيهقي ت 458 هـ بسنده في شعب الإيمان
وروى الإمام ابن الصباغ ت 477هـ في الشامل في فروع الشافعية
وروى أبو سعد البغدادي الأصبهاني ت 540 هـ بسنده
وروى ابن عساكر ت 571هـ بسنده في معجم الشيوخ
وروى ابن الجوزي ت 597هـ بسنده في مثير العزم الساكن
وروى ابن النجار ت 643هـ بسنده في الدرة الثمينة
وروى ضياء الدين المقدسي ت 643هـ بسنده في ذكر المصافحة
وروى ابن عساكر الدمشقي ت 686هـ بسنده في اتحاف الزائر
وروى التقي الفاسي ت 832هـ بالسند في شفاء الغرام
وروى المتقى الهندي ت 975هـ عن ابن السمعاني بسنده

এই ঘটনাকে ইস্তিহসান বা উত্তম মনে করে যারা তাঁদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতমঃ

1. ইমাম ইবনুস সালাহ, ওফাত ৬৪৩ হিঃ

ومن أحسن ما يقول قول الأعرابي الذي حكاه غير واحد من أئمتنا مستحسنين له

"এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে সুন্দর যে কথাগুলো বলা হয়েছে, তা হলো সেই বেদুঈনের উক্তি—যা আমাদের বহু ইমাম প্রশংসাসূচকভাবে বর্ণনা করেছেন।" [66]

2. ইমাম নববী ওফাত ৬৭৬ হিঃ

وَمِنْ أَحْسَن مَا يقُولُ مَا حَكَاهُ أَصْحَابُنَا عَنِ الْعُتْبِيّ ت 228هـ [67] مُسْتَحْسِنِينَ لَهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ قَبْرِ النَّبي ﷺ فَجَاءَ أَعْرَابِيّ فَقَالَ :

السَّلامُ عَلَيكَ يا رسول الله سَمِعْت الله يقُولُ: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴾ وقد جئتك مستغفراً من ذنبي مُسْتَشْفِعاً بِكَ إِلَى رَبِّي ثُمَّ أَنْشَأ يقُولُ:

আমাদের ইমামগণ উতবী (মৃত্যু ২২৮ হি.) থেকে একটি ঘটনা সুন্দর ও প্রশংসনীয় বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ

"আমি নবী ﷺ-এর কবরের নিকট বসে ছিলাম। এমন সময় এক বেদুঈন এসে বললঃ

---

[66] সিলাতুন নুসুক ফী সিফাতিল মানাসিক পৃ ৩৪৪

[67] قال الذهبي في السير: العُتْبِيُّ مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ مُعَاوِيَةَ، العَلاَّمَةُ، الأَخْبَارِيُّ، الشَّاعِرُ، المُجَوِّدُ، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ مُعَاوِيَةَ بنِ عَمْرِو بنِ عُتْبَةَ بنِ أَبِي سُفْيَانَ بنِ حَرْبٍ الأُمَوِيُّ، ثُمَّ العُتْبِيُّ، البَصْرِيُّ.

رَوَى عَنِ: ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَأَبِي مِخْنَفٍ، وَوَالِدِهِ.

وَعَنْهُ: أَبُو حَاتِمٍ السِّجِسْتَانِيُّ، وَإِسْحَاقُ بنُ مُحَمَّدٍ النَّخَعِيُّ.

وَكَانَ يَشْرَبُ. وَلَهُ تَصَانِيْفُ أَدَبِيَّاتٌ، وَشُهْرَةٌ. مَاتَ: سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِيْنَ وَمائَتَيْنِ.

'আপনার প্রতি সালাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহকে বলতে শুনেছি—﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾

"আর যদি তারা নিজেদের উপর জুলুম করার পর আপনার কাছে আসত, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তবে তারা অবশ্যই আল্লাহকে অত্যন্ত তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু পেত।"

অতএব, আমি আপনার কাছে এসেছি আমার গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করতে এবং আপনাকে আমার রবের নিকট শাফাআতের মাধ্যমরূপে গ্রহণ করে।' এরপর সে কবিতা পাঠ করতে শুরু করল...

يَا خَيْرَمَنْ دُفِنَتْ بِالْقَاعِ أَعْظُمهُ ...

فَطَابَ مِنْ طِيبِهِن القاعُ والأكَمُ

نَفْسِي فِدَاءٌ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ ...

فِيهِ العَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ

أَنْتَ الشفِيعُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُه ...

عَلَى الصِّرَاطِ إِذَا مَا زَلَّتِ القَدَمُ

وَصَاحِبَاكَ فَلاَ أَنْسَاهُمَا أَبَداً ...

مِنّي السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ مَا جَرَى الْقَلَمُ

"হে সেই মহান ব্যক্তি, যাঁর অস্থিমালা এ ধরার বুকে সমাহিত হয়েছে—তাঁর পবিত্রতার সুবাসে সমতল ভূমি ও পাহাড়-টিলা সবই সুগন্ধিময় হয়ে উঠেছে।

আমার প্রাণ উৎসর্গ হোক সেই কবরের জন্য, যেখানে আপনি শায়িত আছেন—
যেখানে রয়েছে পবিত্রতা, দানশীলতা ও মহানুভবতা।
আপনিই সেই শাফাআতকারী, যার শাফাআতের আশা করা হয়—
সিরাতের উপর যখন পদস্খলন ঘটবে।
আর আপনার দুই সাথীকে আমি কখনো ভুলব না—
আমার পক্ষ থেকে আপনাদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক, যতদিন কলম প্রবাহিত হয়।"

قَالَ: ثُمَّ انْصَرَفَ فَغَلَبَتنِي عَيْنَايَ فَرَأَيْتُ رسول الله ﷺ فِي النَّوْمِ فَقَالَ: "يَا عُتْبِي إِلْحَقْ الأَعْرَابِيَّ وَبَشّرْهُ بِأن الله تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَه". اهـ

"এরপর সেই বেদুঈন চলে গেল। অতঃপর আমার চোখে ঘুম নেমে এলো। আমি স্বপ্নে রাসূল ﷺ-কে দেখলাম। তিনি বললেনঃ
'হে উতবী! সেই বেদুঈনের কাছে যাও এবং তাকে সুসংবাদ দাও যে, আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।"[68]
বিস্তারিত আলোচনা দেখুন আমার "আল-ক্বাউলুল হাসিম" কিতাবে।

[68] আল-ঈদ্বাহ ফী মানাসিকিল হাজ্জি ওয়াল উমরাহ্, পৃ ৪৫৫ দারুল বাশাইর -আল-আজকার পৃ ৩৫৫ দারু ইবনি কাছীর

সাহাবা সম্পর্কে আকীদা

1. সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি।
2. আমরা সাহাবায়ে কেরামের মন্দ কোনো আলোচনা করিনা।

সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি

সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি, সঠিক না বেঠিক বুঝার আগে বুঝতে হবে ঐ সত্যটা কি? যেমন ঈমান। হ্যাঁ ঈমানের মাপকাঠি সাহাবায়ে কেরামের ঈমান।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ﴾

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরাও ঈমান আনো, যেমন মানুষ ঈমান এনেছে,'..." বাকারা ১৩।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

"আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যকার অগ্রগামী প্রথম ব্যক্তিরা এবং যারা সুন্দরভাবে তাদের অনুসরণ করেছে—আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন

এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন এমন জান্নাত, যার নিচ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত; তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। এটাই মহাসাফল্য।" — সূরা আত-তাওবা, আয়াত ১০০

﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾

"কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন এবং তা তোমাদের অন্তরে সুশোভিত করেছেন। আর কুফর, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় করে দিয়েছেন। এরাই হলো সঠিক পথপ্রাপ্ত।" — সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ৭

﴿لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

"তুমি এমন কোনো সম্প্রদায় পাবে না, যারা আল্লাহ ও আখিরাত দিবসে ঈমান রাখে অথচ তারা ভালোবাসা পোষণ করে তাদের প্রতি, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে—যদিও তারা তাদের পিতা, সন্তান, ভাই বা আত্মীয়-স্বজনই হোক। এরাই সেই লোক, যাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে এক বিশেষ শক্তি দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করেছেন। আর তিনি তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত; তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এরাই

আল্লাহর দল। জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহর দলই সফলকাম।" — সূরা আল-মুজাদালা, আয়াত ২২

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

"আর যারা তাদের পূর্বে মদিনায় বসবাস স্থাপন করেছে এবং ঈমান গ্রহণ করেছে, তারা তাদেরকে ভালোবাসে যারা তাদের কাছে হিজরত করে এসেছে। আর মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে, সে কারণে তারা নিজেদের অন্তরে কোনো সংকীর্ণতা অনুভব করে না। বরং তারা নিজেদের উপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত থাকে। আর যারা নিজেদের মনের কৃপণতা থেকে রক্ষা পায়, তারাই সফলকাম।" — সূরা আল-হাশর, আয়াত ৯

সাহাবীগণের ন্যায়পরায়ণতার উপর উম্মতের ঐকমত্যঃ

قال ابن الصلاح: إِنَّ الْأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلَى تَعْدِيلِ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ، وَمَنْ لَابَسَ الْفِتَنَ مِنْهُمْ فَكَذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ يُعْتَدُّ بِهِمْ فِي الْإِجْمَاعِ، إِحْسَانًا لِلظَّنِّ بِهِمْ، وَنَظَرًا إِلَى مَا تَمَهَّدَ لَهُمْ مِنَ الْمَآثِرِ، وَكَأَنَّ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَتَاحَ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ لِكَوْنِهِمْ نَقَلَةَ الشَّرِيعَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ " انتهى .

ইমাম ইবনুস সালাহ رحمه الله বলেছেনঃ

"সমগ্র উম্মত সকল সাহাবীর ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপারে একমত। এমনকি তাদের মধ্যে যারা ফিতনার ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাদের

ব্যাপারেও—সেই সকল আলিমের ঐকমত্য রয়েছে, যাদের মত ইজমার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য।

এটি তাদের প্রতি সুধারণা পোষণ করার কারণে এবং তাদের অসংখ্য মহৎ কীর্তি ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে।

মনে হয়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ বিষয়ে ইজমা সংঘটিত হওয়াকে সহজ করে দিয়েছেন, কারণ তারাই শরীয়তের বাহক ও পরিবেশক। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞানী।" [69]

ইমাম ইবনু আব্দিল বার رحمه الله বলেছেনঃ

" فإن أولى ما نظر فيه الطالب، وعني به العالم- بعد كتاب الله عز وجل- سنن رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فهي المبينة لمراد الله عز وجل من مجملات كتابه، والدالة على حدوده، والمفسرة له، والهادية إلى الصراط المستقيم صراط الله، من اتبعها اهتدى، ومن سلك غير سبيلها ضل وغوى، وولاه الله ما تولى. **ومن أوكد آلات السنن المعينة عليها، والمؤدية إلى حفظها، معرفة الذين نقلوها عن نبيهم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إلى الناس كافة، وحفظوها عليه، وبلغوها عنه، وهم صحابته الحواريون الذين وعوها وأدوها ناصحين محسنين، حتى كمل بما نقلوه الدين، وثبتت بهم حجة الله تعالى على المسلمين، فهم خير القرون، وخير أمة أخرجت للناس، ثبتت عدالة جميعهم بثناء الله عزوجل عليهم وثناء رسوله عليه السلام،** ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه ونصرته، ولا تزكية أفضل من ذلك، ولا تعديل أكمل منه. **قَالَ الله تعالى ذكره** ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى

[69] ابن الصلاح (ت ٦٤٣هـ) ، **معرفة أنواع علوم الحديث، ويُعرف بمقدمة ابن الصلاح** ، ص 295، دار الفكر-

الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْواناً سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ " انتهى

"জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্য এবং আলিমের জন্য—আল্লাহর কিতাবের পর—সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহসমূহের প্রতি মনোযোগ দেওয়া। কারণ সুন্নাহই আল্লাহর কিতাবের সংক্ষিপ্ত বিষয়সমূহের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে, তার সীমারেখা নির্দেশ করে, তার ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং সরল পথ—আল্লাহর পথ—এর দিকে দিকনির্দেশনা দেয়।

যে সুন্নাহ অনুসরণ করবে, সে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে; আর যে এর পথ ছেড়ে অন্য পথে চলবে, সে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত হবে। আল্লাহ তাকে সেই দিকেই সোপর্দ করবেন, যেদিকে সে ঝুঁকেছে।

আর সুন্নাহ সংরক্ষণ ও বুঝার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমগুলোর একটি হলো—সেই ব্যক্তিদের পরিচয় জানা, যারা তাদের নবী ﷺ থেকে এসব সুন্নাহ সমগ্র মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, তা সংরক্ষণ করেছেন এবং যথাযথভাবে বর্ণনা করেছেন।

তাঁরা হলেন তাঁর সাহাবীগণ ও একনিষ্ঠ সহচরবৃন্দ; যারা এসব শিক্ষা গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন এবং নিষ্ঠা ও উত্তমভাবে তা পৌঁছে দিয়েছেন। ফলে তাদের মাধ্যমে দ্বীন পূর্ণতা লাভ করেছে এবং মুসলমানদের উপর আল্লাহর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তাঁরাই সর্বোত্তম যুগের মানুষ এবং মানবজাতির জন্য বের করা সর্বোত্তম উম্মত। আল্লাহ তাআলার তাদের প্রশংসা এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর তাদের প্রশংসার মাধ্যমে সকল সাহাবীর ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আল্লাহ যাকে তাঁর নবীর সাহচর্য ও সাহায্যের জন্য মনোনীত করেছেন, তার চেয়ে অধিক ন্যায়পরায়ণ আর কেউ হতে পারে না। এর চেয়ে বড় তাযকিয়া (পবিত্রতার স্বীকৃতি) নেই এবং এর চেয়ে পূর্ণাঙ্গ নির্ভরযোগ্যতার ঘোষণা আর হয় না।

আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾

"মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, আর যারা তাঁর সঙ্গে রয়েছে তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি দয়ালু। তুমি তাদেরকে রুকূকারী ও সিজদাকারী অবস্থায় দেখবে; তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের চিহ্ন তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার প্রভাবের কারণে প্রকাশমান।" — সূরা আল-ফাতহ, আয়াত ২৯ [70]

ইমাম নববী رحمه الله বলেছেনঃ

"الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ، مَنْ لَابَسَ الْفِتْنَةَ وَغَيْرُهُمْ، بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ"

"সকল সাহাবীই ন্যায়পরায়ণ; চাই তারা ফিতনার ঘটনায় জড়িত থাকুন বা না থাকুন। এ বিষয়ে সেই সকল আলিমের ঐকমত্য রয়েছে, যাদের মতামত গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করা হয়।" [71]

হাফিজ ইবনু হাজার رحمه الله বলেছেনঃ

اتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ الْجَمِيعَ عُدُولٌ، وَلَمْ يُخَالِف فِي ذَلِك إلا شُذُوذٌ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ"

"আহলুস সুন্নাহ এ বিষয়ে একমত যে, সকল সাহাবীই ন্যায়পরায়ণ। এ ব্যাপারে কেবল কিছু বিচ্ছিন্ন বিদআতপন্থী লোক ব্যতিক্রম মত পোষণ করেছে।" [72]

---

[70] بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ت ٤٦٣هـ، **الاستيعاب في معرفة الأصحاب**، ج1 ص1-2، دار الجيل،

[71] النووي (ت ٦٧٦هـ)، **التقريب والتيسير** ص 92، دار الكتاب العربي١٩٨٥ م عدد الصفحات: ١٢٣

[72] العسقلاني (ت ٨٥٢هـ) ، **الإصابة في تمييز الصحابة** ، ج1 ص162، دار الكتب العلمية

মারদাবী বলেন,

لَيْسَ الْمُرَاد بكونهم عُدُولًا الْعِصْمَة لَهُم، واستحالة الْمعْصِيَة عَلَيْهِم، إِنَّمَا الْمُرَاد أَن لَا نتكلف الْبَحْث عَن عدالتهم، وَلَا طلب التَّزْكِيَة فيهم. "انتهى .

"সাহাবীগণ ন্যায়পরায়ণ—এ কথার অর্থ এই নয় যে তারা নিষ্পাপ ছিলেন বা তাদের থেকে কখনো কোনো গুনাহ হওয়া অসম্ভব ছিল। বরং এর অর্থ হলো, তাদের ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণের জন্য আমাদেরকে আলাদা অনুসন্ধান করতে হয় না এবং তাদের ব্যাপারে পৃথক তাযকিয়া (বিশ্বস্ততার প্রমাণ) খুঁজতে হয় না।" [73]

খতীব বাগদাদী বলেন,

كلُّ حَدِيثٍ اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ بَيْنَ مَنْ رَوَاهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ , لَمْ يَلْزَمِ الْعَمَلُ بِهِ إِلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ عَدَالَةِ رِجَالِهِ , وَيَجِبُ النَّظَرُ فِي أَحْوَالِهِمْ , سِوَى الصَّحَابِيِّ الَّذِي رَفَعَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , لِأَنَّ عَدَالَةَ الصَّحَابَةِ ثَابِتَةٌ مَعْلُومَةٌ بِتَعْدِيلِ اللَّهِ لَهُمْ وَإِخْبَارِهِ عَنْ طَهَارَتِهِمْ , وَاخْتِيَارِهِ لَهُمْ فِي نَصِّ الْقُرْآنِ , فَمِنْ ذَلِكَ

"যে হাদীসের সনদ বর্ণনাকারী থেকে নবী ﷺ পর্যন্ত সংযুক্ত থাকে, সেই হাদীসের উপর আমল করা আবশ্যক হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত তার বর্ণনাকারীদের ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণিত না হয়। তাই তাদের অবস্থা যাচাই করা জরুরি।

তবে সেই সাহাবী ব্যতীত, যিনি হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। কারণ সাহাবীগণের ন্যায়পরায়ণতা সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত—আল্লাহ তাআলা নিজেই তাদেরকে ন্যায়পরায়ণ ঘোষণা করেছেন, তাদের পবিত্রতার

---

[73] علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت ٨٨٥ هـ) ، **التحبير شرح التحرير في أصول الفقه** ، ج4 ص1994، الناشر: مكتبة الرشد ٢٠٠٠ م عدد الأجزاء: ٨

সংবাদ দিয়েছেন এবং কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যে তাদেরকে মনোনীত করেছেন। এর অন্তর্ভুক্ত হলো...

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾

"তোমরাই সেই সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য বের করা হয়েছে।" — সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১০

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ وَهَذَا اللَّفْظُ وَإِنْ كَانَ عَامًّا فَالْمُرَادُ بِهِ الْخَاصُّ , وَقِيلَ :وَهُوَ وَارِدٌ فِي الصَّحَابَةِ دُونَ غَيْرِهِمْ

"আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানুষের উপর সাক্ষী হও এবং রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হন।" বাকারা ১৪৩।

যদিও এই শব্দটি সাধারণ অর্থবোধক, তবে এখানে বিশেষ অর্থ উদ্দেশ্য। আর বলা হয়েছে যে, এ আয়াত মূলত অন্যদের তুলনায় বিশেষভাবে সাহাবীগণের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে।

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার হাতে বাইআত করছিল। অতঃপর তিনি জানতেন তাদের অন্তরে যা ছিল, তাই তিনি তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে নিকটবর্তী বিজয় দান করলেন।" — সূরা আল-ফাতহ, আয়াত ১৮।

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾

"আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যকার অগ্রগামী প্রথম ব্যক্তিরা এবং যারা সুন্দরভাবে তাদের অনুসরণ করেছে—আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে।" — সূরা আত-তাওবা, আয়াত ১০০

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾

"আর যারা অগ্রগামী, তারাই তো অগ্রগামী। তারাই আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত, নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে।" — সূরা আল-ওয়াকিয়া, আয়াত ১০–১২

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

"হে নবী! আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং সেই সব মুমিনও যথেষ্ট, যারা আপনার অনুসরণ করেছে।" — সূরা আল-আনফাল, আয়াত ৬৪

﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ,

"এই সম্পদ সেই দরিদ্র মুহাজিরদের জন্য, যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি ও সম্পদ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। এরাই সত্যবাদী। আর যারা তাদের পূর্বে মদিনায় বসবাস স্থাপন করেছে এবং ঈমান গ্রহণ করেছে, তারা তাদেরকে ভালোবাসে যারা তাদের কাছে হিজরত করে

এসেছে। আর মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে, সে কারণে তারা নিজেদের অন্তরে কোনো সংকীর্ণতা অনুভব করে না। বরং তারা নিজেদের উপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত থাকে। আর যারা নিজেদের মনের কৃপণতা থেকে রক্ষা পায়, তারাই সফলকাম।" — সূরা আল-হাশর, আয়াত ৮–৯

فِي آيَاتٍ يَكْثُرُ إِيرَادُهَا وَيَطُولُ تَعْدَادُهَا , وَوَصَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّحَابَةَ مِثْلَ ذَلِكَ , وَأَطْنَبَ فِي تَعْظِيمِهِمْ , وَأَحْسَنَ الثَّنَاءَ عَلَيْهِمْ[74]

"এ ধরনের আয়াত বহু রয়েছে, যেগুলোর উল্লেখ অনেক এবং সেগুলোর সংখ্যা দীর্ঘ হয়ে যাবে। আর রাসূল ﷺ-ও সাহাবীগণকে এভাবেই বর্ণনা করেছেন; তিনি তাদের মর্যাদা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছেন এবং তাদের ব্যাপারে সর্বোত্তম প্রশংসা করেছেন।"

ইমাম আবয়ারী মালিকী বলেন,

وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِعَدَالَتِهِمْ ثُبُوتَ الْعِصْمَةِ لَهُمْ وَاسْتِحَالَةَ الْمَعْصِيَةِ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ :قَبُولُ رِوَايَاتِهِمْ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفِ بَحْثٍ عَنْ أَسْبَابِ الْعَدَالَةِ وَطَلَبِ التَّزْكِيَةِ إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ ارْتِكَابٌ قَادِحٌ، وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فَنَحْنُ عَلَى اسْتِصْحَابِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَثْبُتَ خِلَافُهُ، وَلَا الْتِفَاتَ إِلَى مَا يَذْكُرُهُ أَهْلُ السِّيَرِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ، وما صح فَلَهُ تَأْوِيلٌ صَحِيحٌ. انْتَهَى

"সাহাবীগণের ন্যায়পরায়ণতার অর্থ এই নয় যে তারা নিষ্পাপ ছিলেন বা তাদের থেকে কোনো গুনাহ হওয়া অসম্ভব ছিল। বরং এর অর্থ হলো— তাদের বর্ণনাসমূহ গ্রহণ করা হবে, তাদের ন্যায়পরায়ণতার কারণ অনুসন্ধান

[74] الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ)، **الكفاية في علم الرواية**، ص 46-47، الناشر: جمعية دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد، الدكن الطبعة: الأولى، ١٣٥٧ هـ

করা বা আলাদা তাযকিয়া চাওয়ার প্রয়োজন ছাড়াই; তবে যদি কোনো প্রকৃত দোষ প্রমাণিত হয়, তাহলে ভিন্ন কথা।

কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, এমন কোনো বিষয় প্রমাণিত হয়নি। তাই আমরা রাসূল ﷺ-এর যুগে তারা যে অবস্থার উপর ছিলেন, সেটাকেই মূল ধরে থাকব, যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিপরীত কিছু প্রমাণিত না হয়।

আর ইতিহাসকারদের বর্ণিত নানা কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হবে না; কারণ সেগুলোর অধিকাংশই সহীহ নয়। আর যা সহীহ, তারও সঠিক ব্যাখ্যা রয়েছে।" .[75]

[75] محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت ١٢٥٠هـ)، **إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول**، ج1 ص 188، الناشر: دار الكتاب العربي الطبعة: الطبعة الأولى ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م عدد الأجزاء: ٢

আমরা সাহাবায়ে কেরামের মন্দ কোনো আলোচনা করিনা

সাহাবায়ে কেরামের মন্দ আলোচনা করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা পরিপন্থী। বাতিলপন্থীরাই কেবল সাহাবায়ে কেরামের মন্দ আলোচনা করতে পারে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.رضى الله عنه .قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ "

"তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালি দিও না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তবুও তা তাদের একজনের এক মুদ পরিমাণ দান কিংবা তার অর্ধেকের সমানও পৌঁছবে না।" [76]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي لاَ تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ " قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

[76] বুখারী ৩৬৭৩, মুসলিম ২৫৪০

"আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো! আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো! আমার পরে তাদেরকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ো না। যে তাদেরকে ভালোবাসে, সে আমার ভালোবাসার কারণেই তাদেরকে ভালোবাসে। আর যে তাদেরকে ঘৃণা করে, সে আমার ঘৃণার কারণেই তাদেরকে ঘৃণা করে।

আর যে তাদেরকে কষ্ট দেয়, সে আমাকে কষ্ট দেয়। আর যে আমাকে কষ্ট দেয়, সে আল্লাহকে কষ্ট দেয়। আর যে আল্লাহকে কষ্ট দেয়, অচিরেই আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন।" [77]

ইমাম ইবনুল মুবারাক লোকসমাজের সামনে বলতেনঃ

دَعُوا حَدِيْثَ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَسُبُّ السَّلَفَ

"আমর ইবন সাবিতের হাদীস পরিত্যাগ করো; কারণ সে সালাফদের গালি দিত।" [78]

قُلْتُ: فَيُرَدُّ مَنْ يَقَعُ فِيْ السَّلَفِ وَيُسِيْءُ إِلَيْهِمْ بِالقَوْلِ أَوْ القَلَمِ وَلَا يَتَرَحَّمُ لَهُمْ فَلَا يُقْبَلُ حَدِيْثُه وَلَا يُسْمَعُ وَعْظُه وَخِطَابُه وَلَا يُتَّبَعُ مَسْلَكُه وَلَا يُنْظَرُ إِلي عِلْمِه وَعَرْشِه وَلَا إِلى جَلَالَتِهِ وَ إِمَامَتِه.

"আমি বলি: যে ব্যক্তি সালাফদের সমালোচনা করে, কথায় বা লেখনীর মাধ্যমে তাদের প্রতি অসদাচরণ করে এবং তাদের জন্য রহমতের দো'আও করে না—তার বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করা হবে। তার হাদীস গ্রহণ করা হবে না, তার ওয়াজ ও বক্তৃতা শোনা হবে না, তার পথ অনুসরণ করা হবে না এবং তার জ্ঞান, মর্যাদা বা নেতৃত্বের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হবে না।"

---

[77] তিরমিযী ৩৮৬২।

[78] মুকাদ্দিমাহ সহি হ মুসলিম, ৬। ইজলী, আস-সিক্বাত পৃ ৮।

তাহাবী বলেন

وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ. وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ. وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ. وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ

وقال: وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ، وَذُرِّيَّاتِهِ الْمُقَدَّسِينَ مِنْ كُلِّ رِجْسٍ، فَقَدَ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ

"আমরা রাসূল ﷺ-এর সাহাবীগণকে ভালোবাসি। তাদের কাউকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করি না এবং তাদের কারো থেকে সম্পর্কচ্ছেদও করি না।

আর যারা তাদেরকে ঘৃণা করে এবং ভালো ছাড়া অন্যভাবে তাদের উল্লেখ করে, আমরা তাদেরকে ঘৃণা করি। আমরা সাহাবীদেরকে শুধু উত্তমভাবেই উল্লেখ করি।

তাদেরকে ভালোবাসা হলো দ্বীন, ঈমান ও ইহসান। আর তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা হলো কুফর, নিফাক ও সীমালঙ্ঘন।"

আরও বলেছেনঃ

"যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর সাহাবীগণ, তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ—যারা সব অপবিত্রতা থেকে পবিত্র তাঁর পবিত্র বংশধরগণের ব্যাপারে উত্তম কথা বলে, সে নিফাক থেকে মুক্ত।" [79]

উমর ইবনু আব্দুল আজীজ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

تِلْكَ دِمَاءٌ طَهَّرَ اللَّهُ أَيْدِينَا مِنْهَا فَلَا نُلَوِّثُ أَلْسِنَتَنَا بِهَا.

[79] আকীদা তাহাবিয়্যাহ

"এগুলো এমন রক্তপাতের ঘটনা, যেগুলো থেকে আল্লাহ আমাদের হাতকে পবিত্র রেখেছেন; সুতরাং আমরা আমাদের জিহ্বাকে তা দ্বারা কলুষিত করব না।" [80]

আহলে সিফফীন সম্পর্কে বলেন,

تِلْكَ دِمَاءٌ طَهَّرَ اللَّهُ يَدَيَّ مِنْهَا، فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَخْضِبَ لِسَانِي فِيهَا

"এগুলো এমন রক্তপাতের ঘটনা, যেগুলো থেকে আল্লাহ আমার দুই হাতকে পবিত্র রেখেছেন; তাই আমি পছন্দ করি না যে, এ ব্যাপারে আমার জিহ্বাকে রঞ্জিত করি।" [81]

ইমাম বাগাবী বলেন,

وَاخْتَارَ السَّلَفُ تَرْكَ الْكَلامِ فِي الْفِتْنَةِ الأُولَى، وَقَالُوا :تِلْكَ دِمَاءٌ طَهَّرَ اللَّه عَنْهَا أَيْدِيَنَا، فَلا نُلَوِّثُ بِهَا أَلْسِنَتَنَا.

"সালাফগণ প্রথম ফিতনার ঘটনাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা পরিত্যাগ করাকেই পছন্দ করেছেন। তারা বলতেনঃ

'এগুলো এমন রক্তপাতের ঘটনা, যেগুলো থেকে আল্লাহ আমাদের হাতকে পবিত্র রেখেছেন; সুতরাং আমরা আমাদের জিহ্বাকেও তা দ্বারা কলুষিত করব না।" [82]

---

[80] মিরকাত ৮/৩৩৯৭, ৫৪০১।

[81] হিলয়াতুল আউলিয়া ৯/১১৪, নাম্বার ৪৪।

[82] শারহুস সুন্নাহ, ১৪/১৩৭। আল-মাক্তাবুল ইসলামী ১৯৮৩।

بعض المؤلفات العربية للمؤلف الفقير إلى الله:

أكثر من أربعين مؤلفا، جلها باللغة العربية، منها ما طبع ومنها ما لم يطبع

1. الخطبة الحنفية، طبعت من دار الكتب العلمية، 2021م
2. الاحتفال بالمولد بين الإفراط والتفريط ، طبع من دار الكتب
3. تاريخ المولد النبوي من القرن الأول إلى يومنا هذا
4. التحفة اللطيفية في مولد خير البرية
5. أدلة المقتصد في الاحتفال بالمولد
6. السيف البرهاني في الرد على الألباني لتضعيفه أحاديث النبي العدناني ﷺ من الصحيحين للبخاري ومسلم القشيري
7. التحفة اللطيفية في الخطبة الحنفية
8. أبو طالب ومسألة الإيمان في الرد على الشيخ أحمد رضا خان
9. القول اللبيب في إيمان آباء النبي الحبيب ﷺ
10. فتنة الضاد المشبهة بالظاء
11. الصحيفة في مناقب الإمام أبي حنيفة مجلدان
12. التصوف والمحدثون من الصوفية مجلدان
13. السنة قبل الجمعة والأذان قبل الخطبة
14. رؤية الهلال بين العلم والخيال
15. مناظرة التراويح
16. الأجوبة السنية سبعة أجزاء

17. من التراب أو النور خُلِقَ نبيُّ خالق النور
18. الغلو في التكفير
19. الأدلة الحنفية سبعة أجزاء
20. الإمام السيد أحمد بن عرفان الشهيد
21. التبركات المحمدية في السنة الصحيحة،
22. القول الفصيح في صلاة التراويح،
23. ليلة النصف من شعبان ليلة الرحمة والغفران
24. حسن البيان في التحية والتعظيم والتعبد في السنة والقرآن
25. تقبيل القدمين لأهل الفضل والعين في شريعة سيد الثقلين ﷺ
26. القول الحاسم في شد الرحال لزيارة قبر النبي القاسم ﷺ
27. إرشاد الناس إلى حقيقة أثر ابن عباس رضي الله عنهما
28. التعليق الجميل على رسالة زجر الناس للإمام اللكنوي النبيل
29. القول السوي حول رسالة تحذير الناس للشيخ محمد قاسم النانوتوي
30. حديث جبريل وما خفي على الكثير من منازل
31. استغفاره لأمته ﷺ

32. জিয়ারতে রাহমাতাল্লিল আলামীন
33. কানা দাজ্জালের আবির্ভাব
34. তাজিমি সিজদা ও কদমবুছি
35. দুই ফাজিলের গোস্তাখী
36. নিশ্চিত পতনের পথে ইসরাইল
37. প্রিয় নবীজীর প্রিয় দোয়া
38. ফাজিলে বেরলভী সমাচার (১ম খণ্ড)

39. ফিতনায়ে আশরাফুজ্জামান ওহাবী এবার মৌলবি আহমাদ রেজা খান
40. রাসুলের মুচকি হাসি
41. শুহাদায়ে কারবালা
42. সমকালীন ফিতনা
43. সহিহ হাদিসে তবাররুকাতে মুহাম্মাদী
44. সহিহ হাদিসে তারাবিহ'র সালাত
45. সহিহ হাদিসে শবে বরাত
46. ৪০ হাদিস – আউলিয়ায়ে কেরামের ফজিলত
47. ৪০ হাদিস – ইতিকাফ
48. আমেরিকায় ইসলামের ইতিহাস
49. হাবিবুল হারামাইন
50. সালাতুল হাবীব ﷺ
51. ইয়াযীদনামা
52. উজবেকিস্তান সফর ২০২৬
53. SCIENTIFIC FACTS IN QURAN
54. Tahseen us Sarf
55. Salatul Habib ﷺ
56. Hajj and Umrah Made Easy